গ্রাস-২

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৭৮

বারো

সামনেই লংফেলোর কেবিন। গিয়ার বদল করল রানা। এক পাশের ঝোপজঙ্গল দুলে উঠতে নাকের ডগা থেকে চশমাটা ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে ব্যস্ত হয়ে উঠে বিস্ময় প্রকাশ করল লংফেলো। 'তাজ্জব ব্যাপার! এর আগে কখনও তো এখানে হরিণ দেখিনি।'

হেডলাইটের আলো ঘুরে গিয়ে স্থির হলো কেবিনের উপর, ছুটে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিতে দেখল রানা একটা মূর্তিকে। 'হরিণ নয়।' গাড়িটা পুরোপুরি দাঁড়ায়নি তখনও, লাফ দিয়ে নিচে নেমে ছুটল ও।

কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দে ঠিক কেবিনের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। চরকির মত ঘুরল আধ পাক। কেবিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে কেউ, শব্দ পেয়েই ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা দরজাটাকে লক্ষ্য করে।

ঠিক দরজার উপর হলো সংঘর্ষটা। ধাক্কা খেয়ে কেবিনের ভিতর ছিটকে ফেরত গেল লোকটা। পতনের শব্দের পরপরই দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ পেয়ে রানা বুঝতে পারল লোকটা কেবিনের ভিতর দিকে সরে যাচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে। এক পা ভিতরে ঢুকে পকেটে হাত ভরল রানা লাইটার বের করার জন্যে। লংফেলোর হুঙ্কার শুনতে পাচ্ছে ও। যে লোকটা পালিয়েছে তার চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছে সে। লাইটারটা স্পর্শ করেও পকেট থেকে খালি হাত বের করে আনল রানা। বিপদের উগ্র গন্ধ ঢুকেছে ওর নাকে। কুঁচকে উঠল ভুরু। বুঝতে অসুবিধে হলো না কেবিনটার প্রতিটি ইঞ্চি ভিজিয়ে রাখা হয়েছে পেট্রল দিয়ে। মুহূর্তে গোটা কেবিনে আগুন ধরাবার জন্যে আগুনের একটা কণাই এখন যথেষ্ট।

সামনে নিকষ কালো অন্ধকার। পিছনে পায়ের শব্দ। 'সাবধান, লংফেলো।' দ্রুত বলল রানা, 'সরে যাও দরজার কাছ থেকে।'

অন্ধকার সয়ে আসছে রানার চোখে। কেবিনের পিছন দিকের জানালা থেকে ক্ষীণ আলোর আভাস আসছে। হাঁটু মুড়ে নিচু হলো ও। সামনেটা দেখার চেষ্টা করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ক্ষীণ আলোটা মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সরছে লোকটা। ডান দিকে সরে আসছে নিঃশব্দে, দরজার দিকে এগোচ্ছে। লোকটার অবস্থান অনুমান করে লাফ দিল রানা।

অনুমানে ভুল ছিল। যতটা ভেবেছিল, তার চেয়েও দ্রুত সরছে লোকটা। ধরার জন্যে একটা পা পেল রানা শুধু। ধরেই বুঝতে পারল আটকে রাখা যাবে না একে। জোরে পা ঝাড়া দিল লোকটা। পরমুহূর্তে ডান কাঁধে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করল

রানা। নিজের অজান্তে ছেড়ে দিল লোকটার পা। আরও আঘাত আসছে বুঝতে পেরে গড়িয়ে সরে যাবার আগেই আচমকা ওর মুখে পড়ল একটা লাথি। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথাটা। মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তিন লাফে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ছুটন্ত পদশব্দ।

বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল কুণ্ডলী পাকানো একটা মূর্তির সামনে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে শীলা।

কাছে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই লংফেলো কাতরাতে কাতরাতে উঠে বসল।

'কোথায় লেগেছে···?'

তলপেট চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল লংফেলো। ব্যথায় কুঁচকে আছে মুখটা। 'শালা ষাঁড়টা আমার পেটে গুঁতো মেরেছে।'

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হচ্ছে না,' চারদিকে ত্রস্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল শীলা, 'চলো, কেবিনে আশ্রয় নিই আগে।'

'না,' বলল রানা, 'কেবিনটা এখন বোমার মত হয়ে আছে। গাড়িতে টর্চ আছে, নিয়ে আসবে তুমি?'

লংফেলোকে ধরে একটা পাথরের কাছে নিয়ে গিয়ে সেটার উপর বসিয়ে দিল রানা। ফিরে এসে রানার মুখের উপর টর্চের আলো ফেলল শীলা।

'মাই গড!' আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল সে এক পা। 'তোমার মুখের এ অবস্থা হলো কি করে?'

'মাড়িয়ে দিয়েছে,' বলল রানা, 'দাঁড়াও এখানে। টর্চটা দাও।' টর্চ হাতে কেবিনের ভিতর ঢুকল রানা। দেখল চাদর, বালিশ, লেপ তোষক সব বিছানা থেকে নামিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে এক কোণায়। কয়েক গ্যালন পেট্রল খরচ করা হয়েছে ওগুলো ভেজাবার জন্যে। কার্পেটটাকে ছোরা দিয়ে ফালি ফালি করা হয়েছে যাতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকতে পারে পেট্রল। মেঝেতে গড়াচ্ছে এখনও তরল জ্বালানি। লণ্ঠনটা খুঁজে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। 'বাইরেই তাঁবু গাড়তে হবে আজ রাতে। গাড়িতে কম্বল আর চাদর তো আছেই।'

'কেন, কেবিনটা কি দোষ করল?'

পেট্রলের কথা বলল রানা। শুনে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল লংফেলো। খানিকপর শুধু মন্তব্য করল, 'এটাই পারকিনসনদের নিয়ম। যাকে পছন্দ করে না তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।'

'তোমার কি মনে হয়?' জানতে চাইল রানা, 'মেয়ের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে গাফ পারকিনসন লোক পাঠিয়েছিল কেবিনে আগুন ধরাবার জন্যে?'

'গাফ?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লংফেলো। 'আমি বিশ্বাস করি না। গাফ এ ধরনের কাজ করতে পারে না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এটা বয়েডের শয়তানি।'

'এই মুহূর্তে পুলিসে খবর দেয়া উচিত আমাদের,' বলল শীলা।

'দু'জনের কারও মুখই দেখতে পাওনি তুমি, রানা?'

'কিভাবে!'

'সেক্ষেত্রে,' বলল লংফেলো, 'পুলিসে খবর দিয়ে কোনও লাভ হবে না।

ব্যাপারটার সাথে পারকিনসনরা জড়িত তা আমরা প্রমাণ করতে পারছি না। ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ করতে গেলে দূর দূর করে ভাগিয়ে দেবে পুলিস সার্জেন্ট হ্যামিলটন।'

'পুলিসকেও গোলাম বানিয়ে রেখেছে পারকিনসনরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক তা নয়,' বলল লংফেলো, 'এমনিতে হ্যামিলটন মানুষ হিসেবে ভাল, অফিসার হিসেবেও। কিন্তু যখনই পারকিনসনদের কথা উঠবে, নিশ্ছিদ্র প্রমাণ ছাড়া তাকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। পারকিনসনরা এখানকার হর্তকর্তা বিধাতা, চাইলেও কথাটা কেউ ভুলে থাকতে পারে না, রানা।'

কেবিন থেকে আধ মাইল দূরের একটা ঢালু জমিতে তাঁবু খাটানো নিরাপদ বলে মনে করল রানা। ল্যাম্প এবং আগুন জ্বালাবার পর হঠাৎ ব্যথা করে ওঠায় ডান কাঁধে হাত রাখল রানা। উষ্ণ এবং ভেজা ভেজা ঠেকতে, হাতটা ফিরিয়ে আনল চোখের সামনে। রক্ত দেখে আঁৎকে উঠল শীলা। 'ও কি!'

'আরে!' সবিস্ময়ে বলল রানা। 'ছুরি মারা হয়েছে বুঝতেই পারিনি।

পরদিন সকালে শীলা আর লংফেলোর উপর কেবিন পরিষ্কার করার দায়িত্ব দিয়ে ফোর্ট ফ্যারেলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল রানা। রক্ত বন্ধ হয়ে যাবার পর কাঁধের অগভীর ক্ষতটা বিশেষ বিরক্ত করেনি আর ওকে। শীলা সকালে আর একবার ড্রেসিং করে দিয়েছে।

'গন্তব্যস্থান?' কৃত্রিম জবাবদিহি চাইবার ভঙ্গিতে জানতে চাইল লংফেলো।

সংক্ষেপে উত্তরটা সারল রানা, 'শয়তানের আস্তানা।'

'বোকার মত বিপদের দিকে পা বাড়িয়ো না। তোমাকে নিষেধ করছি আমি।'

'আমার জন্যে কোথাও কোন বিপদ নেই।'

ফিড-ল্যাম্পটা গোলমাল করছিল, ল্যাণ্ডরোভারকে জ্যাক লেমনের বৃষস্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে পুলিস স্টেশনে পৌঁছুল রানা। কিন্তু হ্যামিলটন ফোর্ট ফ্যারেলে নেই। কনস্টেবল লোকটা রানার সব কথা শোনার পর প্রশ্ন করল, 'স্যার, লোক দু'জনকে আপনি চিনতে পেরেছেন কি?'

'অন্ধকার ছিল।'

'আপনার কিংবা মি. লংফেলোর কোন শত্রু আছি কি?'

একটু বিরতি নিয়ে উত্তরটা দিল রানা, 'খোঁজ নিলে জানতে পারবেন ওরা দু'জনই সম্ভবত পারকিনসনদের কর্মচারী।'

বিস্ময় ফুটে উঠল কনস্টেবলের চেহারায়। 'কিন্তু ফোর্ট ফ্যারেলের অর্ধেক লোকই তো পারকিনসনদের কর্মচারী, স্যার। সে যাই হোক, মি. রানা, আপনি যদি লিখিত অভিযোগ করেন তাহলে ব্যাপারটা আমি সার্জেন্টের গোচরে আনতে পারি।'

'লিখে পাঠিয়ে দেব অভিযোগটা। সার্জেন্ট হ্যামিলটন ফিরবেন কবে?'

'দিন কয়েকের মধ্যেই।'

পুলিস স্টেশন থেকে পারকিনসন বিল্ডিং সাত মিনিটের রাস্তা। লিফটে ওঠার মুখে পিছন থেকে বাধা পেল রানা। 'হ্যালো, মি. মাসুদ রানা! অমন বেজার মুখে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

ঘাড় ফিরিয়ে মিসেস স্টুয়ার্ডকে দেখল রানা। মুচকি হেসে বলল, 'ব্রাদার বয়েডের কাছে। কেন যাচ্ছি তা জানতে চাও?'

'চাই, যদি বলো।'

'ওর খাড়া নাকটা দুমড়ে দিতে,' বলল রানা।

খিল খিল করে হেসে উঠল পুসি। রানার সামনে এসে থামল সে। একটা হাত রাখল ওর বাঁ কাঁধে। 'যাচ্ছ, কিন্তু আশা পূর্ণ হবে না। কঠিন পাত্র এই বয়েড। ওর বডিগার্ডের সঠিক সংখ্যা ওর নিজেরই জানা নেই।' মাথাটা একটু সরিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'হুঁ। বুড়ো লংফেলো তাহলে আমার কথা বলেছে তোমাকে?'

'বলেছে। কিন্তু সবই খারাপ কথা, প্রশংসাসূচক একটা শব্দও নয়।'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল পুসি। 'রানা, তোমার আমি ভাল চাই। যদি জিজ্ঞেস করো, কেন? এর আমি সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারব না। হয়তো লংফেলো তোমাকে যা বলেছে তাই সত্য। হয়তো সত্যিই আমি পুরুষ ঘেঁষা মেয়ে। তবে যাই বলো, তোমার মত পুরুষ অনেক সতী সাধ্বী মেয়েরও মাথা ঘুরিয়ে দেবে। সে যাই হোক, পরিষ্কার করে বলছি কথাটা, সত্যি বলতে কি, তোমার ওপর আমার একটা দুর্বলতা মত জন্মেছে। আমি চাই না তোমার এমন সুন্দর শরীরটা কোন জানোয়ারের হাতে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হোক। তাছাড়া, আমাদের বুড়ো বাপ তোমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সেজন্যেই এখানে দেখছ তুমি আমাকে। হ্যাঁ, তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম এইখানে।'

'গাফ পারকিনসন আমার সাথে দেখা করতে চান?'

'চান। আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাবার জন্যে।'

'কেউ যদি দেখা করতে চায় তাকে আমি সাধারণত বিমুখ করি না,' বলল রানা। 'ডুমুরের ফুল নই, যখন ইচ্ছা তিনি আমার কাছে আসতে পারেন।'

'অবুঝ হয়ো না, রানা। বুড়ো একজন মানুষ তোমার কাছে কষ্ট করে আসবেন, তারপর তুমি তাঁর সাথে দেখা করবে—এটা কি একটা কথা হলো? আমার বাবার সাতাত্তর চলছে। বাইরে তিনি একান্ত বাধ্য না হলে বেরোনই না।'

হাতের তালুতে চিবুক ঘষছে রানা। দেঁতো হাসি লেগে রয়েছে মুখে। 'এমন উপযুক্ত ছেলে থাকতে তাঁর বাইরে বেরুবার দরকারটাই বা কি? তিনি বাইরে বেরিয়ে সব ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখতে চাইলে বরং হাঙ্গামাই বেধে যাবে, কি বলো?'

'মানে?'

'বাপ-বেটার গোলমাল দেখা দেবে না?'

বিস্ময় ফুটে উঠল পুসির চেহারায়। কিন্তু দ্রুত সামলে নিল সে নিজেকে। খোঁচাটা ঠিক জায়গা মতই যেন লেগেছে, মনে হলো রানার।

'ঠিক আছে পুষি বিড়াল। চলো, তোমার জনকের সাথে মোলাকাত পর্বটা সেরেই নিই আজ।'

হাসল পুসি। 'আমি জানতাম যুক্তি মানবে তুমি, রানা। চলো, বাইরে গাড়ি রেখে এসেছি তোমার জন্যে।'

কন্টিনেন্টালে চড়ে শহর ত্যাগ করল ওরা। দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে গাড়ির

স্পীড আশির উপর তুলল পুসি। প্রথমে ভাবল রানা, পারকিনসনদের স্বর্গপুরী লেকসাইড নামে খ্যাত এলাকারই কোথাও হবে। পারকিনসন করপোরেশনের উচ্চপদস্থ অফিসাররা সবাই ওদিকেই বসবাস করে। কিন্তু এলাকাটাকে পাশ কাটিয়ে গাড়ি আরও দক্ষিণ দিকে ছুটছে দেখে ভুলটা ভাঙল ওর। হঠাৎ যেন বোধোদয় হলো ওর, তাই তো, গাফ পারকিনসন নিজেকে উচ্চপদস্থ বলে কেন মনে করবে, সে নিজেকে রাজা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না। সবচেয়ে ভাল জায়গায় অনুপম প্রাসাদে রাজত্ব করবে সে এবং সেটাই তার জন্যে মানানসই।

গল্প জমাবার চেষ্টা করল পুসি, কিন্তু শুরুতেই ধমক লাগিয়ে তাকে নিরাশ করল রানা। গুম মেরে সিগারেট টানতে লাগল সে। এক হাতে গাড়ি চালাচ্ছে। একটা সিগারেট শেষ হলে আরেকটা ধরাতে দশ সেকেণ্ডের বেশি সময় নিচ্ছে না। মাঝে মধ্যে আড়চোখে শুধু দেখছে রানাকে।

ফরাসীদের শ্যাতোর অনুকরণে তৈরি করেছে পারকিনসনরা তাদের প্রাসাদ। দূর থেকে দেখেই মুগ্ধ হলো রানা। একজন মানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই বাড়িটার আশপাশে। লাল ইঁট, কারুকাজ করা জানালা, রঙিন টালির ছাদ—সব নতুনের মত ঝকঝক করছে, যেন এইমাত্র তৈরি করে দিয়ে বাড়ি গেছে মিস্ত্রীরা।

মাঝারি আকারের একটা ফুটবল খেলার মাঠের মত হলরুমে ঢুকল পুসি রানাকে নিয়ে। একদিকের পুরো দেয়াল নেই, তার জায়গায় উঠে গেছে ক্রমশ সিঁড়ির ধাপ। সেদিকে না গিয়ে রানার হাত ধরে এলিভেটরের দিকে এগোল পুসি।

'ঘাড় মটকে দেব,' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল রানা, 'ফের যদি অনুমতি না নিয়ে গায়ে হাত দাও।'

হাসিটা এতটুকু ম্লান হলো না মুখ থেকে, পুসি বলল, 'ঠিক আছে, অনুমতি চাইছি, একটা চুমো খাব?'

'অবশ্যই।' কথাটা বলেই পুসির দিকে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

দুপ দাপ পায়ের শব্দ তুলে রানাকে ছাড়িয়ে এলিভেটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল পুসি। বোতাম টিপতে খুলে গেল দরজা। ভিতরে ঢুকে ঠিক মাঝখানে দাঁড়াল সে, যথাসম্ভব বেশি জায়গা নিয়ে। রানা উঠল, দাঁড়াল একপাশে। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে বোতাম টিপে দিল পুসি। উপরে উঠতে শুরু করল ওরা। রানার গায়ের দিকে সেঁটে এল পুসি। 'রানা, আমার প্রতি তুমি ঠিক সদয় আচরণ করছ না। কারণটা জানতে পারি কি?'

'খুব একটা সহৃদয় লোক নই আমি। সব মেয়েকে আমার ভাল লাগে না।'

'হুহ্,' রানার পেটে কনুই দিয়ে মৃদু খোঁচা মারল পুসি। 'নিজেকে খুব কেউকেটা ভাবো, না?'

'কেউকেটা না হলে তোমার মত মেয়ে প্রেম নিবেদন করবে কেন? যাকে তাকে নিশ্চয়ই তুমি···'

চড়টা এগিয়ে আসছে দেখে দ্রুত হাত তুলে পুসির কব্জি ধরে ফেলল রানা, তারপর জোরে একটা চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। ব্যথায় নয়, রাগে লাল হয়ে উঠতে দেখল রানা মুখটাকে। মৃদু শব্দে এলিভেটরের দরজা খুলে যেতে খট-খট-খট-খট করে হাই হিলের আওয়াজ তুলে করিডর ধরে দ্রুত এগোল পুসি। একটা বাঁক পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করল রানা। ডান দিকে তর্জনী তুলে শেষ মাথার একটা দরজা দেখিয়ে বলল পুসি, 'ওখানে,' তারপর সাঁই করে ঘুরে হাঁটা ধরল অন্যদিকে।

দরজা খুলে বিশাল একটা লাইব্রেরী রূমে ঢুকল রানা। দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা বুক শেলফে অসংখ্য বই আর বই। বইগুলোর মলাট তৈরির জন্যে কয়েক ডজন গরু জবাই করা হয়েছে, ভাবল রানা। মলাটগুলোর চকচকে ভাব এতটুকু ম্লান হয়নি দেখে ধারণা করল ও, রোজ দু'বেলা মালিকের জুতো পালিশ করার মত চাকর-বাকরেরা ওগুলোও বুক কেস থেকে নামিয়ে পালিশ করে। অপর দিকে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু কয়েকটা জানালা। সেগুলোর সামনে বড় একটা মেহগনি কাঠের ডেস্ক, উপরটা সবুজ লেদার দিয়ে মোড়া, সোনালী নকশা কাটা।

পাশাপাশি চারজন বসতে পারে ডেস্কের পিছনের রিভলভিং চেয়ারটায়। সিংহাসনের মতই আকৃতি সেটার। তাতে বসে আছেন মহারাজ—গাফ পারকিনসন।

রানা জানত লংফেলোর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় গাফ পারকিনসন, কিন্তু তাঁকে দেখে পাঁচ বছরের ছোট বলেই মনে হলো ওর। সামরিক অফিসারের মত কড়া গোঁফ, খয়েরী রঙের চুলের সাথে মিলে গেছে পুরোপুরি। শালপ্রাংশু শরীর। কাঁধের দিকটা বিশাল, কোমরটা সরু, পেশীর অস্তিত্ব এখনও পরিষ্কার, গায়ে চর্বির স্তর তৈরি হয়নি। ধারণা করল রানা, নিয়মিত ব্যায়াম চালিয়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক এই বয়সেও।

হাত নাড়লেন তিনি। 'সিট ডাউন, রানা,' কণ্ঠস্বর ভরাট এবং সেই সাথে স্পষ্ট, ভঙ্গিতে কর্তৃত্বের সুর। 'ওটাই তোমার নাম, তাই নয় কি?'

'তাই,' বলল রানা, 'বসতে বলার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে থাকতেই পছন্দ করব। বেশিক্ষণ থাকব বলে আসিনি আমি।'

'সে তোমার ইচ্ছা,' গাফ পারকিনসন বললেন, 'বিশেষ একটা কারণে তোমাকে আমি এখানে ডাকিয়ে এনেছি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

লৌহ কঠিন মুখে এক চিলতে হাসি ফুটল। 'তুমি ফোর্ট ফ্যারেলের লোক নও বলেই আমার ডাকের অর্থ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানো না। সে যাক, ভয় পাবার কিছু নেই তোমার। এখনও আমি সিদ্ধান্ত নিইনি তোমার ব্যাপারে। আমি জানতে চাই ফোর্ট ফ্যারেলে কি করছ তুমি।'

'আপনার মত আরও অনেকেই তা জানতে চাইছে,' বলল রানা। 'কিন্তু ফোর্ট ফ্যারেলে বা এই দুনিয়ায় আমি কি করছি না করছি তা দিয়ে আপনার কি দরকার, মি. পারকিনসন?'

'দরকার নেই? আমার মাটিতে তুমি বিনা অনুমতিতে জিওলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছ কেন তা আমি জানতে চাইব না?'

'আপনার মাটিতে? খবর নিন, ওটা ক্রাউন ল্যাণ্ড।'

হাত নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন গাফ, 'তর্কে আমার রুচি নেই, রানা। কি করছ তুমি এখানে, পরিষ্কার জানতে চাই।'

'স্রেফ পেটের ধান্ধায় ঘুরছি।'

তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন তিনি রানাকে। 'আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে

সুবিধে করতে পারবে না, ইয়ংম্যান। তোমার চেয়ে অনেক কঠিন পাত্র এর আগে চেষ্টা করেছে, আমি তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে জন্মের মত উচিত শিক্ষা দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছি।'

কপালে ভুরু তুলল রানা। 'ব্ল্যাকমেইল? আপনার কাছ থেকে কিছু আদায় করার চেষ্টা করেছি বলে তো মনে পড়ছে না আমার, মি. পারকিনসন। ব্ল্যাকমেইলের কথা উঠছে কেন? এমন অপরাধ আপনি হয়তো করে থাকতে পারেন যা গোপন করে রাখতে চান, কিন্তু সেগুলো প্রকাশ করে দিয়ে টাকা আদায় করার কোনও উদ্দেশ্য আমার নেই।'

'হাডসন ক্লিফোর্ড সম্পর্কে তোমার কৌতূহলের কারণ কি?' সরাসরি রুক্ষ স্বরে জানতে চাইলেন তিনি।

'আপনার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই আমি,' চোখে চোখ রেখে বলল রানা।

ডেস্কে চাপড় মেরে সেটাকে নড়িয়ে দিলেন গাফ পারকিনসন। 'আমার সাথে গোঁয়ার্তুমি কোরো না, ছোকরা! তার পরিণতি ভাল হবে মনে করলে ঠকবে তুমি।'

ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ল রানা। 'কি মনে করেন নিজেকে আপনি, গাফ পারকিনসন? এবং আমার সম্পর্কে কি ধারণা আপনার?' রানা দেখল, গাফ পারকিনসন হঠাৎ পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে। 'ফোর্ট ফ্যারেলের আর সব ছাগল-ভেড়ার মত আমি নই যে তাদের মত আমার মুখেও হাত চাপা দিতে পারবেন। আপনি ভেবেছেন, অসহায় এক বুড়োর ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেবেন আপনি, আর আমি তা মুখ বুজে সহ্য করব?'

গাফ পারকিনসনের মুখের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছি আমি, এটাই কি তোমার অভিযোগ, ইয়ংম্যান?'

'পেট্রল ঢালার কাজ শেষ করেছিল, আগুন জ্বালাবার সময় পায়নি,' বলল রানা।

চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। 'কার বাড়ি আমি জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছি জানতে পারি কি?'

'আপনার পছন্দ নয় বা আপনি ভয় করেন এমন একজন লোকের সাথে মি. লংফেলো ওঠাবসা করে বলে তার চাকরি খেয়েছেন আপনি, কিন্তু তাতেও আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি···'

হাত তুলে থামালেন তিনি রানাকে, 'কবেকার ঘটনা?'

'গত রাতে।'

ডেস্কের উপর সুইচবোর্ডের দিকে তাকালেন তিনি। তর্জনী দিয়ে একটা বোতাম চেপে ধরে অদৃশ্য মাইক্রোফোনের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠালেন, 'আমার মেয়েকে এখানে পাঠিয়ে দাও।' রানার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। গলার স্বরে আগের মতই কাঠিন্য। 'রানা, তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, কারও বাড়ি-ঘরে আমি কখনও আগুন ধরাই না। যদি কখনও ধরাতে চাইতাম, সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যেত, পেট্রল ঢালার পর বাকি কাজটা অসমাপ্ত থাকত না। এবার, আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। হাডসন ক্লিফোর্ড সম্পর্কে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?'

'হতে পারে যে মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব বলে ভাবছি তার অতীত ইতিহাস

সম্পর্কে সম্ভাব্য সবকিছু জানতে চাই আমি,' মুচকি হেসে ঠাট্টাচ্ছলে বলল রানা। কিন্তু বলেই বুঝল, গাফ পারকিনসনের জন্যে এটা একটা চমক তো বটেই, আঘাতও কম নয়।

রানার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকলেন গাফ। তারপর যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে মাথা ঝাঁকালেন। 'ওহ্, বুঝেছি। তার মানে শীলাকে বিয়ে করে আখের গুছাতে চাইছ!'

'তাই যদি চাইতাম তাহলে আমি তো আপনার মেয়ের ওপরই নজর দিতে পারতাম।' কথাটার উত্তরে স্তম্ভিত গাফ পারকিনসনের কি বলবার আছে তা আর জানা হলো না রানার। কারণ, সেই মুহূর্তে কামরার ভিতর ঢুকল পুসি।

ঝট করে মেয়ের দিকে ফিরলেন গাফ পারকিনসন। 'লংফেলোর বাড়ি জ্বালিয়ে দেবার একটা অপচেষ্টা চালানো হয়েছে,' রূঢ় কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি, 'কর্মটি কার?'

'আমি কি জানি!' পুসি মুখ কালো করে ফেলল।

'আমাকে মিথ্যে বলতে চেষ্টা করো না, পুসি,' মেয়েকে সতর্ক করে দিলেন গাফ পারকিনসন। 'চিরকাল ধরা পড়েছ তুমি আমার কাছে।'

তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল পুসি একবার রানার দিকে। কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'বললাম তো, এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।'

'জানো না?' গাফ পারকিনসন বললেন, 'দ্বিতীয়বারও মিথ্যে কথা বলতে সাহস হচ্ছে তোমার! ঠিক আছে, এই শেষবার। হুকুমটা কে দিয়েছিল—তুমি, না বয়েড? রানা এখানে আছে বলে ইতস্তত করার কিছু নেই। আমি সত্য জানতে চাই।'

'আমি! আমি!' ফেটে পড়ল পুসি। 'তখন আমার মনে হয়েছিল কাজটা ভালই হবে। আমি জানতাম ওকে তুমি ফোর্ট ফ্যারেল থেকে তাড়াতে চাও।'

দু'চোখে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি ফুটে উঠল গাফ পারকিনসনের। 'লংফেলোর বাড়ি জ্বালিয়ে দিলে মাসুদ রানা পালাবে, এই ভেবেছিলে তুমি? তুমি আমার মেয়ে, পুসি! এ-কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? ওহ্ গড, আমি দেখছি একটা কেঁচোর বাপ হয়েছি!' বিদ্যুৎবেগে একটা হাত তুললেন তিনি রানার দিকে। 'তাকাও একবার এই লোকের দিকে। পারকিনসন করপোরেশনের কাছ থেকে চমৎকার কৌশলে এই লোক কয়েক হাজার ডলার খসিয়ে নিয়েছে এবং বর্তমানে সে নিপুণ কায়দায় বয়েডের চারদিকে জাল পাতছে। এসব জানার পরও কিভাবে তুমি ভাবলে যে এই লোককে আগুনের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পারবে?'

বড় একটা শ্বাস নিল পুসি। কণ্ঠস্বর কচি খুকির মত করে বলল, 'বাবা, এই লোক আমার হাত মুচড়ে দিয়েছে।'

তেরো

দেঁতো হাসি ফুটল রানার মুখে। 'চড় খেতে চাইনি বলে ওর হাতটা ধরে মুচড়ে

দিয়েছিলাম, ব্যস। ওর চড় আমার পছন্দ নয়।'

রানার কথায় কান দিলেন না গাফ। 'আমার হিসেবে এখনও তুমি খুব বড় হওনি, পুসি। গায়ের ছাল এখনও তুলতে পারি। সম্ভবত আগেই উচিত ছিল আমার কাজটা করা। এখন বিদায় হও তোমার ওই আহামরি চেহারা নিয়ে।' পুসি দরজা পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি। 'এবং মনে রেখো, আর কোনরকম চালাকি নয়! এই ব্যাপারটা আমি নিজে সামলাব।'

দরজা বন্ধ হবার জোর শব্দ হলো।

রানা বলল, 'আপনার উপায়টা আইনসঙ্গত হবে, তাতে নিশ্চয়ই সন্দেহ নেই।'

চোখ কুঁচকে রানাকে দেখলেন গাফ। 'আইন মেনেই যা কিছু করি আমি।' ড্রয়ার খুলে ভিতর থেকে একটা চেক বই বের করে ডেস্কের উপর রাখলেন তিনি। সেটা খুললেন। 'লংফেলোর বাড়ির ব্যাপারে আমি দুঃখিত—ক্ষতির পরিমাণ কত হবে?'

'হাজার পাঁচেক ডলার পেলে লংফেলোর মনে কোনরকম দুঃখ থাকবে বলে মনে করি না,' এক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে যোগ করল রানা। 'এছাড়া, আমার একটা চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ল্যাণ্ডরোভারের প্রশ্নও আছে।'

খয়েরী রঙের ভুরুর ভিতর থেকে রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন গাফ পারকিনসন। 'রানা, আমাকে নাড়া দিয়ে টাকা ঝরাবার চেষ্টা করো না। ল্যাণ্ডরোভারের প্রসঙ্গ কোথা থেকে আসছে?'

'সেটা একটা আলাদা গল্প।'

'শুনি।'

কাইনোক্সি রোডে যা ঘটেছিল ব্যাখ্যা করে বলল রানা। 'বিগ প্যাটকে বয়েড হুকুম দিয়েছিল আমাকে শায়েস্তা করতে, বিগ প্যাট তার হুকুম পালন করেছে মাত্র।'

'দেখেশুনে মনে হচ্ছে একটা ঠগী পরিবারের কর্তা আমি,' বিড় বিড় করে কথাটা বলে চেক লিখলেন গাফ, তারপর বই থেকে পাতাটা ছিঁড়ে রানার দিকে ঠেলে দিলেন সেটা। রানা দেখল দশ হাজার ডলারের অঙ্ক বসানো হয়েছে তাতে।

'আপনার মেয়েকে সাবধান করে দিয়েছেন,' বলল রানা। 'কিন্তু বয়েডের ব্যাপারে কি করবেন ঠিক করেছেন? ভবিষ্যতে সে যদি কোনরকম চালাকি করতে চেষ্টা করে তার মুখটা যাতে চেহারা বদলায় তার ব্যবস্থা আমি করব!'

'তা তুমি পারবে কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে,' গাফ হাসলেন, কিন্তু তা তিক্ত বলেই মনে হলো রানার। টেলিফোনের রিসিভার তুললেন তিনি। 'বয়েডের অফিসে কানেকশন দাও।'

রিসিভারের মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন গাফ। 'এ কাজ আমি বয়েডের স্বার্থে করছি না। তোমাকে আমি চোখের সামনে থেকে দূর ঠিকই করব রানা, কিন্তু তা করব আইনসঙ্গত ভাবে এবং পাল্টা আঘাত যাতে না আসে তার ব্যবস্থা করেই।'

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ক্ষীণ বেসুরো একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

'বয়েড! কান খুলে শোনো এখন,' গাফ পারকিনসন ছেলেকে বলছেন, 'এখন থেকে মাসুদ রানার পেছনে লাগবে না তুমি। ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার নেই তোমার—যা করার আমিই করব।...একশোবার! একশোবার সে বাঁধের কাছে

যাবে—ক্রাউন ল্যাণ্ডে মাটি খুঁড়লে তোমার কি? ...শুনতে চাই না...ওর যা খুশি করুক, তুমি ওর কথা ভুলে গিয়ে নিজের চরকায় তেল দাও। ভাল কথা, গতরাতে লংফেলোর বাড়িতে পেট্রল ঢালার ব্যাপারে কি জানো তুমি? ...কিছু জানো না—বেশ, তোমার প্রিয় বোনকে জিজ্ঞেস করে দেখো, সে জানে।'

ক্রেডলে রিসিভার রাখলেন গাফ পারকিনসন। 'সন্তুষ্ট?'

'নিশ্চয়,' বলল রানা, 'নিতান্ত বাধ্য না হলে গোলমালে জড়াতে চাই না আমিও।'

'কিন্তু যাতে জড়িয়ে পড়ো তার ব্যবস্থা আমি করব,' প্রতিজ্ঞার সুরে বললেন তিনি। 'অবশ্য, ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে যদি ভালয় ভালয় চলে যাও তাহলে আলাদা...' রানার হাসি হাসি মুখ আর দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্যের ভাব লক্ষ্য করে থেমে গেলেন গাফ। গলার স্বর পাল্টে প্রায় মিনতির ভঙ্গিতে বললেন, 'সত্যি সত্যিই, কে তুমি, রানা? কি চাও তুমি? কেন এভাবে আদাজল খেয়ে...'

কোন মন্তব্য তো করলই না রানা, আলোচনা চালিয়ে যাবার আর ইচ্ছে নেই তা জানিয়ে দেবার জন্যে প্রশ্ন করল, 'শহরে ফিরব কিভাবে আমি? আপনার মেয়ে আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে, নিশ্চয়ই সে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে না?'

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন গাফ পারকিনসন রানার মুখের দিকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'হাঁটাটা তোমাকে চিন্তা ভাবনা করতে সাহায্য করবে। মাত্র তো একুশ মাইল পথ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গাফ পারকিনসনের দিকে পিছন ফিরল রানা। দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

নিচে নেমে হলরুমে বা বাইরে কোথাও দেখল না রানা পুসিকে। দারোয়ান বা চাকরবাকরদের কাউকেও নজরে পড়ল না ওর। দু'মানুষ উঁচু পাঁচিল ঘেরা উঠান ধরে খানিকদূর গিয়ে দিক পরিবর্তন করে সুইমিং পুলটার দিকে এগোল রানা। নির্জন, খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। কনটিনেন্টাল গাড়িটার ছায়া পর্যন্ত দেখল না ও। কংক্রিটের চাতাল ধরে সুইমিং পুলটাকে বাঁ দিকে রেখে মন্থর গতিতে হাঁটছে রানা। একুশ মাইল পায়ে হেঁটে শহরে ফেরার কোন ইচ্ছা ওর নেই। গ্যারেজটা খুঁজে পেলেই হয় এখন।

সুইমিং পুলটা পেরিয়ে এসে হঠাৎ রানা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কংক্রিটের পাকা উঠানটা বাড়ির পিছন দিকে চলে গেছে একটা অর্ধবৃত্তের আকৃতি নিয়ে। গ্যারেজটা সম্ভবত এদিকেই। কিন্তু রানার দৃষ্টি আটকে গেছে উল্টো দিকে একটা একতলা বিল্ডিঙের উপর।

ঘন গাছপালার ভিতর থেকে উঁকি মারছে একটা একতলা বিল্ডিঙের কাঠামো। সঙ্গত কোন কারণ না থাকলেও, অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করল রানা দালানটার প্রতি। ওদিকে পা বাড়াবার ইচ্ছাটাকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দমন করতে গিয়েও কি ভেবে, অনেকটা যুক্তির বিরুদ্ধেই, দিক পরিবর্তন করে এগোতে শুরু করল ও।

কংক্রিটের উঠান পেরিয়ে ঘাসের উপর নামল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোল লাল ইঁট দিয়ে তৈরি বিল্ডিংটার দিকে।

ক্রমশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা দালানটা। লাল ইঁটের উপর কালচে

শ্যাওলা জন্মেছে। জানালা দরজায় পর্দা নেই। তার মানে, বসবাসের জন্যে বাড়িটাকে ব্যবহার করা হয় না বলে অনুমান করল ও। কিন্তু গেটটা দেখে বেশ একটু অবাক হলো।

প্রকাণ্ড গেট। পাশাপাশি দুটো ট্রাক গলে যেতে পারবে অনায়াসে। লোহায় মরচে ধরেছে। ওর অবাক হবার কারণ হলো, মস্ত একটা তালা ঝুলছে গেটের মাঝখানে।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকাল রানা লোহার রডের ফাঁক দিয়ে। কেউ নেই বলেই মনে হলো। অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা, নির্জন আর নিস্তব্ধ পরিবেশ বিল্ডিংটার ভিতর। তালাটা বহুকাল ধরে খোলা হয় না, বুঝতে পারল গায়ে মরচে পড়ার দাগ দেখে।

কৌতূহল জাগাতে পারে এমন কিছু চোখে না পড়লেও গেট টপকে বিল্ডিংটা ঘুরে একবার দেখার ইচ্ছা থাকলেও ব্যাপারটা স্রেফ সময়ের অপচয় হবে মনে করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। পা বাড়াবে ফেরার জন্যে, হঠাৎ পায়ের দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল ও।

গাড়ির চাকার দাগ মাটিতে। বেশ পুরানো, কিন্তু এখনও পরিষ্কার। তার মানে, ভাবল ও, মাস কয়েকের বেশি পুরানো নয়। দাগটাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করার জন্যে গেটের দিকে ফিরল আবার। গেট পেরিয়ে বিল্ডিংটার উঠানে, সেখান থেকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে পিছন দিকে।

তিন সেকেণ্ড চিন্তা করার পর গেট টপকে ভিতরে ঢুকল রানা। বিল্ডিংটার পিছন দিকে এগোতে এগোতে একটা সিগারেট ধরাল।

পিছন দিকে পৌঁছে টিনশেডটা দূর থেকেই চোখে পড়ল ওর। একদিকের ছাদ নিচু হয়ে গেছে সম্ভবত কোন ঝড়-ঝাপটায়। কেউ নেই আশপাশে। টিন-শেডের দরজাটাও টিন দিয়ে তৈরি। বন্ধ। গাড়ির চাকার দাগটা দরজা পেরিয়ে ভিতরে চলে গেছে। হাঁটার গতি বেড়ে গেল রানার।

এ তালাটাও অনেক দিনের পুরানো। টানাটানি করতে খুলে গেল সহজেই, কবাট দুটো খুলে ভিতরে তাকাল রানা।

শেডের ভিতর পুরানো অচল প্রাইভেট কার, ট্রাক্টর, মোটরসাইকেল, ট্রাক আর মাইক্রোবাসের ভিড়। সবগুলোই ভাঙা, তোবড়ানো, বিধ্বস্ত গাড়ি। জায়গাটাকে যানবাহনের গোরস্থান বলা চলে। দু'পাশের গাড়িগুলো দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগোল রানা। শেডের মাঝখানটায় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও।

ধুলোর স্তর প্রায় ঢেকে রেখেছে গাড়িগুলোর স্বাভাবিক চেহারা। কিন্তু তবু ওগুলো যে সবই অতি পুরাতন, রঙচটা, বাতিল গাড়ি তা এক নজর দেখলেই বুঝতে অসুবিধে হয় না। এগুলোর ভিড়ে খাপছাড়া একটা জিনিস দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা।

গাড়িটা বিরাট। ধুলোর স্তর প্রায় ঢেকে ফেলেছে পুরোটা। কিন্তু ভিতর থেকে একটা উজ্জ্বল ভাব ফুটে বেরিয়ে আসছে তবু। এই সব মরচে ধরা গাড়ির ভিড়ে এটা যেন একটা ব্যতিক্রম। কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। একটা আঙুল দিয়ে গাড়িটার ছাদে ঘষা দিতেই ধুলোর স্তর সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল চকচকে, লাল গা।

চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। আনকোরা নতুন গাড়ি এটা। এখানে ফেলে রাখা হয়েছে কেন? ঘুরে গাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কারণটা বুঝল এতক্ষণে ও। গাড়ির সামনেটা চ্যাপ্টা হয়ে গেছে দুঃখজনকভাবে। নাক বরাবর কোন শক্ত বস্তুর সাথে ধাক্কা খেয়েছিল, সন্দেহ নেই। ধুলোর স্তর সরিয়ে গাড়ির নাম ও নাম্বারটা দেখে নিল রানা। মাঝখানের রাস্তাটা ধরে আবার এগোতে শুরু করল রানা। সত্যিকার বিস্ময় অপেক্ষা করছিল একেবারে পিছন দিকে।

দেখেই চিনতে পারল রানা কালো গাড়িটাকে। উইণ্ডস্ক্রিনের মাঝখানে এখনও ঝুলছে জাপানী পুতুলটা। কেনেথের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার। এই গাড়িটাই চাপা দিয়েছিল ওদেরকে মন্ট্রিয়লে।

গাড়ির নাম্বার-প্লেটটা দেখল রানা। নাম্বারটা টুকে নিতে গিয়েও নিল না, ভাবল লাভ নেই, কেননা অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটাবার পর নাম্বার-প্লেট নিশ্চয়ই বদলে ফেলা হয়েছে।

বিল্ডিংটা থেকে বেরিয়ে এল রানা। গেট টপকে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সুইমিং পুল পর্যন্ত এসে পারকিনসন্‌দের বসতবাটির পিছন দিকে যেতেই গ্যারেজটা দেখতে পেল, পুসির কনটিনেন্টাল দাঁড়িয়ে আছে, পাশে আরও কয়েকটা গাড়ি।

কনটিনেন্টালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঝুঁকে দেখল, ইগনিশনলকে রিঙসহ ঝুলছে চাবিটা।

হালকা শিস দিল রানা। গাড়িটাকে না পেয়ে পুসির চেহারা কেমন হবে ভাবতে গিয়ে মৃদু হাসল ও। উঠে বসে স্টার্ট দিল কনটিনেন্টালে।

জ্যাক লেমনের কাছে পানির দামে বিক্রি করে দিল রানা ল্যাণ্ডরোভারটা। প্রায় নতুন একটা টয়োটা জীপ কিনে ফেলল গাফ পারকিনসনের টাকায়। লেমনকে অনুরোধ করতে সে রাজি হলো কনটিনেন্টালটাকে পারকিনসন বিল্ডিং-এর সামনে রেখে আসতে। জীপ নিয়ে কেবিনে ফিরে রানা দেখল শীলার কোমর ধরে নাচছে লংফেলো, হাঁপাচ্ছে ঘনঘন, আর ঢোক গিলতে গিলতে বলছে, 'ছেড়ে দে মা, এই বুড়ো বয়সে এসব শিখে আর কি হবে···!'

'চমৎকার!' ভিতরে ঢুকে বলল রানা। 'আজ উৎসবেরই দিন বটে। নাচো, নাচো!'

দু'জনেই থামল ওরা। ফিরল রানার দিকে।

'উৎসবের দিন?' জানতে চাইল শীলা। লংফেলোকে ছেড়ে দিয়ে এক পা এগোল সে রানার দিকে।

'কেবিনের ক্ষতি হওয়ার দরুন পাঁচ হাজার ডলার দিয়েছেন তোমাকে গাফ,' লংফেলোর দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'আর আমার ল্যাণ্ডরোভারের দাম হিসেবে আমি পেয়েছি আরও পাঁচ।' পকেট থেকে ডলারের বাণ্ডিলটা বের করে ছুঁড়ে দিল রানা লংফেলোর দিকে।

'বলো কি!' বাণ্ডিলটা লুফে নিয়ে আকাশ থেকে পড়ল লংফেলো। পরমুহূর্তে সবজান্তার মত মাথা দোলাল সে। 'আসলে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। তখনই আমার মনে খটকা লেগেছিল। গাফ এ ধরনের কাজ কখনও করে না। সে নির্মম

একটা জানোয়ার, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত বেআইনী কিছু করে ধরা পড়েনি কোনদিন।'

কি ঘটেছে সংক্ষেপে বলল রানা। কিন্তু টিনশেডের প্রসঙ্গটা জানাল না ওদের। সবশেষে বলল, 'গাফকে একজন সৎ লোক বলেই মনে হয়েছে আমার। চেঙ্গিস খানের মত বদরাগী বা পাষাণ তিনি হতে পারেন, কিন্তু যা করেন সরাসরি, আইনের আওতায় থেকে করেন। তাঁর সাথে কথা বলে এটুকু আমি পরিষ্কার বুঝেছি। এখন প্রশ্ন হলো, এরকম একজন লোকের লুকিয়ে রাখার মত কি থাকতে পারে?'

'ব্ল্যাকমেইলের কথা তিনি তুললেন কেন বুঝতে পারছি না,' শীলাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি, লংফেলো?'

'সৎ লোক, সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে আমি তোমার সাথে একমত।'

'তাহলে ব্ল্যাকমেইলের ভয় কেন করছেন তিনি?'

চুপ করে থাকল লংফেলো। কি যেন ভাবছে।

আবার বলল রানা, 'এক হতে পারে, কেনেথকে খুন করা হয়েছে এবং আমি তার সাক্ষী, এটা তিনি জানেন। কিন্তু···'

'আমাদের ধারণা যদি সত্যি হয় অর্থাৎ সত্যিই যদি গাফ একজন সৎ লোক হয়ে থাকে,' বলল লংফেলো, 'তাহলে কেনেথ হত্যাকাণ্ডে তার কোন হাত না থাকারই কথা। তাই যদি হয়, তার ভয়ের কি আছে?'

'হয়তো ছেলের অপরাধের জন্যে তুমি তাকেই ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছ এরকম ভেবে থাকতে পারেন,' বলল শীলা।

'উঁহুঁ,' বলল রানা, 'তিনি যেভাবে কথাটা বলেছেন তাতে শুধু এটাই বোঝায় যে তাঁর নিজের কোন অপরাধের জন্যেই আমি তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করার কথা ভাবছি বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি, ব্ল্যাকমেইল করার মত অন্তত একটা অপরাধ তিনি করেছেন তাঁর জীবনে।'

শীলা এবং লংফেলো চুপচাপ চেয়ে আছে রানার দিকে। কথা নেই মুখে।

'কেনেথকে খুন করার ব্যাপারে তার কোন ভূমিকা নাও থাকতে পারে,' বলল রানা, 'কিন্তু হাসপাতালে আমি যে কেনেথের সাথে ছিলাম এ খবর তিনি হয়তো জানেন।'

'না হয় জানলই···'

লংফেলোকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'তিনি জানেন কেনেথ তার প্রথম জীবনে বখাটে এবং বদমাশ ছিল। এই কেনেথই, ছিল হাডসন ক্লিফোর্ডের ক্যাডিলাকে, যখন অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটে। অ্যাক্সিডেন্টের পর কেনেথ স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আমার সাথে হাসপাতালে থাকার সময় তার স্মৃতি ফিরে এসেছিল—গাফ পারকিনসন যদি এরকম ভেবে থাকেন? হয়তো তাই ভেবেছেন এবং ধরে নিয়েছেন অ্যাক্সিডেন্টের সময় ঠিক কি ঘটেছিল তা কেনেথ আমাকে জানিয়ে গেছে এবং আমি এখন ফোর্ট ফ্যারেলে এসেছি প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে।'

লংফেলোর চোখ কপালে উঠে গেছে। 'তার মানে তুমি পরিষ্কার বলছ সেটা

অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই বলতে চাইছি আমি,' বলল রানা, 'সেটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না। সৎ হলেও, গাফ পারকিনসন সম্ভবত জীবনে বড় একটা বেআইনী কাজ করেছিলেন। যে কাজের একমাত্র সাক্ষী ছিল কেনেথ।'

'বড় একটা বেআইনী কাজ বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?' জানতে চাইল লংফেলো।

'খুন,' বলল রানা, 'বেআইনী কাজ বলতে আমি খুন বোঝাতে চাইছি, লংফেলো।'

চোখমুখ থমথম করছে ওদের। দু'জনের দিকে তাকাল রানা পালাক্রমে। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'যদিও, বুঝলে লংফেলো, এতক্ষণ ধরে যা বললাম তার একটা কথাও আমি নিজেই বিশ্বাস করি না।'

বিস্ময়ে কথা ফুটল না লংফেলোর মুখ থেকে।

'কি!' প্রায় আঁৎকে উঠল শীলা।

পায়চারি শুরু করেছে রানা। মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে। মৃদুকণ্ঠে বলল ও, 'হ্যাঁ। যে ব্যাপারটার ওপর ভিত্তি করে কথা বলছি সেটা আসলে কপোলকল্পিত, বাস্তব কোন ব্যাপার নয়।'

'কিছুই বুঝছি না আমরা তোমার কথা, রানা,' বলল লংফেলো।

'আমরা যেমন ভাবে ভাবছি তার গোড়ায় মস্ত কোন গলদ রয়ে গেছে,' চিন্তিত ভাবে বলল রানা। 'কেনেথের মুখ থেকে ঘটনাগুলো শোনার পর আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম গোটা ব্যাপারটার মধ্যে অদ্ভুত একটা রহস্য আছে। যে রহস্যের মীমাংসা করা পুলিস বা সি আই ডি বিভাগের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব নয়। নিজেকে এই রহস্যের সাথে জড়াবার কয়েকটা কারণের মধ্যে এটাও একটা বড় কারণ, লংফেলো। দুর্ভেদ্য রহস্যের প্রতি আমার অদম্য আকর্ষণ। সে যাই হোক, রহস্যটা আমরা যতটুকু মনে করছি তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল এবং নাটকীয়, এটুকু নিশ্চয়তা তোমাদের আমি দিতে পারি।'

'কিন্তু পরিষ্কার করে বলছ না কেন জটিলতা কোন্‌খানটায়? গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে বলছ, কি সেই গলদ?'

পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ মুচকি হাসল রানা। 'না, লংফেলো, সব কথা বলার সময় এখনও আসেনি। আমার অনুমানের কথা শুনিয়ে কারও কান ভারি করতে চাই না। প্রমাণ চাই।'

চোদ্দ

পরদিন সকালে কাইনোক্সি উপত্যকায় পৌঁছে দিল রানা শীলাকে।

বুড়ো ডিকসনকে বন্দুক হাতে হাঁস যোগাড় করে আনতে পাঠিয়ে দিয়ে স্টোভ জ্বেলে তাতে কফির পানি চড়াল শীলা। সোফায় হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরাল

রানা। 'তোমার এলাকাটা সার্ভে করতে না দিয়ে ভুলই করেছ তুমি, শীলা,' বলল রানা। 'কে জানে, হয়তো সত্যি সোনার খনি আছে মাটির নিচে।'

'দূর!' কাপে কফি ঢালতে ঢালতে হেসে উঠল শীলা।

'উড়িয়ে দিচ্ছ কথাটা?' বলল রানা, 'আর কিছু না হোক, বাঁধ তৈরির কাজে ওদেরকে একটা বাধা দেয়া যেত।'

রানার হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিয়ে পাশের সোফায় বসল শীলা। 'কিভাবে?'

'ধরো, সার্ভে করে জানা গেল তোমার এলাকায় খনিজ পদার্থ আছে। বিষয়টা আমরা সরকারের গোচরে আনলাম।'

'বেশ। তারপর?'

'বাঁধ যত লোকের কর্মসংস্থান করবে তার চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি লোকের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করবে একটা খনি, সুতরাং, সরকার বাঁধ তৈরির অনুমতি প্রত্যাহার করে নেবে।'

'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ,' কাপটা নামিয়ে রেখে বলল শীলা। 'হাতে কি সময় নেই? এখনও তো দেখতে পারো পরীক্ষা করে।'

'তা পারি,' বলল রানা, 'যন্ত্রপাতি নিয়েই এসেছি। খনি থাক বা না থাক, আছে এই কথা প্রচার করে দিয়ে ওদের কাজে বাধাও সৃষ্টি করতে পারি।'

'কিন্তু পরে?'

'পরের কথা পরে ভাবা যাবে,' বলল রানা। 'ওদেরকে খেপিয়ে দিয়ে দেখিই না, কোন লাভ হয় কিনা।'

'শেষ পর্যন্ত সবদিক যদি সামলাতে পারো তাহলে তোমার যা খুশি তাই করতে পারো, আমি কোন বাধা দেব না।'

'ভেবে দেখি আরও,' কথাটা বলেই চমকে মুখ তুলল রানা জানালার দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছে শীলা। 'কন্টারের আওয়াজ তার কানেও গেছে।

'তুমি বসো,' বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল শীলা কামরা থেকে।

জানালা দিয়ে রানা দেখল 'কন্টারটা বাড়ির পিছন দিকের খোলা মাঠে নামছে। এক মিনিট পর বয়েড আর নাথান মিলারকে যান্ত্রিক ফড়িংটা থেকে নিচে নামতে দেখল রানা। শীলাকেও দেখা যাচ্ছে। ধীর ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে সে ওদের দিকে। 'কন্টারের এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে পাইলটকেও নিচে নামতে দেখে রানা ভাবল, যে কাজেই এসে থাকুক ওরা, বেশ কিছুক্ষণ থাকবে বলে মনে হয়।

একটা বিতর্ক শুরু হয়েছে বলে ধারণা করল রানা। বয়েড দু'কোমরে হাত রেখে কথা বলছে দুটো একটা। নাথান হাত নেড়ে ব্যাখ্যা করছে সম্ভবত তার বক্তব্যের অর্থ। কিন্তু কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে শীলা। মাঝেমধ্যে তার ঠোঁট নড়তে দেখতে পাচ্ছে রানা। থেকে থেকেই অসম্মতি প্রকাশ করছে সে এদিক ওদিক মাথা নেড়ে। একসময় বয়েড একটা প্যাকেট বের করে চুরুট ধরাল। তারপর বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে মাথা নাড়ল সে।

দূর থেকেও পরিষ্কার অনুভব করল রানা, শীলা ইতস্তত করছে। হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকাল সে। তারপর ওদের দু'জনকে পিছনে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

অদৃশ্য হয়ে গেল তিনজনই রানার দৃষ্টিপথ থেকে। এক মিনিট পর ওদের

অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর পেল ও পাশের ড্রয়িংরুম থেকে।

খানিক ইতস্তত করার পর ওদের আলোচনায় নাক গলানো থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ভাবল, শীলা জানে ওর এলাকার গাছের দাম কত হতে পারে, সুতরাং দর কষাকষিতে খুব একটা ঠকে যাবার ভয় নেই তার।

শীলার এলাকাটা আগামীকাল সকাল থেকেই সার্ভে করতে শুরু করবে ঠিক করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে শুরু করল রানা। দশ মিনিট পর কাজে বাধা দিল শীলা।

'আমাদের সাথে বসতে তোমার আপত্তি আছে?'

মুখ তুলতে রানা দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে শীলা। ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে আছে।

শীলার পিছু পিছু ড্রয়িংরুমে ঢুকল রানা। ওকে দেখেই বদলে গেল বয়েডের চেহারা। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। লাল হয়ে উঠল মুখটা। 'ও এখানে কি করছে?' কঠিন সুরে জবাব চাইল সে।

'তা জানার অধিকার তোমার নেই,' সোজাসাপ্টা বলল শীলা। তারপর নাথানকে দেখিয়ে বলল, 'তোমার পোষা সহকারীকে সাথে করে নিয়ে এসেছ তুমি। রানা আমার উপদেষ্টা।' রানার দিকে ফিরল সে। 'ওরা দ্বিগুণ করেছে ওদের প্রস্তাব। মানে, পাঁচ লক্ষ ডলার দিতে চাইছে পাঁচ বর্গ মাইল এলাকার সব গাছ কেটে নেবার বিনিময়ে।'

'পাল্টা কোন প্রস্তাব দিয়েছ তুমি?'

'দিয়েছি। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার।'

হাসল রানা। 'একটু বিবেচক হও, শীলা। যে দর হেঁকেছ তাতে পারকিনসনরা খুব একটা লাভ করতে পারবে না। আর লাভ না হলে ওরা তোমার গাছ কিনবেই বা কেন? তার চেয়ে এক কাজ করো, নতুন প্রস্তাবে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ডলার দাম দাও।'

'পাগল!' বলল নাথান।

ঝট্ করে ফিরল তার দিকে রানা। 'এর মধ্যে পাগলামিটা কোথায় দেখলে? ন্যায্য দাম কত হয় বলে তোমার ধারণা?'

'এ ব্যাপারে তোমার কোন কথা আমরা শুনতে চাই না!' রাগে টগবগ করে ফুটছে বয়েড।

'আমন্ত্রণ পেয়ে আলোচনায় যোগ দিয়েছি আমি, বয়েড,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমরা এসেছ আমন্ত্রণ ছাড়াই, নিজেদের গরজে। ঠকাবার খেলায় তোমরা জিতে যেতে পারছ না দেখে আমি সত্যি দুঃখিত, কিন্তু জেনেশুনে আমার পার্টিকে আমি ঠকতে দিতে পারি না।'

'ও! পার্টি, না বান্ধবী?'

'সে ব্যাপারে তুমি অনর্থক তোমার মোটা মাথা ঘামাতে যেয়ো না,' বলল রানা। 'প্রসঙ্গে ফিরে এসো। তুমি জানো শীলার এলাকার গাছ গত দশ-বারো বছর ধরে কাটা হয়নি। গাছ এবং বাঁশ কতটুকু বেড়েছে তার হিসেবও তোমার জানা আছে। পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মোটেই বেশি দাম চাওয়া হয়নি। হয় প্রস্তাব গ্রহণ করো, না

হয় প্রত্যাখ্যান করো।'

'অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করব,' দ্রুত জবাব দিল বয়েড। 'চলো নাথান।'

হেসে উঠল রানা। 'কিন্তু ভেবে দেখেছ কি তোমার বাবা ব্যাপারটা পছন্দ করবেন কিনা? আমার বিশ্বাস অতি লোভ করে, কিংবা ভাবাবেগ-তাড়িত হয়ে লাভজনক একটা প্রস্তাব পায়ে ঠেলার অপরাধে তিনি তোমার তীব্র সমালোচনা করবেন।'

রানার কথায় যেন টনক নড়ল বয়েডের। নাথানের দিকে তাকাল সে। তারপর বলল, 'নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারি আমরা?'

'অনায়াসে,' বলল শীলা। 'বাইরে বিশাল পৃথিবী পড়ে আছে।'

নাথানকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে গেল বয়েড।

'তোমার অনুমানই ঠিক দেখতে পাচ্ছি, রানা,' বলল শীলা।

'হিসেবের কথা বলছ তো?' বলল রানা, 'জানি, এটা মোটেই ভুল অনুমান নয়। কিন্তু জেদের বশে বাস্তবতাকে নাও মেনে নিতে পারে বয়েড। মেনে না নিলে নিজেরই ক্ষতি করবে ও।'

'কিন্তু ওর জেদ বজায় রাখতে গিয়ে আমরা ঠকতে রাজি নই, রানা। শোনো, এ ব্যাপারে তুমি যা ভাল মনে করবে তাই হবে। শেষ পর্যন্ত যদি গাছ ওরা না কেনে নাই কিনুক। ন্যায্য দাম না পাওয়ার চাইতে পানিতে সব ডুবে যেতে দিতেও আমার আপত্তি নেই।'

'তা আমি ডুবতে দিচ্ছি না,' বলল রানা। 'ওরা কিনুক বা না কিনুক, তোমার এলাকা যাতে না ডোবে তার জন্যে কি করা যায় ভেবে বের করব আমি।'

কামরায় ফিরে এল ওরা। সম্পূর্ণ বদলে শান্ত হয়ে গেছে বয়েড। 'ঠিক আছে, আমরা ঠিক করেছি, রানার অপমানজনক প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করব আমরা। স্রেফ ব্যবসার খাতিরে নতুন একটা প্রস্তাব দেব। এটা আগের প্রস্তাবেরই দ্বিগুণ, অর্থাৎ পুরোপুরি দশ লাখ ডলার দিতে রাজি হচ্ছি আমরা—এরচেয়ে ন্যায্য দাম আর হতে পারে না।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল শীলা বয়েডের দিকে। 'চল্লিশ আর পাঁচ।'

'বড় বেশি জেদ ধরছেন আপনি, মিস ক্লিফোর্ড,' নাথান বাঁকা চোখে দেখছে শীলাকে।

'দু'পক্ষকেই আমি একটা পরামর্শ দিতে চাই,' হাসতে হাসতে বলল রানা, 'সবাই মিলে চলো ফরেস্ট অফিসার ডোনাল্ডের কাছে যাই, নিরপেক্ষ লোক সে, সে যে দাম বলবে সেটাই মেনে নেবে তোমরা—রাজি?'

'আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি, বিচার চাইতে নয়,' বলল বয়েড। 'তৃতীয় কোন পক্ষের নাক গলানো পছন্দ করব না। তাছাড়া, নষ্ট করার মত অত সময়ও আমাদের হাতে নেই। বাঁধ প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। স্লুইস গেট আমরা আগামী দু'হপ্তার ভেতরই বন্ধ করে দেব। দেড় দু'মাসের মধ্যে এই এলাকা ডুবে যাবে পানিতে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই গাছ কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে আমাদের। কাটার কাজ আজই যদি শুরু করি আমরা, আমাদের প্রতিটি লোককে রাত দিন দু'শিফটে খাটিয়েও সময় মত শেষ করতে পারব কিনা সন্দেহ।'

'সুতরাং চুক্তি করে ফেলো,' বলল রানা। 'আরেকটা প্রস্তাবে ন্যায্য দাম উল্লেখ করো।'

ঘৃণার চোখে দেখল বয়েড রানাকে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শীলার দিকে ফিরল। 'আমরা কি ব্যাপারটা আপোষে মিটিয়ে ফেলতে পারি না, শীলা?' অনুরোধের সুরে বলল সে, 'আমরা কি এই উটকো চরিত্রটাকে বাদ দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি না?'

'রানার কথা বলছ? ও তো আমার ডান হাত। ওর সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করলে আমাদের আলোচনা এখানেই…'

দ্রুত বলল নাথান, 'পনেরো লক্ষ ডলার।'

'চল্লিশ এবং পাঁচ,' জবাবটা সাথে সাথেই নরম সুরে আওড়াল শীলা।

দুটো হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো বয়েডের। দেখে হেসে উঠল রানা।

'আমরা দাম বাড়িয়েই চলেছি, মিস ক্লিফোর্ড,' বলল নাথান। 'কিন্তু আপনি আমাদের দিকে নামছেন না।'

'তার কারণ আমার জিনিসের প্রকৃত দাম সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই।'

'ঠিক আছে, নাথান,' বলল রানা, 'তোমাদের দিকে নামছি আমরাও, আমাদের নতুন প্রস্তাব সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ। এবার বলো তোমাদের পাল্টা প্রস্তাব কি?'

'ফর খ্রীস্ট সেক!' ছটফট করে উঠল বয়েড। 'শীলা, তোমার হয়ে দর কষাকষির অধিকার আছে কি ওর?'

বয়েডের চোখে চোখ রাখল শীলা। 'সম্পূর্ণ।'

'একথা আগে বলোনি কেন?' বয়েড পা ঠুকল মাটিতে। 'বেশ, আমাদের শেষ কথা, কপর্দকহীন একজন জিওলজিস্টের সাথে কোনরকম চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে আমরা রাজি নই।'

'বেশ,' দৃঢ়তার সাথে বলল শীলা, 'তাহলে এখন তোমরা আসতে পারো। আমি তোমাদের সাথে চুক্তিতে আসছি না।' বলে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'যদি কিছু মনে না করো, আমরা এখন কাজে বসব।'

দ্রুত কথা বলল নাথান, 'আমাদের কারুরই মাথা গরম করা উচিত হচ্ছে না। বয়েডের দিকে ফিরে ভুরু কুচকে কিছু একটা ইঙ্গিত করল সে। 'আমি এখনও আশা করি, আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা চুক্তিতে পৌঁছুতে পারব। আমার পাল্টা প্রস্তাব কি জানতে চেয়েছেন মিস্টার রানা। শুনুন তাহলে: পুরোপুরি বিশ লক্ষ ডলার দেব আমরা, এর বেশি একটা কানাকড়িও নয়।'

নাথান এখনও শান্ত, কিন্তু বয়েডের চেহারাই প্রমাণ করছে যে কোন মুহূর্তে ঝামেলা বাধিয়ে দিতে পারে সে। তার এই রাগে ফুলে ওঠার সঙ্গত কারণ আছে, মনে মনে স্বীকার করল রানা। পঞ্চাশ লাখ টাকার জিনিস মাত্র পাঁচ লাখ টাকায় কেনার আশা নিয়ে এসেছিল সে, অথচ ইতিমধ্যে বিশ লাখ টাকা দাম দিতে চেয়েও অনুকূল সাড়া পাচ্ছে না সে। দ্রুত ভাবছে রানা, ভুল করে বসছে না তো সে? গাছ বা বাঁধ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা নেই ওর, হিসেবটা করেছে ও স্রেফ অনুমানের উপর নির্ভর করে। ভুল হওয়া বিচিত্র নয়।

'দুঃখিত,' কথাটা বলার সময় রানা অনুভব করল সড় সড় করে ঘামের ধারা

নামছে ওর পিঠে।

চেঁচিয়ে উঠল বয়েড। 'ঠিক আছে, এখানেই আলোচনা শেষ। চলো, নাথান। এখানে আর এক সেকেণ্ডও নয়। শীলা, উপদেষ্টা হিসেবে পাঁড় এক মাতালকে জোগাড় করেছ তুমি। আমরা যাচ্ছি, নতুন কোন প্রস্তাব যদি তোমার থাকে, কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে তা তোমার জানা আছে।' নাথানের জন্যে অপেক্ষা না করেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, হাঁটা ধরল দরজার দিকে।

নাথানের দিকে চোখ ফেলল রানা। যেতে চাইছে না লোকটা। বুঝতে পারল রানা, হিসেবে ভুল করেনি ও। নাথান এখনও দর কষাকষি করতে রাজি।

কিন্তু বয়েড সম্ভবত আর এগোতে দেবে না নাথানকে, ভাবল রানা। দেখল, দরজার কাছে পৌঁছে গেছে সে ইতিমধ্যে। 'ছেলে ছোকরাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না,' দ্রুত বলল রানা। 'বুড়ো ডিকসনকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো তো, শীলা।'

অবাক হয়ে তাকাল শীলা রানার দিকে। কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে লক্ষী মেয়ের মত পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ডিকসনের নাম ধরে ডাক ছাড়তে শুরু করল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছে বয়েড, অনিশ্চিতভাবে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। কোঁচকানো ভুরুর ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে নাথানও।

শীলা কামরায় ফিরতেই রানা বলল, 'তোমাকে আমি আগেই সাবধান করে দিয়ে বলেছি, বয়েড, যে তোমার বাবা ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করবেন না। কিন্তু তুমি আমার কথায় কান দাওনি। ভাল লাভ হচ্ছে, অথচ তুমি শুধু জেদের বশে তা পায়ে ঠেলছ, একথা জানার পর তিনি তোমার ওপর ভবিষ্যতে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কতটা ভরসা রাখবেন—একমাত্র ভবিষ্যৎই তা বলতে পারে। এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি, নাথান?'

'আমার বক্তব্য কি হবে বলে আশা করো তুমি?' মৃদু হাসল নাথান।

শীলার দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'কলম আর কাগজ যোগাড় করো। আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি লিখে গাফ পারকিনসনকে একটা প্রস্তাব পাঠাও। তোমার গাছ আর বাঁশের জন্যে সর্বমোট দাম চাও পঁয়তাল্লিশ লাখ, তবে দর কষাকষি করে তিনি তোমাকে চল্লিশে রাজি করাবেন, এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি। তাতেও লাভ করবেন তিনি পাক্কা দশ লাখ ডলার। চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে একথাও জানাও যে একজন অর্বাচীনের সাথে চুক্তি করার চাইতে পরিণত একজন মানুষের সাথে চুক্তি করাই তোমার একান্ত ইচ্ছা। ডিকসন তোমার চিঠিটা আজই পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

রাইটিং ডেস্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল শীলা। তারপর বসল চেয়ারে। দৃঢ় পায়ে সোজা রানার দিকে এগিয়ে আসছে বয়েড। তৈরি হবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। কিন্তু হাত পাঁচেক দূরে থাকতেই বয়েডকে বাধা দিল নাথান সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত দু'দিকে মেলে দিয়ে।

'সরো!' খেঁকিয়ে উঠল বয়েড।

ফিসফিস করে কি বলল নাথান শুনতে পেল না রানা। বয়েডের কোট আঁকড়ে ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল সে এক কোনায়। দু'জন ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল এরপর।

খানিকপর বুড়ো ডিকসন ঢুকল কামরায়। 'তোমাকে একটা চিঠি নিয়ে ফোর্ট

ফ্যারেলে যেতে হবে, ডিকসন,' বলল শীলা।

দু'জনের ফিসফিস থামল হঠাৎ। শীলার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নাথান। 'এক মিনিট, মিস ক্লিফোর্ড।' আবার বয়েডকে বোঝাবার চেষ্টায় ফিসফিস করতে শুরু করল সে।

একসময় শ্রাগ করল বয়েড। দু'জনই ফিরে এল রানার কাছে। 'এই তোমার শেষ কথা, রানা···পুরোপুরি চল্লিশ লাখ ডলারই নেবে তুমি?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল নাথান।

'আমি না, শীলা নেবে।'

মুহূর্তের জন্যে নাথানের ঠোঁট দুটো পরস্পরকে চেপে ধরল। 'ঠিক আছে, তোমাদের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় দেখছি না আমরা।' পকেট থেকে একটা চুক্তিপত্র বের করল সে। 'টাকার অঙ্ক বসিয়ে মিস ক্লিফোর্ড একটা সই করে দিলেই ঝামেলা মিটে যায় এখন।'

'আমার আইন উপদেষ্টাকে না জানিয়ে কোথাও আমি সই করতে পারি না,' মৃদু কণ্ঠে বলল শীলা। 'সইয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো নাথান। 'যত তাড়াতাড়ি পারেন তাকে দেখিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে অনুরোধ করছি আমি।' কলম বের করে চুক্তিপত্রে টাকার অঙ্কটা লিখল সে। তারপর কাগজ আর কলমটা ধরিয়ে দিল বয়েডের হাতে। বয়েড ইতস্তত করছে লক্ষ করে নাথান বলল, 'সই করো—সেটাই সবদিকে থেকে ভাল।'

একটা সোফায় বসল বয়েড। নিচু টেবিলের উপর চুক্তিপত্রটা রাখল। ঝুঁকে পড়ে সই করতে গিয়ে চোখ তুলে তাকাল রানার চোখে। 'সাবধানে থেকো, রানা—এটুকুই শুধু বলবার আছে তোমাকে আমার। প্রাণপণ চেষ্টা করো সাবধানে থাকতে। আমার সাথে এরকম করার সুযোগ পাবে না তুমি আর কখনও।' খসখস করে চুক্তিপত্রে সই করল সে।

চুক্তিপত্রে এরপর নাথান সই করল সাক্ষী হিসেবে।

'সাবধান বাণীর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু লাভ নেই জেনে তোমাকে আমি সাবধান করছি না। শুধু এটুকু জেনে রাখো, বাপের আদেশ অমান্য করে যদি আমার বিরুদ্ধে সামান্যতম কিছুও করো, স্রেফ ঘাড় মটকে দেব।'

'প্লীজ, রানা!' কৃত্রিম আতঙ্কে আঁৎকে উঠে বলল শীলা, 'দোহাই তোমার, অমন কথা মুখেও এনো না। ঘাড় ভাঙার শব্দ হলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

'ঠিক আছে,' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল বয়েড, 'কে কার ঘাড় ভাঙে দেখা যাবে!' বলে চরকির মত আধপাক ঘুরল সে, তারপর প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। নাথান তাকে অনুসরণ করল ধীর পায়ে। সে বেরিয়ে যেতে ফড়ফড় করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল শীলা, তাকাল ডিকসনের দিকে। 'ফোর্ট ফ্যারেলে যাওয়ার খাটনি থেকে তুমি বেঁচে গেলে শেষ পর্যন্ত, ডিকসন।'

দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসল বুড়ো। 'মিস ক্লিফোর্ড, আমি বুঝতে পারছি, এতদিনে সত্যি একজন ভাল লোককে পাশে পেয়েছেন আপনি।' রানার দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

হাঁটুতে জোর পাবে না মনে করে উঠতে গিয়েও উঠল না রানা।

'মনে হচ্ছে গোটা এক বোতল হুইস্কি দরকার এখন তোমার,' দেয়াল-আলমারি থেকে বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে সোফায় ফিরে এসে রানার গা ঘেঁষে বসল শীলা। 'ধন্যবাদ, রানা।'

'ওরা রাজি হবে এ আমি ভাবতেই পারিনি,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছিল গোয়ার্তুমি করে সবই বুঝি হারাচ্ছি। বয়েড যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল।'

'ওকে তুমি ব্ল্যাকমেইল করেছ,' গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে শীলা। 'বাপকে যমের মত ভয় করে সে, এটাকে তুমি ব্যবহার করেছ ওকে ব্ল্যাকমেইল করার ব্যাপারে।'

'উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছে ও,' বলল রানা, 'এটা ওর প্রাপ্য ছিল। সে যাক, চল্লিশ লক্ষ ডলার নিয়ে কি করছ তুমি, শীলা?' মনে মনে হিসেব করল, একচল্লিশ টাকা দরে ষোল কোটি চল্লিশ লক্ষ বাংলাদেশী টাকা—ওরেব্বাপ!

রানার হাতে গ্লাস ধরিয়ে হাসল শীলা। 'ভাবিনি এখনও। সম্ভবত সংসার পাতব ওই টাকা নিয়ে। কিন্তু তার আগে, বয়েডের ভাষায়, কপর্দকহীন একজন জিওলজিস্টের ব্যাপারে একটু মাথা ঘামাতে চাই আমি।'

'দূর! কি এমন করেছি আমি···মাথা ঘামাতে চাও মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'বয়েডের সাথে কোন কালেও ওভাবে দর কষতে পারতাম না আমি,' বলল শীলা। 'ন্যায্য দাম যে আমি পাচ্ছি, এর সবটুকু কৃতিত্ব তোমার। নিয়ম অনুযায়ী আমার কাছ থেকে তুমি কমিশন পাবে।'

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। হাসি থামতে বলল, 'অসম্ভব, শীলা।'

'তর্ক কোরো না। ব্যবসা ব্যবসাই। দশ লাখ আশা করেছিলাম, আদায় করে দিয়েছ চল্লিশ লাখ। যাই হোক, বিশ পার্সেন্ট যদি দিই, কিছু বলার আছে তোমার?'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল রানা, কি একটা কথা মনে পড়তে মুচকি হাসল ও। বলল, 'বিশ পার্সেন্ট? মাই গড. সে যে মেলা টাকা!' শীলার চোখে অদ্ভুত এক উজ্জ্বলতা ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখল ও। 'না। দশ পার্সেন্ট।'

'তুমি একটু বাড়াও,' বলল শীলা। 'আমি একটু কমাই। অর্থাৎ পনেরো পার্সেন্ট।' ঠোঁটে আঙুল রাখল সে। 'চুপ। এ ব্যাপারে আর কোন কথা নয়।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তাই সই।' গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে আর একটু হলে বিষম খাচ্ছিল ও, কারণ হিসেব করে বুঝতে পারল ও, এইমাত্র বাংলাদেশী টাকায় এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে সে।

'কি করবে তোমার ভাগের টাকা দিয়ে?' জানতে চাইল শীলা।

'ভাবছি সে কথাই। ভাবছি, হীরের একটা জড়োয়া সেট উপহার দেব তোমার বিয়েতে।'

অবাক হয়ে গেল শীলা। কথা না বলে চেয়ে রইল সে রানার দিকে বেশ কিছুক্ষণ, যেন নতুন করে চিনতে চেষ্টা করছে সে রানাকে। 'তার মানে,' এক সময় বলল সে, 'কপর্দকহীন নও তুমি! ছয় লক্ষ ডলার যে হাসিমুখে পায়ে ঠেলতে পারে···তার মানে টাকার কোন অভাব নেই তোমার। কে তুমি, রানা? কি তোমার আসল পরিচয়?'

যেন শুনতে পায়নি শীলার কথা, আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল রানা সোফা

ছেড়ে। 'এবার যেতে হয়, শীলা।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে?'

'কি জানতে চাও?'

'তোমার পরিচয়।'

'কি হবে জেনে? এই তো আমিই আমার পরিচয়।'

'আমার এলাকাটা সার্ভে করতে চাইছ তুমি,' তীক্ষ্ণ হলো শীলার দৃষ্টি, 'কিন্তু সে যোগ্যতা কি তোমার আছে, রানা?'

কুঁচকে উঠল রানার ভুরু। সরাসরি তাকাল শীলার চোখে। 'কি বলতে চাইছ?'

'আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি, রানা,' হাত বাড়িয়ে রানার কব্জি চেপে ধরল শীলা। 'বসো।' রানা বসতে সে বলল, 'সাবজেক্ট আলাদা হলেও, আমি একজন কোয়ালিফায়েড আর্কিওলজিস্ট। লেখাপড়া করে ডিগ্রী নিতে হয়েছে আমার। আমি জানি, তুমি জিওলজিস্ট নও, রানা।'

'নই,' সরলভাবে স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু তাতে কি? অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন না থাকলেও কাজ চালিয়ে নেবার মত জ্ঞান আমি অর্জন করেছি।'

'তা যে করেছ তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই,' বলল শীলা। 'কিন্তু ভাবতে গিয়ে অবাক লাগে আমার: কিসের টানে এসেছ তুমি ফোর্ট ফ্যারেলে! এদেশী নও, এটা তো পরিষ্কার বোঝা যায়। কোত্থেকে এসেছ তুমি? কেন? কি তোমার সত্যিকার পরিচয়? সত্যি করে বলবে রানা, কে তুমি?'

একটু ভেবে নিয়ে বলল রানা, 'এখান থেকে অনেক···অনেক দূরে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা অপূর্ব সুন্দর এক দেশ আছে—আমি বাংলাদেশী। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'

কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে থাকল শীলা, গম্ভীর হয়ে উঠল একটু। 'বেশ। কিন্তু ফোর্ট ফ্যারেলে আসার উদ্দেশ্যে কি শুধু কেনেথ হত্যার প্রতিশোধ নেয়া? কেনেথের সাথে কতদিনের পরিচয় তোমার?'

'খুব অল্প দিনের,' বলল রানা। 'আসলে হাসপাতালে কেনেথকে আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। ওকে পেয়ে আমি আমার ছেলেবেলায় ফিরে যাবার দুর্লভ একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। দু'জনে একসাথে লুকিয়ে সিগারেট খেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে দু'চার টান বেশি খেয়ে ফেলেছি বলে এ ওর কাছে গাঁট্টা খেয়েছি, তুমুল ছেলেমানুষি ঝগড়া করে কথা বলা বন্ধ করেছি, পাঁচ মিনিট কাটতে না কাটতে দু'জন আবার মানিকজোড় হয়ে পা টিপে টিপে বাইরের লনে গিয়েছি চাঁদনী রাত দেখতে···সেই ছেলেবেলার ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসেছিল আমাদেরকে। কেনেথ আমার বন্ধু হয়ে উঠেছিল, ছেলেবেলার বন্ধু। শীলা, আমাদের এই বয়সে কেউ আমরা কারও সত্যিকার বন্ধু হতে পারি না—মানুষের সাথে আমাদের পরিচয় হয়, জানাজানি হয়, কিন্তু বন্ধুত্ব হয় না। কিন্তু কেনেথের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেই কেনেথ···,' গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুকের ভিতর থেকে, '···নেই আর। আমার বন্ধুকে খুন করেছে ওরা। বুঝতে পারছ, কেন এসেছি ফোর্ট ফ্যারেলে?'

কয়েক সেকেণ্ড অবাক হয়ে চেয়ে রইল শীলা রানার মুখের দিকে।

'কিন্তু এদের সাথে তুমি পারবে বলে ভাবছ কেন? একে বিদেশী, তার ওপর একা।'

শীলাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'পারব কিনা জানি না, শীলা। তবে এর আগে এদের চেয়েও ভয়ঙ্কর লোকের বিরুদ্ধে লেগেছি আমি। বেঁচে যখন আছি এখনও, বুঝতেই পারছ, পরাজয় তাদেরই হয়েছে। আরেকটা কথা, দেখে মনে হলেও আসলে কিন্তু আমি একা নই। ফোর্ট ফ্যারেলে হয়তো কেউ নেই আমার, কিন্তু আমার পিছনে লোক আছে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আরও অনেক অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছ তুমি। এটাই কি তোমার পেশা?'

'আমি বাংলাদেশের একজন সরকারী চাকুরে ছিলাম।'

'নিশ্চয়ই চাকরিটা সি. আই. ডি বা ইন্টেলিজেন্স বিভাগে?'

'এবার সত্যি আমি উঠব,' বলল রানা। উঠে দাঁড়াল।

দেখাদেখি শীলাও উঠল। 'আমার সব কৌতূহল মেটেনি, রানা। তোমার সম্পর্কে সব জানতে চাই আমি।'

'জেনে লাভ?'

'লাভ লোকসান বড় কথা নয়। আসলে তুমি আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছ। সহজে কারও ব্যাপারে কৌতূহলী বা আগ্রহী আমি হই না, রানা।'

'আমি ভাগ্যবান,' মুচকি হেসে বলল রানা।

'কিংবা হয়তো আমি,' বলল শীলা। 'ঠিক জানি না এখনও। তবে, জানব।' কথা দিল সে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় নক হলো দরজায়। 'ভিতরে এসো।'

কামরায় ঢুকল বুড়ো ডিকসন। সোজা রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'স্যার, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মি. হাডসন ক্লিফোর্ড নিহত হবার সময় অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছিল কিনা, মনে আছে?'

'আছে।'

'এইমাত্র একটা ঘটনার কথা মনে পড়েছে আমার,' বলল ডিকসন, 'কিন্তু ঘটনাটা অস্বাভাবিক কিনা তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ঘটনাটা কি?'

'গাফ সাহেব নিজের জন্যে একটা গাড়ি কিনেছিলেন অ্যাক্সিডেন্টের ঠিক এক হপ্তা পর। গাড়িটা ছিল মার্সিডিজ।'

'না,' বলল রানা, 'এটা ঠিক অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়।'

'কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, স্যার, এই মার্সিডিজটা তার আগের গাড়ির জায়গা দখল করে। আগের গাড়িটা ছিল একটা বুইক। মাত্র দেড় মাস আগে কেনা।'

চমকে উঠল রানা। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর মুহূর্তে। অদ্ভুত শান্ত গলায় জানতে চাইল ও, 'ঠিক মনে আছে তোমার, ডিকসন? মাত্র দেড় মাস আগে কেনা গাড়ির জায়গায় নতুন মার্সিডিজের কি দরকার ছিল? কি দোষ ছিল বুইকটার?'

'জানি না,' ডিকসন বলল, 'মাত্র দেড় মাসের পুরানো গাড়ির আবার দোষ থাকবে কি···বুঝতে পারিনি আমি।'

'কি হলো বুইকটা?'

'তাও জানি না। স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, কখনও আর দেখিনি।'

'ধন্যবাদ, ডিকসন,' বলল রানা। 'কথাটা জানিয়ে তুমি আমার মস্তবড় উপকার করেছ।'

ডিকসন বেরিয়ে যেতে শীলা জানতে চাইল, 'ব্যাপার কি, রানা?' সাড়া না পেয়ে আবার বলল, 'কি ভাবছ তুমি?'

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরল রানার। 'কিছু বলছিলে?'

'ডিকসনের কথা শুনে এত কি চিন্তা করছ?'

'তেমন কিছু নয়,' ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল রানা। শীলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও কাইনোক্সি উপত্যকার উদ্দেশে।

সন্ধ্যার বেশ খানিক আগেই ঝর্ণার ধারে ফিরে এল রানা। হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে একনাগাড়ে সাতটি ঘণ্টা। কাইনোক্সি উপত্যকার পাঁচ বর্গমাইল এলাকার প্রায় অর্ধেকটা সার্ভে করা হয়ে গেছে। সেইসাথে শিকার হয়ে গেছে একটা পাতিহাঁস। খুব ভোরে উঠে পড়তে হবে কাল, মনে মনে ঠিক করল ও, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে বাকি কাজ শেষ করে ফেলতে হবে কালই।

একটু জিরিয়ে নিয়ে ক্যাম্প তৈরি করার কাজে হাত লাগাল রানা। এক ঘণ্টা পর চুলো ধরিয়ে আগুনের উপর ছাল ছাড়ানো হাঁসটাকে আড়াআড়িভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে ঝর্ণার পানিতে গিয়ে দাঁড়াল ও। গোসল সেরে ফিরতে ফিরতে ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য তারা জ্বলে উঠল আকাশে। মস্ত পিতলের থালার মত একটা চাঁদও উঠল দিগন্তরেখার কাছে।

রাতটা বেশ ঠাণ্ডা। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে আগুনের ধারে বসল রানা। পাশেই পড়ে আছে রাইফেলটা।

খাবার তৈরি। কেটলিতে ফুটছে কফির পানি। একটা সিগারেট ধরাল রানা। সড় সড় করে একটা আওয়াজ হতে আপনাআপনি ডান হাতটা গিয়ে পড়ল রাইফেলের উপর। পিছন ফিরে তাকাতে যাবে, একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মূর্তিটা।

'আমি।'

উঠে দাঁড়াল রানা রাইফেলটা রেখে। 'এই রাতে?'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল শীলা। 'সন্ধ্যার পরপরই বেরিয়েছি, অন্ধকারে পথ চিনতে দেরি হয়ে গেল,' একটু বিরতি নিল সে। 'একা একা ভাল লাগছিল না, তাই ভাবলাম গল্প করে আসি।'

চাঁদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে শীলা, তার পাশেই উপত্যকার নিচে দেখা যাচ্ছে চাঁদটাকে। তারার আলো পড়েছে শীলার চোখে মুখে। চকচক করছে চোখের মণি দুটো।

'খালি হাতে এভাবে কেউ বেরোয়?'

'ভুল হয়েছে,' স্বীকার করল শীলা। 'বেরুবার সময় মনে পড়েনি। যাক, কি রেঁধেছ তুমি, এত সুগন্ধ কিসের?'

'পাতিহাঁসের রোস্ট।'

'জিভে পানি আসছে,' বলে রানার পাশ ঘেঁষে এগোল শীলা, তারপর বসল আগুনের ধারে, গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে। রানার একটা হাত ধরল সে। 'দাঁড়িয়ে আছ যে?'

শীলার দিকে ফিরল রানা। 'রাত আরও বাড়লে ফিরতে পারবে তুমি? চলো, তোমাকে পৌঁছে দিই।'

তখুনি কথা বলল না শীলা। রানার দিকে চেয়ে আছে। 'ফিরব তা কে বলল তোমাকে? আমি থাকব বলেই এসেছি।'

একটু দূরত্ব রেখে বসল রানা। কথা বলল না।

'কি, চুপ করে আছ যে?'

'ভাবছি···'

রানাকে থামিয়ে দিল শীলা হাত নেড়ে। 'আমার রেপুটেশন নিয়ে তোমাকে অযথা মাথা ঘামাতে হবে না, রানা। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি।'

'না,' বলল রানা, 'সে-কথা আমি ভাবছি না।'

'তবে কি ভাবছ?'

'ভাবছি এখানের দিন শেষ হয়ে আসছে একটা একটা করে,' বলল রানা। 'আর হয়তো কোনদিন···'

'যা ভেবেছি তাই দেখছি ঠিক,' কথার মাঝখানে বলল শীলা। 'কর্তব্যের ডাকে চলে যেতে হবে তোমাকে, আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না কোনদিন, এই তো?'

'তুমিও ভেবেছ?'

'তোমার পেশা কি তা অনুমান করার পর এসব বুঝতে অসুবিধে কোথায় বলো?' শীলা হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠল। 'এসব কথার আগে জিভের পানি থামাবার জন্যে কি করা যায় সে ব্যাপারে একটা পরামর্শ দাও দেখি।'

'তুমিই পরিবেশন করো না কেন?'

'কিন্তু তোমার ভাগে কম পড়ে যাবে না তো আবার?' কোটের পকেট থেকে স্কচ হুইস্কির একটা মাঝারি আকারের বোতল বের করে চাদরের উপর ঠুকে বসাল সে। 'এটা তোমার জন্যে এনেছি। ঘুষ।' বলে আপন মনেই হেসে উঠল।

আগুনটা একটু উস্কে দিল রানা। রাতের সাথে বাড়ছে ঠাণ্ডা। হালকা একটা কুয়াশার স্তর তৈরি হচ্ছে মাথার উপর। খাওয়ার পাট চুকতে ছোট দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল শীলা। চুলো থেকে কেটলিটা নামিয়ে রাখল সে। 'তা মন্ট্রিয়লে কি জন্যে এসেছিলে?'

'রানা এজেন্সির ব্রাঞ্চ খুলতে,' শীলার হাত থেকে গ্লাসটা নিতে নিতে বলল রানা।

'রানা এজেন্সি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি না বললে সরকারি চাকরি করো?'

'এক বছরের ছুটি দিয়ে বের করে দিয়েছে আমাকে অফিসের বুড়ো কর্তা,' বলল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। 'তাই দুনিয়া ঘুরে নিজের অফিস খুলছি।'

'রানা এজেন্সির কাজ কি?'

'ইনভেস্টিগেশন করা। সাড়া দুনিয়ার নেট-ওয়র্ক থাকবে আমার, শীলা। পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে সব আমি আমার এজেন্সির হেডকোয়ার্টারে বসে জানতে পারব। বুঝতে পারছ, মানুষের কতটা কাছে যেতে পারব আমি এর মাধ্যমে?'

'কিন্তু···ঠিক বুঝছি না আমি,' বলল শীলা, 'তুমি যে নেট-ওয়র্কের কথা বলতে চাইছ···সেটা কি এসপিওনাজ···'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আবার না-ও। প্রাইভেট কাজও করব আমি।'

'কিন্তু, এ ধরনের প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে হয়ে থাকে বলে শুনেছি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ···তাছাড়া, এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে লাভ কি তোমার? কি উদ্দেশ্যে···'

'উদ্দেশ্য আগে যা ছিল এখনও তাই থাকবে।'

'বুঝলাম না।'

'দেশের সেবা করেছি আমি চাকরি জীবনে, শীলা,' বলল রানা। 'রানা এজেন্সি গড়ে তোলার পিছনেও সেবার আদর্শ কাজ করছে আমার ভিতর। ইতিমধ্যেই আমি নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, প্যারিস, নেপলস, বার্লিন, টোকিও, হংকং, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, দিল্লী—অর্থাৎ বড় বড় প্রায় সব শহরেই রানা এজেন্সির ব্রাঞ্চ খুলেছি। পুরোদমে সবগুলো ব্রাঞ্চকে চালু করে দিয়ে ঘুরে ঘুরে সবার কাজ দেখব আমি।'

'এতে দেশের কি কাজ হবে তোমার?'

'হবে না? দুনিয়াজোড়া প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমি প্রতি মুহূর্তে জানতে পারব কোথায় কি ঘটছে···কোথায় কি ঘটতে যাচ্ছে। আমার দেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র হলে আগেই তা টের পেয়ে যাব আমি। সেই ষড়যন্ত্রকে কঠিন হাতে দমন করব আমরা। আজ আমার দেশ গরীব, কিন্তু একদিন তার এই গরীবানা হাল থাকবে না। অবস্থা ভাল হবার সাথে সাথে আমাদের শত্রুও বাড়বে। এখন থেকেই কি আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়?'

'বুঝেছি,' শীলা বলল। 'তোমার দেশ তখন তোমার কাছ থেকে সাহায্যও চাইবে হয়তো···'

'চাইবে না, হুকুম করবে,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'একজন বুড়ো কর্তার কথা বলেছি, মনে আছে? সেই বুড়ো আমাকে তাড়িয়ে দিলে কি হবে, এখনও আমাকে ভালবাসে। সে কি রকম ভালবাসা তা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। এই যে সারা দুনিয়ায় রানা এজেন্সির শিকড় গাড়ছি, আমি জানি এতে তার নীরব সমর্থন আছে। তার আনুকূল্য ছাড়া এত সহজে কোন রাষ্ট্র আমাকে ব্রাঞ্চ খুলতে দিত না। সেই বুড়ো যদি কখনও হুকুম করে সুড় সুড় করে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে আমার।'

'কিন্তু টাকা? টাকা পাচ্ছ কোথায় এত? তোমার কি অনেক টাকা আছে?'

'আমার নেই। কিন্তু আবার আছেও। তাহলে আরও গল্প শোনাতে হয় তোমাকে,' রেবেকার মুখটা মনে পড়ে যেতে সিগারেটটা মাটিতে ফেলে দিয়ে জুতোর তলায় পিষে চ্যাপ্টা করে দিল সেটাকে রানা। 'একটি মেয়ে উইল করে দিয়ে গেছে আমাকে কয়েকশো কোটি ডলার। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার

কয়েক ডর্জন শিপ ইয়ার্ড। সবগুলোর মালিক এখন আমি।'

'একটা মেয়ে···কে সে?'

'আমার সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। কিন্তু···।'

'বিয়ে! তার মানে তাকে তুমি ভালবাস।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'বাসতাম।'

'বাসতে? তার মানে সে বেঁচে নেই?'

'নেই,' বলল রানা। অনেক দূর থেকে ভেসে আসতে শুনল শীলা তার কণ্ঠস্বর। 'তবে থাকলে বড় ভাল হত।'

'আমি দুঃখিত, রানা,' শীলা ম্লান কণ্ঠে বলল। 'না বুঝে তোমার স্মৃতিতে আঘাত করেছি।'

'ও কিছু না,' নতুন করে একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'যে গেছে সে তো আর কখনও ফিরবে না, কি হবে তার জন্যে দুঃখ করে? কিন্তু ভুলতে পারি না, বড় ভাল মেয়ে ছিল রেবেকা। আশ্চর্য রোমাঞ্চপ্রিয় ছিল ও, অদ্ভুত একটা কল্পনাপ্রবণ মন ছিল ওর—আমাকে ভালবাসার জন্যেই যেন পৃথিবীতে এসেছিল সে। জানো, মারা যাবে তা আগেই বুঝতে পেরে আমার নামে সব উইল করে দিয়ে গেছে সে।'

'আশ্চর্য একটা রূপকথার মত শোনাচ্ছে,' বলল শীলা।

'কোথায় যেন অদ্ভুত একটা মিল আছে তোমার সাথে রেবেকার,' বলল রানা। 'তোমার সাহস, সচ্ছলতা, মেলামেশার সহজ ভঙ্গি—রেবেকার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু, শীলা, এখন বুঝতে পারি, রেবেকাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তটা আমার ভুল ছিল।'

'ভুল ছিল! কেন?'

'আমি বিপদ ভালবাসি,' বলল রানা। 'সে-জন্যেই এরকম একটা পেশা বেছে নিয়েছি। আমার চারপাশে সর্বক্ষণ ভিড় করে থাকে বিপদ, ভয় আর রোমাঞ্চ। সুখ ভরা শান্তির নীড় আমার জন্যে নয়। তাই বলছি, ওর সাথে জড়ানো উচিত হয়নি আমার। তোমারও একটু সাবধান হওয়া উচিত।'

'কোনও দরকারই নেই। আমি আগেই বুঝতে পেরেছি তোমাকে। সব কথা শোনার পর আমার ধারণা আরও পরিষ্কার হলো মাত্র। আমার ভাগ্য, রানা, তোমার মত একজন মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি আমি। তোমাকে ধরে রাখার শক্তি আমার নেই, থাকলে ছাড়তাম না। ধরে রাখতে পারব না বলে হা-হুতাশের মধ্যে বর্তমান সময়টা অপচয় করতে চাই না আমি, রানা।'

'সত্যি তো! অযথা অপচয় হচ্ছে রাতটা, তাই না?' হাসল রানা।

রানার চোখে চোখ রেখে হাসছে শীলা। ধীরে ধীরে মৃণাল দুই বাহু কণ্ঠ জড়িয়ে ধরল রানার। ব্যবধান কমছে দুজনের। তারার আলোয় চিকচিক করছে শীলার চোখ। সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে অধর। এগিয়ে আসছে রানার নিষ্ঠুর একজোড়া ঠোঁট।

কাট্।

পরদিন ভোর। অন্ধকার থাকতে যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা ক্যাম্প থেকে।

শীলাকে ঘুম থেকে জাগাল না আর। ভাবল, এইমাত্র শুয়েছে, দুপুর নাগাদ ঘুম থেকে জেগে একাই ফিরে যেতে পারবে বাড়িতে।

তিনটের সময় ফিরল রানা। শীলাকে দেখে অবাক হলো ও।

'রান্নাবান্না সব রেডি,' বলল শীলা। 'তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো, আমি বাড়ছি। ইস্, খিদেতে পেটে ইঁদুর দৌড়ুতে শুরু করেছে। এত দেরি করে মানুষ?'

কাঁধ থেকে ব্যাগ নামাল রানা। 'তুমি বাড়ি যাওনি যে?'

'কেন যাব?' বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল শীলা। হাসি থামতেই তাড়া লাগাল। 'কেমন মানুষ তুমি, শুনি? আমার বুঝি খিদে লাগে না?'

ঝর্ণার দিকে এগোল রানা। পিছন থেকে শীলা বলল, 'সাবান, তোয়ালে সব রেখে এসেছি ওখানে।'

এক ঘণ্টা পর একটা সিগারেট ধরাল রানা। কাত হলো বিছানায়। 'কাজটা কি ভাল করছ?'

'কোন্ কাজের কথা বলছ?'

'এই যে আমার সাথে···'

'চুপ!' রানার পাশে বসে ধমক লাগাল শীলা। 'এ প্রসঙ্গে কোন কথা শুনতে চাই না।'

মিনিট দুয়েক চুপচাপ বসে থাকল ওরা। শীলা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার দিকে। রানা একমনে কি যেন ভাবছে আর সিগারেট টানছে।

'কথাটা কি সত্য?' তৃতীয় একটা কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল ওরা দু'জনেই। 'স্রেফ বয়েডকে অপমান করে ছয় লক্ষ ডলার কামিয়েছ তুমি?' নাকের উপর নেমে আসা চশমা সামলাতে সামলাতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল লংফেলো।

হেসে উঠল ওরা দু'জনেই। রানা বলল, 'ভুল শোনোনি।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল লংফেলো। 'চললাম।'

অবাক হয়ে গেল রানা। 'চললাম মানে?'

'বয়েডকে অপমান করতে। আমারও ছয় লাখ ডলার দরকার। খোঁজার ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাল লংফেলো। সাথে একটা বন্দুক-টন্দুক থাকলে···'

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। হাসি থামিয়ে এনভেলাপে ভরা চুক্তিপত্রটা লংফেলোকে দিল ও। 'সাথে করে এটা নিয়ে যেয়ো। ফোর্ট ফ্যারেল থেকে ডাকবাক্সে ফেলে দিতে হবে। তার আগে ইচ্ছে করলে এনভেলাপ খুলে চুক্তির বিষয়টার ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারো তুমি।'

'তা নেব,' বলল লংফেলো। 'এদিকের খবর কিছু রাখো?' হঠাৎ জানতে চাইল সে। 'বাঁধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চার পাঁচ দিনের মধ্যে স্লুইস গেট খুলে দেবে ওরা।'

'কিন্তু বয়েড যে বলল আরও দু'হপ্তা পর খোলা হবে?'

লংফেলো এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'না, মিথ্যে কথা বলেছে সে তোমাদের। এইমাত্র আমি বাঁধ হয়ে আসছি। ওদের আলোচনা থেকেই জেনেছি ব্যাপারটা।'

'তাহলে তো এখুনি একবার দেখে আসতে হয় কতটা এগিয়েছে ওদের কাজ।'

'তাই চলো নাহয়,' বলল শীলা।

'তোমার উৎসাহটা প্রেরণাদায়ক,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'কিন্তু দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, তোমাকে আমি সাথে নিয়ে যেতে পারছি না।'

'ঠিক,' গম্ভীরভাবে রুমালে চশমার কাঁচ মুছতে শুরু করে মাথা ঝাঁকাল লংফেলো। 'এসব হাঙ্গামা থেকে মেয়েদের দূরে থাকাই সবদিক থেকে ভাল। মেয়েরা হলো ফুলের মত, এদের কাজ শুধু সুগন্ধ বিলানো। চলো হে, নাতি, আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়া যাক।'

শীলা ম্লান মুখে বলল, 'কিন্তু রানাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ঝগড়া বাধাবার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে ও। শেষ পর্যন্ত একটা গোলমাল বেধে গেলে?'

উঠে দাঁড়াল রানা। ব্যাগ তুলে কাঁধে ঝোলাল। তারপর ফিরল শীলার দিকে। 'ভেবেচিন্তে যে হাঙ্গামা বাধায় সে তা থামাতেও পারে। শীলা, আমার কথা ভেবে অযথা দুশ্চিন্তা কোরো না। চললাম, লংফেলো।'

আকাশ থেকে পড়ল লংফেলো। 'মানে? আমিও কি যাচ্ছি না তোমার সাথে?'

'না।'

'কেন?'

'আমি নিজেই নিজের বোঝা হয়ে উঠছি ইদানীং, আর কাউকে বইতে পারব না,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল রানা। পা বাড়াল।

রানা ঢাল বেয়ে নেমে যেতে চশমাটা ধীর ভঙ্গিতে নামিয়ে রাখল লংফেলো। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তিতে একটা ঘুসি মারল মাটির উপর। 'ছোকরার দুঃসাহস দেখলে, শীলা! ভাবছে, একাই সব সামলাতে পারবে।'

'বোধহয় ঠিকই ভাবছে,' বলল শীলা। ঝর্ণার চঞ্চল স্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। উজ্জ্বল আর উৎফুল্ল দেখাচ্ছে মুখটা। 'ফেলো কাকা, রানাকে যতটা চিনেছি, ওর পক্ষে সবই সম্ভব।'

'চোখে রঙিন নেশা আর রক্ত গরম থাকলে ধরাকে সরা জ্ঞান করা সহজ ব্যাপার,' খেপে গিয়ে উঠে দাঁড়াল লংফেলো। 'রানা বিপদে পড়তে যাচ্ছে এ আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, শীলা। আমিও চললাম,' বলেই ছোঁ মেরে ক্যাপটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ছুটল সে।

পনেরো

পৌঁছুতে রানার বিকেল গড়িয়ে গেল। কাইনোক্সি উপত্যকা থেকে ফোর্ট ফ্যারেলের বাস স্টেশন ঘুরে আসতে হয়েছে ওকে ডিপো থেকে ড্রিলিং যন্ত্রপাতি গাড়িতে তুলে নেয়ার জন্যে।

পৌঁছেই দেখল ও, ফ্যাসাদে পড়ে গেছে পারকিনসন করপোরেশন তাদের জেনারেটরগুলো নিয়ে। এসকার্পমেন্টের তলা দিয়ে পাওয়ার হাউজটাকে ঘুরে এগোবার সময় প্রায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার উপক্রম করল রানা। প্রকাণ্ড একটা বিশ টনী ট্রাক একটা আর্মেচার নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে কাদায় আটকে গিয়ে।

ট্রাকটাকে ঘিরে কর্দমাক্ত শ্রমিকদের একটা দল গলদঘর্ম হচ্ছে, চিৎকার-চেঁচামেচির প্রতিযোগিতা চলেছে যেন তাদের মধ্যে। আরেকটা দল নুড়ি পাথর বয়ে নিয়ে এসে ফেলছে, তৈরি করার চেষ্টা করছে একটা রাস্তা। হাঁটু, কারও কারও কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে কাদায়। মাত্র দুশো গজ দূরে পাওয়ার হাউজটা। কিন্তু এই কাদার উপর দুশো গজ রাস্তা তৈরি করা অসম্ভব বলেই মনে হলো রানার।

গাড়ি থামিয়ে মজাটা দেখতে লাগল ও। লোকগুলোকে অহেতুক কষ্ট করতে দেখে একটু খারাপও যে লাগছে না তাও নয়। কিন্তু জেনারেটরগুলোকে এভাবে পাওয়ার হাউজে নিয়ে যেতে না পারলেও দিনের মজুরী এরা সবাই পাবে, সুতরাং সহানুভূতি অপাত্রে ঢালতে সায় দিল না মন। সময় এবং টাকা লোকসান যা হচ্ছে সবই পারকিনসনদের। রানা ভাবল, শীলার জন্যে এটা সুবিধেই বয়ে আনবে। স্লুইস গেট খুলতে আরও সময় লাগবে, বোঝাই যাচ্ছে, তার মানে কাইনোক্সি উপত্যকার শীলার অংশ এক হপ্তার মধ্যে ডুবছে না।

আকাশের দিকে তাকাল রানা। দক্ষিণ প্রান্ত থেকে মিছিল করে আসছে কালো মেঘ। যদি বৃষ্টি হয়, পাড় থেকে মাটি ধসে পড়ে কাদার পরিমাণ দশ গুণ বাড়িয়ে দেবে।

রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে এল একটা জীপ, কাদার উপর ব্রেক কষে দাঁড়াল। দরজা খোলার সাথেই ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে বিগ প্যাট। 'এখানে তোমার কি কাজ, শুনি?'

ট্রাকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে হাসল রানা। উত্তরটা দিতে ইচ্ছা করেই দেরি করল একটু। 'কোনও কাজ নেই, মজাটা দেখছি।'

কালো হয়ে গেল বিগ প্যাটের মুখ। 'এদিকে তোমাকে আমরা দেখতেই চাই না,' দু'কোমরে হাত রাখল সে। 'ভালয় ভালয় কেটে পড়ো।'

'কিন্তু গাফ পারকিনসন? তিনিও কি চান না? তোমার সাথে বুঝি দেখা হয়নি তাঁর? কিংবা, বয়েডের মাধ্যমে তাঁর নির্দেশ এখনও বুঝি পাওনি?'

রাগে দাঁতে দাঁত ঘষল বিগ প্যাট নিঃশব্দে। রানাকে এক হাত দেখাবার জন্যে ছটফট করছে সে, কিন্তু গাফ পারকিনসনের কথা ভেবে নিজেকে দমন না করে উপায় দেখছে না।

শান্তভাবে বলল রানা, 'তেড়িবেড়ি কিছু করলেই কড়া একটা চড়ের মত গাফ পারকিনসনের গালে এসে পড়বে কোর্ট অর্ডার। এবং তুমি দায়ী বলে তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই কোলে তুলে সকাল-বিকেল দুই গালে চুমু খাবেন না। তার চেয়ে নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে, কাদা থেকে ট্রাকগুলোকে কিভাবে তুলতে পারো তার চেষ্টা করো। আবার বৃষ্টি এলে লেজে গোবরে জড়িয়ে পড়তে হবে।'

'আবার···কি বললে?' ভুরু কুঁচকে মারমুখো হয়ে উঠল বিগ প্যাট। 'বৃষ্টি হতে কখন দেখলে তুমি?'

'হয়নি বলছ? তাহলে কাদা এল কোত্থেকে?' মুচকি হাসল রানা।

'কোত্থেকে এল তা আমি কি করে বলব? ওখানেই ছিল আগে থেকে,' হঠাৎ ব্যাপারটা ধরতে পারল বিগ প্যাট। 'ঠাট্টা করছ আমার সাথে, না? বড় বাড় বেড়েছে তুমি, রানা। কিন্তু মনে রেখো, মি. গাফও তোমার শেষ দেখে ছাড়বেন। তিনি যখন

খেপবেন কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।'

'তুমি আসলে কুয়ার ব্যাঙ, বিগ প্যাট,' বলল রানা। হাসছে। 'কিছুই জানো না। তোমাদের গাফকে খেপাবার জন্যেই তো আমি ফোর্ট ফ্যারেলে এসেছি। কিন্তু মুশকিল হলো, খোঁচা খেয়েও হজম করছেন তিনি, নড়াচড়া করছেন না। শোনো তাহলে, আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচীটা তোমাকে শুনিয়েই দিই। খোঁচায় কাজ হবে না, বুঝতে পেরেছি। তাই এবার মার লাগাব। এ-মার কিন্তু হাতের মার নয়। হাতের মার তোমাদের জন্যে তুলে রেখেছি।'

'ঠিক আছে,' চরকির মত আধপাক ঘুরে জীপের দিকে ছুটল বিগ প্যাট, 'গিয়ে সব বলছি মি. বয়েডকে! তোমার গায়ের ছাল তুলবেন তিনি, দেখে নিয়ো।'

পিছন থেকে হাসল শুধু রানা।

হেলেদুলে রাস্তায় গিয়ে উঠল জীপটা, তারপর রাস্তা ধরে তীরবেগে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা বাঁকে। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কাদার দিকে তাকাল রানা। ভাবছে। বোতাম টিপে দিয়েছে ও। মাত্র একটা। এখন দেখা যাক, বৈদ্যুতিক ধাক্কা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। পাওয়ার হাউজ ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়ে পাহাড়ের দিকে উঠতে শুরু করল। মাঝামাঝি উঠে গাড়ি থামিয়ে নামবে, এমন সময় এঞ্জিনের শব্দে থমকে গিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

ঝকঝকে একটা মাইক্রোবাস থামল জীপের পাশে। গম্ভীর চেহারা নিয়ে সেটা থেকে নামল লংফেলো। সাথে একটা পাহাড়—জ্যাক লেমন।

'এখানে তোমরা কি মনে করে?' জীপ থেমে নেমে জানতে চাইল রানা।

'কারও ঘাড়ে বোঝা হবার ইচ্ছে নিয়ে নয়, এসেছি নিজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে,' গম্ভীর ভাবে জানিয়ে দিল লংফেলো।

'আর তুমি?' প্রশ্ন করল রানা।

'লক্ষ লক্ষ ডলারের লোভ নেই বলে এতদিন গায়ে মাখিনি,' বলল লেমন, 'পারকিনসনরা অন্যায় ভাবে আমার মিস্ত্রী, খদ্দেরদের ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমার মিস্ত্রীদেরকে দিয়ে তারা গ্যারেজ থেকে স্পেয়ার পার্টস চুরি করায়, যাতে ব্যবসায় আমি লাল বাতি জ্বালাই। মুখ বুজে সহ্য করেছি এতদিন। কিন্তু যেই শুনলাম ওদের বিরুদ্ধে অন্তত একজন লোক কিছু করতে যাচ্ছে, অমনি ছুটে এসেছি। আমারও করার মত কিছু আছে। আমি যে বয়েডকে ভয় করি না এটা প্রকাশ করার সময় হয়েছে এখন।'

'কিন্তু ওদের সাথে গায়ের জোরে তুমি পারবে কেন!'

'মানুষ অতিষ্ঠ হলে অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে, পারা না পারার প্রশ্ন তখন অবান্তর—তাই নয় কি?' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জ্যাক লেমন জানতে চাইল, 'শুনলাম তুমি নাকি ক্লিফোর্ডদের হত্যাকাণ্ড রহস্যের মীমাংসা করতে ফোর্ট ফ্যারেলে এসেছ, মি. রানা?'

'ঠিকই শুনেছ,' বলল রানা। 'কিন্তু তুমি কি মনে করো সেটা একটা হত্যাকাণ্ড ছিল?'

'ঠিক কি মনে করি তা জানি না,' বলল জ্যাক লেমন। 'তবে, ঘটনাটা ছিল খুবই

আশ্চর্য। গোটা পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, ভাবতে কেমন যেন লাগে। কিন্তু তার চেয়ে আজব ব্যাপার, ক্লিফোর্ডরা মরতেই তাদের সমস্ত সম্পত্তি, বাড়িঘর, টাকা পয়সা—সব, সব, চলে গেল পারকিনসনদের পকেটে। তারপর, ফোর্ট ফ্যারেল থেকে ক্লিফোর্ডদের নামটাও মুছে ফেলা হলো। এসব দেখে কি সন্দেহ করা যেতে পারে তা তো বুঝতেই পারো।'

'হুঁ,' গাড়ির দিকে ফিরল রানা। তারপর বলল, 'এসেই যখন পড়েছ, গতর খাটাও খানিক। ড্রিলিং রিগটা গাড়িতে তুলতে দম ফুরিয়ে এসেছিল আমার। ধরাধরি করে নামাও ওটা।'

'ড্রিলিং রিগ? ও দিয়ে কি হবে?' আকাশ থেকে পড়ল লংফেলো।

এসকার্পমেন্টের কিনারাটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল রানা। 'প্রথম গর্তটা ঠিক ওটার মাঝখানে খুঁড়তে চাই আমি, ওই ওখানে।'

'কি···কি বললে?'

'এতেই এত ঘাবড়ে যাচ্ছ?' মুচকি হাসল রানা।

বাঁধের পাঁচিলের দিকে চেয়ে আছে জ্যাক লেমন। খাড়াভাবে কংক্রিট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেটা। 'এতবড় তা কিন্তু ভাবিনি!' বিস্ময় প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'কত হারামের পয়সা খরচ হয়েছে কে জানে!' পাহাড়ের নিচের দিকে তাকাল সে। পিঁপড়ের মত দেখা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষকে। 'ওরা কি গোলমাল করতে আসতে পারে, মি. রানা?'

'পারে,' বলল রানা। 'যদিও ওদেরকে গোলমাল না করার জন্যে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।'

'তবু আসতে পারে?' জানতে চাইল লংফেলো।

'আমি যদি বাড়াবাড়ি করি, না এসে ওদের উপায় কি?'

'বাড়াবাড়ি···'

'করছি বৈকি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আরও অনেক করব। ওরা একবার এলেই হয় শুধু এখন।'

ড্রিলিং যন্ত্রপাতি নিয়ে বিপাকেই পড়ল ওরা। জ্যাক লেমন না থাকলে এঞ্জিনটাকে চালু করতে পারত কিনা সন্দেহ হলো রানার। পনেরো বার অস্বীকৃতি জানাবার পর সেটা হঠাৎ স্টার্ট নিয়ে কান ফাটানো আওয়াজ করতে শুরু করল। এত বেশি ধাক্কা মারছে পিস্টনটা, রানার মনে হলো কনেকটিং রড এঞ্জিনের দেয়াল ফুঁড়ে যে-কোন মুহূর্তে ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু জ্যাক লেমনের যাদু স্পর্শে এঞ্জিনটা অটুট তো থাকলই, স্টার্টও বন্ধ হলো না।

দেরি না করে কাজে নেমে পড়ল রানা। এবং ওর আশা অনুযায়ী, এঞ্জিনের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এল পারকিনসনদের দল থেকে কেউ একজন। ঝড়ের বেগে জীপটাকে আসতে দেখে মুচকি একটু হেসে নিজের কাজে মন দিল রানা। ভাবছে, আসছেটা কে?

রানার সামনে দু'কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে লংফেলো আর জ্যাক লেমন। রানা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে। জীপের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে শুনতে পাচ্ছে ও। মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল একবার। দেখল চিৎকার করার জন্যে

মুখ খুলছে লংফেলো। চোখ কপালে উঠে গেছে লেমনের।'

পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল রানার। পিছন ফিরে তাকাতে যাবে, এমন সময় ব্রেক কষার আওয়াজ পেল ও। ঠিক ওর পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে জীপটা।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। জীপ থেকে মাথা কামানো দুই লোক নামছে, দেখল ও। দশাসই চেহারা আর মুখের গাম্ভীর্য দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল রানা: এরা পারকিনসনদের পোষা গুণ্ডা।

'এসব কি হচ্ছে এখানে?'

কানের পিছনে একটা হাত রেখে চিৎকার করে উঠল রানা, 'শুনতে পাচ্ছি না!'

যে লোকটা কথা বলছে তার পরনে ট্রাউজার আর শার্ট, কোট নেই। ট্রাউজারের পকেটটা উঁচু হয়ে আছে তার। দ্বিতীয় লোকটার পরনে কমপ্লিট স্যুট। তার হাতে ছোট সাইজের একটা ওয়্যারলেস সেট দেখা যাচ্ছে। সেটটা অফ করা রয়েছে। সঙ্গীকে এক পা এগিয়ে যেতে দেখেও নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না সে।

এক পা এগিয়ে দ্বিতীয় লোকটা বলল, 'এসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কি করছ তুমি এখানে?'

'একটা টেস্ট হোল তৈরি করছি।'

এঞ্জিনের আওয়াজকে ম্লান করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'সুইচ অফ করো ওটার!'

এদিক ওদিক মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করল রানা। তারপর হাত নেড়ে পাহাড়ের খানিকটা নিচের একটা জায়গা দেখিয়ে দিল লোকটাকে।

উঠে দাঁড়াল রানা। নিচে নামতে শুরু করল ধীর ভঙ্গিতে। লোকটা ওকে অনুসরণ করে নামছে কিনা দেখার জন্যে একবারও পিছন ফিরল না ও।

পঁচিশ গজের মত নেমে দাঁড়াল রানা। তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল লোকটা ওর ঠিক তিন হাত সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'এসবের মানে কি জানতে চাই আমি। টেস্ট হোল তৈরি করছ বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাও?'

'আরও সহজ করে বলব? বেশ। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে দেখতে চাই ভিতর থেকে কি উঠে আসে।'

'এখানে এসব করা চলবে না।'

'কেন করা চলবে না?'

'কারণ···কারণ···'

'কোন কারণ নেই,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'ক্রাউন ল্যাণ্ডে গর্ত খুঁড়ছি আমি। এটা আমার আইনসঙ্গত অধিকার।'

কি করবে ঠিক করতে পারল না লোকটা। 'ঠিক আছে, জেনে আসি ব্যাপারটা,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল সে, জীপের দিকে উঠে গেল।

জীপটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা। তারপর ফিরে এসে আবার গর্ত খোঁড়ার কাজে হাত লাগাল।

গোটা ব্যাপারটাই প্রহসন। রানা জানে, এই এলাকার মাটির নিচে মূল্যবান কোন খনিজ পদার্থ নেই। কিন্তু ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্যে গর্তের

ভিতর থেকে যে জঞ্জাল বেরুল সেগুলোকে কাগজের মোড়কে মুড়ে জীপে তুলে রাখতে শুরু করল ও। প্রথম গর্ত থেকে যা বের করার করে নিয়ে ইঞ্জিন অফ করেছে মাত্র, এমন সময় আসতে দেখা গেল বিগ প্যাটকে।

'খেপতে বড় বেশি সময় নিচ্ছে পারকিনসনরা,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আরও বড় ডোজের ওষুধ লাগবে বলে মনে হচ্ছে।'

লংফেলোর দৃষ্টি শুধু তীক্ষ্ণ হলো, কোন মন্তব্য করল না। রানাকে বুঝতে চেষ্টা করছে সে, কিন্তু বুঝতে পারছে না এখনও এই আয়োজনের মাধ্যমে ঠিক কি হাসিল করতে চাইছে রানা।

জ্যাক লেমন বলল, 'ঠ্যালা সামলাও এবার!'

'মানে?' জানতে চাইল লংফেলো।

'দেখতে পাচ্ছ না কুকুরের লেজ আসছে?' বিগ প্যাটের দিকে ইঙ্গিত করে বলল লেমন।

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। বলল, 'ওর নাম যাতে তুমি বদলে রাখতে পারো তার ব্যবস্থা আমি করব, লেমন। কথা দিচ্ছি।'

চেহারা দেখেই বোঝা গেল, পাওয়ার হাউজে জেনারেটর নিয়ে যাওয়ার সমস্যাটার সমাধান করতে না পেরে মেজাজ উত্তপ্ত হয়ে আছে বিগ প্যাটের। কাদার পুরু প্লাস্টার প্যাণ্টের হাঁটু পর্যন্ত। সারা গায়েও বড় বড় কাদার ছোপ। মুখের চেহারাটা রুক্ষ। কাছাকাছি এসে দাঁড়াল সে। হাত নেড়ে বলল, 'আর কোন কাজ নেই আমার, শুধু তোমার সাথেই লেগে থাকতে হবে?'

'না চাইলে লাগবে কেন?' বলল রানা, 'তুমি হাজার বার এলেও আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। আমি বয়েডকে ছুটে আসতে দেখতে চাইছি।'

'এঞ্জিনের শব্দ হচ্ছিল কিসের? কি করছিলে তোমরা?'

'মাটিতে গর্ত খুঁড়ছিলাম। পারকিনসনদের মাটিতে বা তাদের মাথায় নয়, ক্রাউন ল্যাণ্ডে।'

'এ ব্যাপারেও কি অনুমতি নেয়া আছে তোমার মি. গাফের কাছ থেকে?'

'অনুমতি! কিসের অনুমতি? কারও অনুমতি দরকার নেই আমার।'

'ওহ্, তার মানে মি. গাফ এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না?'

'তা কিভাবে বলব? কেউ যদি জানিয়ে না থাকে তাহলে জানার কথা নয় অবশ্যই।'

ধীরে ধীরে দু'কোমরে হাত রেখে মুখের চেহারা কঠিন করে তুলল বিগ প্যাট। 'তুমি পারকিনসন বাঁধ আর পারকিনসন পাওয়ার হাউজের মাঝখানে গর্ত করছ অথচ অনুমতির দরকার আছে বলে স্বীকার করছ না। রানা, মি. গাফ তোমাকে পাগলাগারদে পাঠাবেন।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'যত কিছুই বলো, এটা পারকিনসনদের জায়গা নয়। এই জায়গার বিশেষ স্বত্ব যদি ভোগ করতে চায় তারা তাহলে সরকারের সাথে বিশেষ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে তাদের। যদ্দিন না তা করছে, আমি জায়গাটা গর্ত করে মৌমাছির চাকের মত ঝাঁঝরা করে ফেললেও কারও কিছু বলবার নেই। ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করে আমার এই কথাটা তাকে গিয়ে শোনাও, খোকা।'

মেসেজে ওদেরকে একথাও জানিয়ো বাঁধ নিয়ে তারা বিপদে পড়েছে।'

কথাটার অর্থ বুঝল না বিগ প্যাট। রানার দিকে বোকার মত চেয়ে থাকল। 'মানে?' অস্বাভাবিক একটা চিৎকারের মত শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'বাঁধ নিয়ে বিপদে পড়েছে মানে?'

'মানে ওদের মুখেই শুনো,' বলল রানা। 'তুমি ওদের বেতনভুক চামচা, তোমাকে কেন সব কথা শোনাতে যাব? ওদেরকে পাঠাও, তখন বলব।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি,' হাত নেড়ে বলল বিগ প্যাট। 'আর কোন গর্ত যাতে খুঁড়তে না পারো তার ব্যবস্থা আজই করা হবে, এটুকু জেনে রাখো।' রানার পায়ের কাছে মাটিতে থুথু ফেলল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল।

'বিপদটা আসলে কি? নাকি ভুয়া একটা ব্যাপার মাত্র?' আগ্রহে চকচক করছে চোখ দুটো, রানার দিকে ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইল লংফেলো।

'ধীরে, লংফেলো, ধীরে,' কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল রানা। 'সময় হলে সবই জানতে পারবে। এখন চলো দেখি, একটু উপরে উঠি। আরও দুটো গর্ত খুঁড়তে হবে আমার।'

পাহাড়ের ধারে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ড্রিলিং যন্ত্রপাতি। চল্লিশ ফুট দীর্ঘ একটা গর্ত করল রানা। তারপর আবার রাস্তার ধারে ফিরে এসে, জীপটার কাছাকাছি তৃতীয় আর একটা গর্ত করল ও। মাটির নমুনা নিয়ে নিচের রাস্তায় ফেরার সময় পথরোধ করে দাঁড়াল একটা গাড়ি। ঝকঝকে টয়োটা ডিল্যাক্স থেকে ধীর ভঙ্গিতে রাস্তার উপর নামল ছোট পারকিনসন। সারা মুখে লেপটে আছে ঘাম, চকচক করছে রোদ লেগে। এমন লাল মুখ বড় একটা চোখে পড়েনি রানার। পিন দিয়ে ফুটো করলে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে বলে মনে হলো। রানার দিকে স্থির শীতল দৃষ্টি রেখে এগিয়ে আসছে সে। হাঁটার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা নজর এড়াল না রানার।

সামনে এসে দাঁড়াল বয়েড। হ্যাটটা বগলের নিচে চেপে ধরল।

'রানা, আমার সহ্যের সীমা তুমি ছাড়িয়ে যাচ্ছ,' কণ্ঠস্বরটা নিচু কিন্তু দৃঢ়।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কারও সহ্যশক্তি কম থাকলে আমার কিছু করার নেই, বয়েড। ওটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। ঠিক কেন এসেছ তুমি এদিকে?'

'বিগ প্যাট বলল তুমি নাকি গর্ত খুঁড়ছ এদিকে। আমি চাই, এদিকে আর যেন গর্ত খোঁড়া না হয়। কি বলার আছে তোমার এ ব্যাপারে?'

'দরকার ছিল, খুঁড়েছি,' বলল রানা। 'আবার যদি দরকার হয়, খুঁড়ব বৈকি।'

'আমার আদেশ অমান্য করেও?'

'কে হে তুমি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

দাঁতে দাঁত চাপল বয়েড। 'এসব ব্যাপারে আপাতত আমি মাথা ঘামাচ্ছি না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি তুমি নাকি ক্লিফোর্ডদের মৃত্যুটাকে হত্যাকাণ্ড বলে উল্লেখ করছ আর লোককে বলে বেড়াচ্ছ যে হত্যারহস্য মীমাংসা করতেই এসেছ ফোর্ট ফ্যারেলে, সত্যি?'

'লোকে এসব বলছে বুঝি?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'তুমি তো সবই জানো। নতুন আর কি শুনতে চাও?'

ঘামে ভেজা বয়েডের মুখে নতুন ঘামের ফোঁটা দেখা যাচ্ছে। 'সব জানি মানে? সব কি জানি আমি?' ধীর স্থির রাখতে চাইছে বয়েড তার কণ্ঠস্বর।

'জানো, সেটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না। জানো, আরোহীদের মধ্যে একজন কপালগুণে বেঁচে গেছে…'

'কেনেথের কথা বলছ তুমি?'

'কার কথা বলছি জানো না? আমার বিশ্বাস তাও তুমি জানো।'

'তুমি পাগল,' বলল বয়েড, নীল হয়ে গেছে তার মুখের চেহারা। 'কিংবা, কথাটা ঘুরিয়ে বললে বলতে হয়, দিন ফুরিয়ে এসেছে তোমার। এই পৃথিবীর আলো-হাওয়া-বাতাস তোমার জন্যে নয়।'

'খারাপ মানুষের এই এক ধরন,' বলল রানা। 'নিজের কপালে যা ঘটতে যাচ্ছে তাই সে অন্যের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে।'

'ওসব কথার মারপ্যাঁচ শোনার জন্যে আমি এখানে আসিনি,' বয়েড বলল। 'এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে আমি, রানা। এরপর তোমাকে আমি আধখানা সুযোগও দেব না। আমি চাই, দুর্ঘটনাটাকে হত্যাকাণ্ড বলা বন্ধ হোক।'

'মামার বাড়ির আবদার?' বলল রানা। 'নিজেদের মধ্যে লোকজন কি বলছে না বলছে সে ব্যাপারে আমি কোন দুঃখে মাথা ঘামাতে যাব? যা খুশি বলুক তারা, আমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না। তবে, মনে হচ্ছে, তুমি খুব ভয় পেয়েছ। ভয়ের কি আছে, বয়েড? যা সত্য তা যদি রটেই তাতে তোমার কি এসে যায়?'

'সব ব্যাপার জানতে চেয়ো না, রানা। আমার শেষ কথা আমি বলে দিয়েছি—এরপর ভেবেচিন্তে পা ফেলো তুমি। বাবা তোমাকে সাবধান করে দিয়েছেন, তুমি শোনোনি। তাঁর কথামত তোমাকে আমি একটা শেষ সুযোগ না দিয়ে পারলাম না। তোমার কোন ক্ষতি এতদিন আমি করতে চাইনি, ভেবেছিলাম নিজের ভালটা তুমি দু'দিন দেরিতে হলেও বুঝবে। কিন্তু এখন দেখছি ভুল করেছি। থাক, একই ভুল দ্বিতীয়বার করতে চাই না আমি। কবে যাচ্ছ জানতে পারলে খুশি হতাম, রানা।'

'এক্ষুণি যেতে চাই,' বলল রানা, তারপর আঙুল দিয়ে টয়োটাকে দেখাল। 'ওটা না সরালে যাই কিভাবে?'

'খুব বেশি স্মার্ট মনে করো নিজেকে,' বলল বটে, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকল না। ফিরে গিয়ে গাড়িতে চড়ল, গাড়ি ব্যাক করে জায়গা করে দিল রানার জীপকে।

টয়োটার পাশে থামাল রানা জীপটা। 'বয়েড, বাঁধটা ভাঙছ কবে?'

মুহূর্তে পাথর হয়ে গেল বয়েড। 'কি!'

'বাঁধটার কথা বলছি,' গম্ভীর হলো রানা। 'ওটা বোধহয় তোমাদের ভেঙে ফেলতে হবে, বয়েড।'

কথা বলছে না বয়েড। রানার দিকে তাকিয়ে আছে শুধু।

'কারণটা জিজ্ঞেস করছ না কেন?'

'কি কারণ?'

'কাইনোক্সি উপত্যকার মাটির নিচে দামী খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে,' বলল রানা। 'গোপনীয়তার স্বার্থে এই মুহূর্তে সব কথা তোমাকে বলা সম্ভব নয়। শুধু জেনে রাখো, বাঁধের কাজ যাতে বন্ধ করার হুকুম দেয়া হয় তার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করছি আমরা···'

'করো না,' রানাকে কথা শেষ না করতে দিয়েই নিষেধ করল বয়েড। 'এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে চলে যাও।' অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বলল সে, 'তোমার ভালর জন্যেই বলছি।' গাড়ি ছেড়ে দিল সে। রাস্তা ছেড়ে পাশের কাদায় পড়তেই আটকে গেল গাড়ির চাকা। সামনে এগোচ্ছে না দেখে গাড়ি ব্যাক করল বয়েড। সবেগে ছুটে গিয়ে পাহাড়ের গায়ের সাথে ধাক্কা খেল টয়োটা। তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেল।

তার উদ্দেশে সহাস্যে হাত নাড়ল রানা। হুস্ করে বেরিয়ে গেল জীপটা ফোর্ট ফ্যারেলের উদ্দেশে।

একটা কথাও হলো না গাড়িতে। লংফেলো গম্ভীর, থমথম করছে মুখের চেহারা। ঘনঘন চশমা নামিয়ে কাঁচ মুছছে শুধু। জ্যাক লেমন পরিষ্কার কিছুই বুঝতে পারছে না। একবার রানার দিকে আরেকবার লংফেলোর দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝার ব্যর্থ চেষ্টা করছে শুধু।

লংফেলোর কেবিনের সামনে থামল জীপ। 'ওটা মিস ক্লিফোর্ডের স্টেশন ওয়াগন না?' জানতে চাইল জ্যাক লেমন।

নিচে নামতে নামতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দিকে চোখ রেখে লংফেলো বলল, 'হ্যাঁ। ওই তো শীলা!'

জীপের শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এসেছে শীলা বাইরে। ওদের দেখে ছুটে কাছে চলে এল। 'চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম,' বলল, 'এক্ষুণি ভাবছিলাম গিয়ে দেখেই আসি কিছু অঘটন ঘটল কিনা!' হাঁপাচ্ছে শীলা। 'তেমন কিছু ঘটেনি তো?'

'তুমি এসে পড়েছ,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'তার মানে, আজ থেকে আবার আমাকে জঙ্গলে রাত কাটাতে হবে।'

'আমার ছেলের মা আবার দুশ্চিন্তা করবে আমাকে নিয়ে,' লাজুক হাসি হেসে বলল জ্যাক লেমন, 'এখন যাই, দরকার পড়লেই আবার আমাকে খবর দিয়ো, ফেলো কাকা।'

'দরকার তো পড়বেই,' বলল লংফেলো। 'কোথাও যদি যাও বাড়িতে জানিয়ে যেয়ো।'

'হয় বাড়িতে, নয় গ্যারেজে থাকব,' বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল জ্যাক লেমন।

শীলার সাথে বকবক করতে করতে কেবিনের দিকে এগোল লংফেলো। ওদেরকে অনুসরণ করল রানা।

ষোলো

পরদিন। ব্রেকফাস্টে বসে বলল রানা, 'আজ আবার বয়েডের মুখোমুখি হতে চাই

আমি।'

'কিন্তু পারকিনসন বিল্ডিং তোমার জন্যে নিরাপদ নয়। ওখানে গেলে জীবনে আর বেরুতে দেবে না তোমাকে।'

'এসকার্পমেন্টে উঠে ওখানে একটা গর্ত খুঁড়তে শুরু করব আমি,' বলল রানা, 'তাতেই ছুটে আসবে সে।'

'তা আসবে,' সায় দিল লংফেলো। 'কিন্তু ওর মুখোমুখি হয়ে কি লাভ?'

'বরং গোলমালে জড়িয়ে পড়তে হবে,' মন্তব্য করল শীলা।

'গোলমাল করতেই চাইছি আমি,' বলল রানা।

'যাই তাহলে, লেমনকে তৈরি হতে বলি,' লংফেলো চেয়ার ছাড়তে গেল।

'না,' বলল রানা, 'আজ আমি একাই যাব।'

'কে তোমাকে নিষেধ করছে একা যেতে?' চোখ রাঙাল লংফেলো। 'আমরা তোমার সাথে যাব না, পিছু পিছু যাব। এতে তুমি বাধা দিতে পারো না। আসলে, ক্রাউনল্যাণ্ডে যেতে কেউ আমাদেরকে বাধা দিতে পারে না—এটা তোমারই শেখানো কথা।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো রগড়াতে শুরু করল সে। 'মুশকিল হলো, দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেব ভেবেছিলাম, সেটি আর হলো না।'

'মানে? রাতে ঘুমাওনি নাকি?'

চোখ রগড়ে নিয়ে রানার দিকে তাকাল লংফেলো। তারপর আড়চোখে শীলাকে একবার দেখে নিয়ে নিজের নাস্তার প্লেটে দৃষ্টি নামাল। সেদিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে থেকে মৃদু স্বরে বলল, 'ঘুমালে তোমাদের গল্প শুনবে কে সারারাত জেগে? বারান্দায় কথাবার্তা, ঘরের ভিতর খুটখাট—ঘুমানো সম্ভব? সাংবাদিক হয়ে?'

হাসি চেপে বলল রানা, 'তোমার হয়তো জঙ্গলে শোয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল—ওখানে কোনরকম অশান্তি নেই।'

পিছন দিকে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল লংফেলো। 'লেমনকে আমি ডেকে নিয়ে আসি।'

এক ঘণ্টা পর। কাইনোক্সি রোড ধরে ছুটছে রানার জীপ। সাথে আসবার জন্যে জেদ ধরেছিল শীলা, রানা শেষ পর্যন্ত ধমক দিয়ে নিরাশ করেছে।

পাওয়ার হাউজ ছাড়িয়ে গেল জীপ। কেউ ওদেরকে বাধা দিল না। এসকার্পমেন্ট রোড ধরে প্রায় শেষ মাথায় গিয়ে থামল ওরা। রানার ইচ্ছা, ঠিক বাঁধের নিচেই একটা গর্ত করা।

এসকার্পমেন্টের কিনারা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল জ্যাক লেমন এঞ্জিনটাকে। যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ শেষ করতে বেশ সময় লাগল। খোলা জায়গায় ওদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাবার কথা, কিন্তু কেউই মনোযোগ দিয়ে তাকাচ্ছে না ওদের দিকে। পাহাড়ের নিচে এখনও লোকজন জেনারেটর আর্মেচার নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে। তবে বেশ খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে তারা সেটাকে পাওয়ার হাউজের দিকে। সারারাত ধরে পালাক্রমে খেটেছে শ্রমিকরা বড় বড় গাছের গুঁড়ি আর কাণ্ড কাদার উপর ফেলে একটা শক্ত ভিত তৈরি করার জন্যে। উপর থেকে শোনা যাচ্ছে নিচের হৈ-হট্টগোলের ক্ষীণ শব্দ। কিন্তু লেমন এঞ্জিন স্টার্ট

দিভেই সব চাপা পড়ে গেল।

প্রথম গর্তটা ত্রিশ ফুট লম্বা করল রানা। যা বেরুল সব রেখে দেয়া হলো কাগজে মোড়ার জন্যে। কাছাকাছি আরও একটা গর্ত করল রানা। এটা চল্লিশ ফুট লম্বা।

'এঞ্জিনটার এই আওয়াজই যত নষ্টের গোড়া,' চিৎকার করে বলল লংফেলো, 'ঠিক বিপদ ডেকে আনবে।'

'কেউ আসছে বুঝি?' রাস্তার দিকে না তাকিয়েই জানতে চাইল রানা।

'শুধু আসছে না, যুদ্ধের পতাকাটাকে সাথে নিয়ে ছুটে আসছে।'

পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঠিক পিছনেই বিগ প্যাটকে নিয়ে পায়ে হেঁটে আসছে বয়েড। কাছে আসতে রানা দেখল রাগে দিশেহারা দেখাচ্ছে তাকে। এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা তার মুখোমুখি হবার জন্যে। চিৎকার করে উঠল সে, 'তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, রানা, এখন ফলাফল ভোগ করো!'

অটল দাঁড়িয়ে থাকল রানা। বিগ প্যাটের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কাছে এসে দাঁড়াল দু'জন।

'বয়েড, তোমাদের কপাল মন্দ, তা নাহলে এত টাকার বাঁধটা এভাবে অর্থহীন হয়ে যায়? বিশ্বাস করো, ঠিক বাঁধের পঞ্চাশ গজের মধ্যে অবিশ্বাস্য রকমের মূল্যবান খনিজ পদার্থ পেয়েছি আমি। ধারণা করছি, এর দ্বারা বছরে কয়েকশো কোটি ডলার আয় হবে সরকারের।'

বয়েড ওর একটা কথাও শুনেছে বলে মনে হলো না রানার। তর্জনী তুলে রানার বুকে সেটা ঠেকাল সে। 'এই মুহূর্তে এখান থেকে যাচ্ছ তুমি, আর কোন কথা আমরা শুনতে চাই না।'

'আমরা? তোমার সাথে আর কাকে জড়াচ্ছ, বয়েড? তোমার বাবা, যতদূর জানি, তোমাকে নিষেধ করেছেন আমাকে ঘাঁটাতে। সে যাক, তোমরা চাইলেই আমি এখান থেকে যেতে পারি না, বয়েড। যদিও বাঁধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু ওটার এক কানাকড়িও মূল্য নেই এখন আর। এখানে এবং কাইনোক্সি উপত্যকায় প্রচুর কয়লা পাওয়া গেছে। সোনার খনি পাওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। পারকিনসন করপোরেশনের অবশ্য কোনই লাভ হবে না, লাভ হবে শীলার আর সরকারের। তবে বাঁধ ভাঙার জন্যে যে খরচটা তোমাদেরকে করতে হবে তার জন্যে যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ যাতে তোমরা পাও তার জন্যে আমি শীলাকে উদার হতে অনুরোধ জানাব।'

'তোমার এসব কথা আমি শুনতে চাই না।' বয়েড ট্রাউজারের দু'পকেটে হাত ভরল। 'তুমি যাবে কিনা···'

'কথাগুলো শুনলে ভালোই হবে তোমার, বয়েড,' মৃদু কণ্ঠে মন্তব্য করল লংফেলো।

'অযথা নাক গলিয়ো না এসব ব্যাপারে, বুড়ো গাধা কোথাকার!' চোখ গরম করে লংফেলোর দিকে তাকাল বয়েড। তারপর জ্যাক লেমনের দিকে ফিরল সে। 'তোমাকেও জানিয়ে রাখছি, রানার সাথে জোট পাকানোর ফল হাড়ে হাড়ে টের পাওয়াব।'

'বয়েড, ওদেরকে বাদ দিয়ে কথা বলো,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল রানা।

নিপুণ, অব্যর্থ লক্ষ্য জ্যাক লেমনের। থোঃ করে একটা শব্দ বেরুল তার মুখ থেকে। পরমুহূর্তে দেখা গেল বয়েডের জুতোর ডগা ভিজে গেছে। 'তোমাকে আমি কেয়ার করি না,' বলল সে, 'এটা তার একটা প্রমাণ।'

এক পা এগোল বয়েড, ঘুসি মারার জন্যে মুঠো করা হাতটা তুলল।

বয়েডের বুকে থাবা মেরে নেকটাই চেপে ধরল রানা। 'থামো! তোমার দলবলকে আরেকটু কাছে আসতে দাও, বয়েড।' পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে দু'জন লোক আসছে এদিকে। একজন কড়া ভাঁজের ইউনিফর্ম পরা শোফার দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হাঁটতে সাহায্য করছে এক হাত ধরে।

অবশেষে সুরক্ষিত দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছেন গাফ পারকিনসন। বুড়ো পারকিনসন এবং রাস্তার ধারে ফিকে হলুদ রঙের প্রকাণ্ড বেন্টলি গাড়িটাকে দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল জ্যাক লেমনের। 'কি ভাগ্য!' বিস্মিত ধ্বনি বেরুল তার কণ্ঠ থেকে। 'কত বছর দেখিনি বুড়ো ষাঁড়টাকে!'

'হয়তো তার বাচ্চা ষাঁড়টাকে রক্ষা করতেই আসছে সে,' ব্যঙ্গের সুরে বলল লংফেলো।

এগিয়ে গেছে বয়েড বাপকে সাহায্য করতে। কাছে গিয়ে বাবার হাতটা ছুঁয়েছে মাত্র, ঝাঁকুনি দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে নিলেন গাফ। দেখে মনে হলো রানার, গায়ে এখনও যথেষ্ট শক্তি রাখেন বুড়ো।

ব্যাপারটা লক্ষ করে লংফেলো মন্তব্য করল, 'বয়সে বেশি হলে কি হবে, আমাকে তুলে আছাড় দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে।'

'কেন যেন মনে হচ্ছে আমার,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, 'সত্য উদঘাটনের মুহূর্ত এটা।'

'এর নাম গাফ, একে কাবু করতে অসম্ভব ধারাল তলোয়ার দরকার, রানা,' রানার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল লংফেলো।

বুড়ো গাফ ওদের কাছে পৌঁছুলেন। একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকালেন কড়া দৃষ্টিতে। তার শোফারের দিকে শেষবার দৃষ্টি ফেলে সংক্ষেপে বললেন, 'গাড়ির কাছে ফিরে যাও,' ড্রিলিং যন্ত্রপাতির দিকে তিন সেকেণ্ড স্থির রাখলেন দৃষ্টি, তারপর ঝট্ করে ফিরলেন বিগ প্যাটের দিকে। 'তুমি কে?'

'বিগ প্যাট। পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করি।'

পাকা ভুরু কপালে তুললেন গাফ। 'কাজ করো? সত্যি? তাহলে এখানে কি করছ? গেট ব্যাক টু ইওর জব।'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে বিগ প্যাটকে। বয়েডের দিকে তাকাল সে। মৃদু মাথা নাড়ল বয়েড। বিগ প্যাট রওনা দিল রাস্তার দিকে।

লেমনের দিকে ফিরলেন গাফ। 'তোমাকেও আমাদের দরকার নেই,' থমথমে গলায় বললেন তিনি, 'তুমিও যেতে পারো এখান থেকে, লংফেলো।'

শান্ত ভাবে বলল রানা, 'জীপের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করো, লেমন,' বুড়ো গাফের দিকে তাকাল ও। 'লংফেলো থাকছে।'

'সেটা ওর ওপর নির্ভর করে,' গাফ বললেন। 'কি, লংফেলো?'

'আমি চাই দু'পক্ষ যেন সমান শক্তিতে যুদ্ধ করে,' সানন্দে বলল লংফেলো। 'দু'জনের বিরুদ্ধে দু'জন,' হাসল সে। 'বয়েডকে রানা কাবু করতে পারবে। আর তোমার সাথে আমার যুদ্ধটাও দর্শনীয় একটা ব্যাপার হবে, সন্দেহ নেই।' গ্যাসোলিন এঞ্জিনের মাথাটা ছুঁয়ে দেখল সে এখনও গরম আছে কিনা, তারপর সেটার উপর চেপে বসল ধীর ভঙ্গিতে।

মাথা ঝাঁকিয়ে গাফ পারকিনসন বললেন, 'ভাল কথা। আমি যা বলতে চাই তা আর কেউ শুনলে কিছু এসে যায় না।' রানাকে তিনি ঠাণ্ডা নীল চোখের দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করলেন, 'তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, রানা, কিন্তু তুমি সেটায় কর্ণপাত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ। ক্লিফোর্ডদের ব্যাপারে···'

'বাবা, তুমি কি ঠিক জানো কেনেথের বন্ধু ছিল এই লোক?'

'শাট আপ! ছেলের দিকে না ফিরেই ধমক মারলেন গাফ। 'ব্যাপারটা আমি নিজে দেখছি। ভুল ইতিমধ্যে অনেক করেছ তুমি—তুমি এবং তোমার বোন।' রানার চোখে চোখ রেখে কথা বলছেন তিনি। 'তোমার কিছু বলার আছে, রানা?'

'বলার কথা আমার অনেক, কিন্তু ক্লিফোর্ডদের ভাগ্যে সত্যি কি ঘটেছিল সে ব্যাপারে এখুনি আমি প্রশ্ন তুলতে চাই না। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আপনাদের এত সাধের বাঁধটা ভেঙে···'

'বাঁধ বা অন্য কোন ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই,' থামিয়ে দিলেন রানাকে গাফ। 'ক্লিফোর্ডদের ব্যাপারে যদি কিছু বলার থাকে, এখুনি বলো, তা নাহলে মুখ বুজে থাকো। আছে কিছু বলার? যদি না থাকে, চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যেতে পারো তুমি—আমি নিজে দেখব যাতে তুমি দূর হও।'

'হ্যাঁ,' ধীর ভঙ্গিতে বলল রানা, 'দু'চারটে কথা এই মুহূর্তে বলা যায় আপনাকে। কিন্তু কথাগুলো আপনার মোটেই পছন্দ হবে না।'

'আমার জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটেছে যা আমি পছন্দ করিনি,' পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল গাফ পারকিনসনের মুখের চেহারা। 'আরও দু'চারটে যদি ঘটে তাতে কিছু এসে যাবে না।' সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন তিনি। 'কিন্তু যাই বলো, ভেবেচিন্তে বলো, রানা। আগে ভেবে দেখে নাও, প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে এবং তা সামলাবার মত শক্তি তুমি রাখো কিনা।'

নার্ভাস দেখাচ্ছে বয়েডকে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে। 'গড!' বলল লংফেলোর দিকে ফিরে। 'বুড়ো মানুষটাকে তোমরা উত্তেজনার মধ্যে ফেলছ।'

'তোমাকে চুপ করে থাকতে বলেছি,' সিংহের মত হুঙ্কার ছাড়লেন গাফ। 'তৃতীয়বার বলব না আমি। রানা, বলো শুনি কি বলার আছে তোমার।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, গাফ বাধা দিলেন ওকে।

'তার আগে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, তোমার সম্পর্কে সব আমার জানা আছে, রানা।'

'মানে?'

'তোমার সম্পর্কে আমি নানাদিক থেকে খবর নিয়েছি,' গাফ বললেন। 'তুমি কে এবং কি তা আমি জানি।'

'কিন্তু কতটুকু জানেন?' বিস্ময় চেপে রেখে ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল রানা।

'যতটুকু জানা দরকার, সব।' গাফ বললেন। 'তুমি কে, তোমার যোগ্যতা কি, কারা আছেন তোমার পিছনে—সবই আমি জানি এখন। জানি বলেই বেরিয়ে এসেছি বাড়ি ছেড়ে এই ব্যাপারটা নিজে দেখব বলে। তোমাকে আমি ছোট করে দেখছি না, রানা। সেয়ানে সেয়ানে যুদ্ধই আমার পছন্দ। কিন্তু মুখ খোলার আগে একটা কথা শুধু মনে রেখো: এই এলাকার মালিক আমি। এটা আমার রাজ্য। এখানে আমার কথাই আইন।'

গম্ভীর হলো রানা। 'ঠিক কি জানতে চান আপনি, মি. গাফ? আপনি বরং আমাকেই প্রশ্ন করুন।'

'কেন এসেছ তুমি ফোর্ট ফ্যারেলে?'

'খুঁড়তে?'

'কি খুঁড়তে?'

'কবর।'

'কবর? কার কবর?'

'ক্লিফোর্ডদের।'

থমথম করছে গাফের চেহারা। 'কেন?'

'মি. গাফ,' প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে বলল রানা, 'আপনি জানেন, কেনেথ এখন কোথায়?'

'কোথায়?'

'সে মারা গেছে।'

খবরটা একটা আঘাত হয়ে লাগল বৃদ্ধকে, তার আঁৎকে ওঠা দেখে বুঝতে পারল রানা।

'মারা গেছে!' মাথার হ্যাট নামিয়ে মাথার চুলে আঙুল চালালেন গাফ। 'কবে? কিভাবে মারা গেল?' বিচলিত দেখাচ্ছে তাকে।

'প্রথমবার তার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তারপর হাসপাতালে ঢুকে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে আসা হয়েছে।'

'হোয়াট!' গাফ কাঁপছেন। 'কি বললে! কেনেথকে খুন করা হয়েছে? কে—কে তাকে খুন করেছে?'

বুড়ো আঙুল বাঁকা করে বয়েডকে দেখাল রানা। 'এই প্রশ্নটা আপনি আপনার পুত্রসন্তানকে জিজ্ঞেস করলে সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল বয়েড, তার দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকে থামিয়ে দিলেন গাফ। 'আর কি জানো তুমি, রানা? কেনেথের সাথে কি সম্পর্ক ছিল তোমার?'

'বন্ধুত্বের।'

'কতদিনের পরিচয় ছিল?'

'মাত্র কয়েক দিনের। কিন্তু তার সব কথা সে আমাকে বলে যাবার সময় পেয়েছিল।'

অভিজ্ঞ শকুনের মত তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন গাফ। রানাকে দেখছেন। 'কেন তুমি ক্লিফোর্ডদের কবর খুঁড়তে চাও, রানা?'

'কেন চাই আপনি জানেন না?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, রানা!'

'আপনার মত দুর্বল মানুষের নির্দেশ পেতে অভ্যস্ত নই, মি. গাফ,' গম্ভীর ভাবে বলল রানা। 'তবে উত্তরটা আপনার জ্ঞাতার্থে জানাতে আপত্তি নেই।'

'কি আশা করো তুমি ওদের কবরে?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন গাফ, কাঁপছেন তিনি।

'দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে দু'জন যুবক ছিল,' বলল রানা। 'তাদের একজনের ওপরের মাড়ির দুটো পোকা খাওয়া দাঁত ফিলিং করা ছিল। কবর খুঁড়ে আমি কি দেখতে চাই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন এবার?'

মুহূর্তের জন্যে দিশেহারা হয়ে উঠতে দেখল রানা গাফকে। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছেন তিনি।

আবার বলল রানা, 'আরও অনেক কিছু জানি আমি, যেগুলোর সাহায্যে সত্য প্রকাশ করা সম্ভব।'

'আমার শেষ প্রশ্ন, রানা,' বললেন গাফ। 'কেনেথের কাছ থেকে কতটুকু কি জেনেছ তুমি?'

'এ প্রশ্নের উত্তর আগেই আপনাকে আমি দিয়েছি।'

'কিন্তু কেনেথ স্মৃতিভ্রংশের শিকার ছিল, তাই নয় কি?'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল রানা। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা বুঝছি না কিন্তু। কেনেথকে আপনি কেনেথ বলে ডাকছেন কেন?'

লৌহ কঠিন মুখের চেহারা চুল পরিমাণ বদলে গেল বলে মনে হলো রানার। 'কি বোঝাতে চাইছ তুমি কথাটা দিয়ে?'

'কি বোঝাতে চাইছি তা আপনার জানা উচিত,' বলল রানা, 'ক্লিফোর্ডদের মৃতদেহ আপনিই সনাক্ত করেছিলেন,' গাম্ভীর্যের সাথে বলল রানা। 'কেনেথ যে কেনেথ নয়, আসলে, টমাস ক্লিফোর্ড—একথা আপনার চেয়ে বেশি আর কে জানবে?'

একচুল নড়লেন না গাফ, কিন্তু তার মুখের রঙ বদলে গেল দ্রুত। একটু দুলে উঠলেন এবং কথা বলার চেষ্টা করলেন। বোঁজা গলা থেকে দুর্বোধ্য ক'টা শব্দ বেরুল মাত্র, কথা ফুটল না। ঠোঁট জোড়া কাঁপছে থরথর করে। কেউ ধরে ফেলার আগেই ধড়াশ করে মাটিতে আছড়ে পড়ল বিশাল দেহটা।

ছুটে গেল বয়েড। বাবার সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। তার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে রানা। বুড়ো গাফ এখনও বেঁচে আছেন, থেমে থেমে ক্ষীণ নিঃশ্বাস ছাড়ছেন। শার্টের আস্তিন ধরে পিছন থেকে টানল লংফেলো রানাকে। 'হার্ট অ্যাটাক,' বলল সে রানাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে। 'আগেও এরকম হতে দেখেছি আমি। সেজন্যেই বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না ও।'

সত্য উদঘাটনের মুহূর্তে ওর তলোয়ার বড় বেশি ধারাল ছিল, ভাবল রানা। কিন্তু যা শুনে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন গাফ সেটাই কি প্রকৃত সত্য? এখনও জানে না রানা। এখনও জানে না কেনেথ সত্যিই কেনেথ ছিল, নাকি ছিল টমাস ক্লিফোর্ড।

সতেরো

ডাক শুনে বেন্টলির কাছ থেকে ছুটে এল শোফার। লংফেলো আস্তিন ধরে আবার সরিয়ে নিয়ে এল রানাকে। 'বাপকে নিয়ে ছোকরা এখন ব্যস্ত থাকবে,' বলল সে ফিসফিস করে। 'কিন্তু একটু সময় পেলেই তোমার দিকে নজর পড়বে ওর। ভেব না তোমাকে সে ছেড়ে দেবে। কয়েক ডজন ডালকুত্তা ফেরার পথ বন্ধ করে দেবে তোমার। চলো, সময় থাকতে কেটে পড়া যাক।'

ইতস্তত করল একটু রানা। বুড়ো গাফের অবস্থা শোচনীয়, ও চাইছে গাফ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। কিন্তু লংফেলোর যুক্তিটাও অগ্রাহ্য করার মত নয়, অনুধাবন করল ও। পরিস্থিতি এখন যা দাঁড়িয়েছে এখানে থাকলে কোন অনুকূল ফল ছাড়াই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। 'ঠিক আছে, তাই হোক।'

জীপের কাছে যেতে কাঁপা গলায় জানতে চাইল জ্যাক লেমন, 'ঘটল কি? তুমি বুড়োকে মেরেছ, রানা?'

'পাগল হলে নাকি তুমি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লংফেলো। 'গাফ হার্ট অ্যাটাকের রোগী, জানো না? কুইক, জীপে ওঠো সবাই।'

'ড্রিলিং যন্ত্রপাতিগুলোর কি হবে?' প্রশ্ন করল লেমন।

'থাক ওগুলো,' বলল রানা। 'ওগুলোর কাজ শেষ হয়েছে,' পাহাড়ের নিচে ছোট্ট ভিড়টার দিকে তাকাল রানা। 'সম্ভবত অনেক বেশি খুঁড়ে ফেলে প্রায় সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছি আমরা।'

বিপদের জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে নিচের দিকে জীপ চালাতে শুরু করল রানা। কিন্তু পাওয়ার হাউজের পাশ ঘেঁষে এগোবার সময় ঘটল না কিছুই। রাস্তায় উঠে স্বস্তি বোধ করল রানা। ঢিলে হয়ে গেল পেশীগুলো।

'এই ব্যাপারটাই তাহলে এতদিন আমাদের কাছে গোপন করে রেখেছিলে তুমি!' বলল লংফেলো, 'হাসপাতালে যে খুন হয়েছে সে কেনেথ নয়, টমাস—প্রথম থেকেই তুমি জানতে? কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না, রানা।'

'কি?' জানতে চাইল রানা।

'তুমি বলেছিলে অ্যাক্সিডেন্টের পর যে বেঁচে গেল সে সব ভুলে গেলেও জিওলজি সম্পর্কে কিছুই ভোলেনি। জিওলজির ছাত্র ছিল কেনেথ, তাই না? এখন, যে বেঁচে গেল সে যদি টমাস হয় তাহলে জিওলজি সম্পর্কে জ্ঞান পেল সে কোথা···?'

'জিওলজির ছাত্র ছিল টমাসও, জানো না বুঝি?'

মাথায় হাত দিল লংফেলো। 'বলো কি! তা তো জানতাম না!'

'গাফ পারকিনসনের ব্যাপারে নতুন ভাবে চিন্তা করছি আমি,' বলল রানা। 'তাকে আমার মোটেও খারাপ মানুষ বলে মনে হয় না।'

'সে কথা তো তোমাকে আমি আগেও বলেছি,' বলল লংফেলো। 'ভয়ঙ্কর হতে

পারে, কিন্তু সৎ মানুষ।'

'কিন্তু ক্লিফোর্ডদের সমাপ্ত করার ব্যাপারে তিনি কি ইচ্ছা করেই ভুল করেছিলেন? তা যদি না হয় তাহলে কেনেথ কেনেথ নয় টমাস একথা শুনে তিনি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হবেন কেন?'

'তাই তো!' লংফেলো সমর্থন করল রানাকে। 'দারুণ রহস্য দেখছি!'

লংফেলোর কেবিনের সামনে একটা পাথরে উপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে শীলা, দূর থেকেই দেখতে পেল রানা। জীপ থামতে নামল সবাই। জ্যাক লেমন বিদায় নিয়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠল। ফোর্ট ফ্যারেলে ফিরে গেল সে। শীলার হাত ধরে তাকে দাঁড় করাল লংফেলো। ওদের পিছু পিছু কেবিনে ঢুকল রানা। দু'জনের চেহারা এবং হাবভাব দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল শীলা। দ্রুত কেবিনেট থেকে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস নামাল সে।

সব কথা বলল রানা শীলাকে। ম্লান, রক্তশূন্য হয়ে গেল শীলার চেহারা। 'গাফ কাকা বলে বরাবর ডাকতাম ওঁকে আমি,' বলল সে। মাথা তুলল। 'সত্যি বলতে কি, গাফ কাকাকে কখনও খারাপ লোক বলে মনে হয়নি আমার। নাথান চাকরি নিয়ে আসতেই পারকিনসন করপোরেশন বেয়াড়া হয়ে উঠল।'

'কিন্তু নাথানের দোষ দিয়ে লাভ নেই, সে তো স্রেফ বেতনভুক কর্মচারী। ক্লিফোর্ডদের যাবতীয় সব কিছু মেরে দিয়ে গাফই লাভের টাকা পকেটে ভরেছে।'

'কিন্তু এটা ঠিক চিটিং কিনা সে ব্যাপারে আমাদের সকলেরই সন্দেহ আছে, তাই না? দলিল এবং চুক্তি অনুযায়ীই সব দখল করেছে পারকিনসনরা।'

'কিন্তু নীতিগতভাবে আপত্তিকর!' মন্তব্য করল লংফেলো।

'এবং দলিল এবং চুক্তিগুলো জাল কিনা তাও কেউ পরীক্ষা করে দেখেনি।'

খানিকক্ষণ কথা বলল না কেউ।

'এখন আমাদের করণীয় কি, লংফেলো?'

'শেষ চালটাও চেলে ফেলেছ তুমি,' বলল লংফেলো। 'আর কিছু করার নেই। এখন শুধু অপেক্ষা। আমার ধারণা, তোমার পিছু পিছু আসবে বয়েড।'

'ভুল বুঝেছ তুমি,' বলল রানা। 'শেষ চাল হাতেই রেখে দিয়েছি আমি এখনও।'

'সেক্ষেত্রে আমি বলব,' চিন্তিত দেখাচ্ছে লংফেলোকে, 'শেষ চাল দেবার অবকাশ কখনোই হয়তো হবে না তোমার। কি জানি, একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে গাফ মারা গেলে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে! রানা?'

'বলো।'

'আমার শেষ কথাটা রাখবে তুমি?'

'কি?'

'ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে তোমাকে আমি পালাতে বলছি না, কেননা সে অনুরোধ তুমি রাখবে না জানি। কিন্তু আত্মগোপন করো, প্লীজ! অন্তত রাত পর্যন্ত কোথাও লুকিয়ে থাকো। ফোর্ট ফ্যারেলে এখন যেয়ো না।'

'কেন? আমি ফেরারী নাকি? তাছাড়া, কার ভয়ে লুকাব, লংফেলো? ফোর্ট ফ্যারেলে যাব এই জন্যে যে···'

'বয়েড আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের তুমি যদি চিনতে···'

'বোঝা যাচ্ছে,' বলল রানা, 'ভয়ে মরে যাচ্ছ তুমি। আমাকেও চিনতে ভুল করেছ।'

'ভুল করা তো দূরের কথা,' বলল লংফেলো, 'তোমাকে কি আমরা আদৌ চিনি, রানা? কে তুমি?কি তোমার পরিচয়? স্কট বা ইংরেজ নও তুমি। ইউরোপীয়ান বলেও মনে হয় না। কোথা থেকে এসেছ, রানা? কেন এসেছ? টমাস ক্লিফোর্ডের প্রেতাত্মা নও তো? কিংবা, কেনেথের? আমার কেন যেন সন্দেহ হয় একমাত্র ওদের কারও প্রেতাত্মার পক্ষেই ফোর্ট ফ্যারেলে এসে এরকম অসম্ভবকে সম্ভব করা সম্ভব।'

রানাকে হাসতে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল লংফেলো। 'আমার কথা হলো, আত্মগোপন করো। আমি তোমাকে পরাজয় মেনে নিতে বলছি তা ভেব না। এতকিছুর পর তুমি যদি পিছিয়ে যাও, তোমার দিকে থুথু ছুঁড়ব আমি। আমি বলতে চাইছি, গাফের অবস্থা কি হয় না জেনে তুমি বয়েডের সামনে চেহারা দেখিয়ো না। বয়েডের পিঠের ওপর গাফ নেই এখন তার লাগাম টেনে ধরার জন্যে এ কাজটা নাথানের পক্ষেও সম্ভব নয়। বিগ প্যাট আর পোষা গুণ্ডাদেরকে নিয়ে বয়েড হয়তো ইতিমধ্যেই তোমার খোঁজে রওনা হয়ে গেছে। তোমাকে পেলে কি অবস্থা করবে···' ঝট করে বুড়ো শীলার দিকে ফিরল, 'বছর কয়েক আগে নিক ব্রাউনের কি অবস্থা করেছিল বয়েড, তোমার স্মরণ আছে, শীলা? ভাঙা একটা পা, ভাঙা একটা হাত, ফাটা পাঁজর আর চেহারা বদলানো মুখ নিয়ে ফোর্ট ফ্যারেল থেকে পালাতে দিশা পায়নি সে। বয়েডের গুণ্ডাদের হাতে পড়ে খুন হওয়া তবু ভাল, রানা। কিন্তু ওরা যদি ঠিক করে থাকে তোমার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাবে—বিশ্বাস করো, সেটা হবে তোমার জন্যে মর্মান্তিক, দুর্ভাগ্যজনক। আবার বলছি, ফোর্ট ফ্যারেলে যাবার কোন ইচ্ছা যদি তোমার থাকে, এই মুহূর্তে তা বাতিল করে দাও।'

উঠে দাঁড়াল শীলা। 'ফোর্ট ফ্যারেলে যাবার ব্যাপারে আমাকে অন্তত কেউ বাধা দিতে পারছে না। আমি চললাম।'

শীলার পথ রোধ করে দাঁড়াল লংফেলো। 'কিন্তু কেন?'

'পুলিস সার্জেন্ট হ্যামিলটনের সাথে দেখা করতে,' বলল শীলা। 'যথেষ্ট দেরি করা হয়েছে, পুলিসকে সব জানানোর ব্যাপারে আর দেরি করার মানে হয় না।'

শীলার পথ ছেড়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল লংফেলো। 'যেতে চাও যাও, কিন্তু প্রশ্ন হলো এক্ষেত্রে হ্যামিলটনের করার কি আছে? কার বিরুদ্ধে ঠিক কি অভিযোগ তুলতে চাও তুমি, শীলা?'

'সে সব পরে ভাবব,' বলল শীলা। 'তার সাথে দেখা করতে চাই আমি।' দ্রুত, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল সে। খানিকপরই তার গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দ পেল রানা।

'নিক ব্রাউন—কে সে?' জানতে চাইল রানা।

'বয়েডের বিরুদ্ধে যাবার সাধ হয়েছিল এমন একজন লোক ছিল সে,' বলল লংফেলো 'কেন মারধোর করে তার হাড়গোড় ভাঙা হয়েছিল তা সবাই জানত, কিন্তু অন্যায়টার প্রতিবাদ করার সাহস একজনেরও হয়নি। সেই যে পালাল নিক, ফোর্ট ফ্যারেলে জীবনে কখনও ফেরেনি, ফিরবেও না কখনও। নিক শুধু একা নয়, এই রকম আরও অনেকে জীবনে কখনও ফোর্ট ফ্যারেলে ভুলেও পা দেবে না। তুমি

বয়েডের বিরুদ্ধে যা করেছ এরা কেউ তার সিকি ভাগও করেনি, রানা। খানিক আগে ওকে যে রকম রাগতে দেখেছি আমি, আর কখনও দেখিনি।' হঠাৎ কপালের পাশটা চেপে ধরল সে। 'বড্ড ধরেছে মাথাটা, দাঁড়াও চা তৈরি করি,' বলে বেরিয়ে গেল সে বাইরে।

এক মিনিট পর খালি হাতে ফিরল লংফেলো। 'স্টোভটা নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, আর কাঠও নেই। আমি না ফেরা পর্যন্ত এখান থেকে নোড়ো না তুমি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'চা না খেলেই নয়,' বলল লংফেলো। 'কাঠ আনতে যাচ্ছি। রান্নাবান্নার জন্যেও তো লাগবে।' বেরিয়ে গেল সে আবার।

একই জায়গায় বসে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ভাবতে লাগল রানা। মুশকিল হলো, ক্লিফোর্ড হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে খুব বেশি দূর এগোয়নি সে, ভাবছে রানা। এবং যে লোক রহস্য উন্মোচন করতে পারেন তিনি সম্ভবত এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছেন। ফোর্ট ফ্যারেলে গিয়ে বয়েডের মুখোমুখি হবার একটা ইচ্ছা জেগে রয়েছে ওর মধ্যে—কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে না তাও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর।

দরজার কবাট দুটো খুলে দু'পাশে বাড়ি খেতেই রানা দেখল, ফোর্ট ফ্যারেলে যাবার আর দরকার নেই ওর। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে বয়েড পারকিনসন। হাতে রাইফেল। রাইফেলটা তুলে ধরল বয়েড। রানার মনে হলো, এই মুহূর্তে গুলি করতে যাচ্ছে সে। মাজলের গোল গর্তটা তলহীন গহ্বরের মত দেখাচ্ছে। 'এবার, কুত্তার বাচ্চা?' বলল বয়েড। উত্তেজনায় হাঁপিয়ে উঠেছে সে। 'কেনেথ কেনেথ নয়, টমাস ক্লিফোর্ড—এসবের মানে কি, বলো!'

দু'পা এগোল বয়েড, কিন্তু তার হাতের রাইফেল একচুল দিক বদল করল না। তার পিছন থেকে পাশ কাটিয়ে কেবিনের ভিতর ঢুকল পুসি। রানার দিকে চেয়ে খিলখিল করে হাসল সে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল রানা, কিন্তু বাধা দিল বয়েড। 'বসে থাকো, বেজন্মা কুত্তা, আর কোথাও যাবার জায়গা নেই তোর। এখান থেকে আমিই তোকে শেষবারের মত সোজা নরকে পাঠিয়ে দেব।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়ল রানা। 'টমাস ক্লিফোর্ডের ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ কেন?' প্রশ্ন করল রানা অদ্ভুত শান্ত গলায়। 'সে, তার বাবা এবং তার মা আজ অনেক দিন হলো মারা গেছে।' কণ্ঠস্বরটা শান্ত রাখতে কষ্ট হচ্ছে রানার। রাইফেলের মুখোমুখি বসে স্নায়ুনালীকে বশে রাখা কঠিন বলে মনে হলো ওর।

'ভয় লাগছে, রানা?' জানতে চেয়ে আবার খিল খিল করে হাসল পুসি। 'এত ঠাণ্ডা যে? কোথায় গেল তোমার তেজ আর···'

'চুপ করো,' বলল বয়েড। আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিভ বের করে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল সে। ধীরে ধীরে সামনে বাড়তে শুরু করল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার চোখের দিকে। 'কেনেথের···বা টমাসের খুনীকে তুমি চেনো—কে সে, রানা?' নিচু গলায় জানতে চাইছে বয়েড।

হেসে উঠল রানা। তৈরি করা কষ্টসাধ্য হাসি—কিন্তু নির্ভেজাল ঝরঝরে লাগল ওর নিজের কানেই।

'এই শালা হারামীর বাচ্চা, উত্তর দে!' চিৎকার করে উঠল বয়েড, ভেঙে গেল গলাটা শেষ দিকে। আরও এক পা সামনে বাড়ল সে। মুখটা প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে বিচিত্র সব ভাঁজ পড়ে। একটা উদ্বিগ্ন চোখ তার ডান হাতের দিকে রেখেছে রানা, আশা করছে, রাইফেলের ট্রিগারটা খুব বেশি স্পর্শকাতর নয়।

আরও এক পা সামনে বাড়লে হাতের ধাক্কায় রাইফেলের নলটা সরিয়ে দিতে পারবে ও, ভাবছে রানা। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল বয়েড। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দে, শালা!' গলা কাঁপছে তার। 'সত্য কথাটা জানতে চাই আমি। মন্ট্রিয়ল হাসপাতালে যে খুন হয়েছে সে কে ছিল? কেনেথ, না টমাস?'

'কি এসে যায় তাতে?' বলল রানা। 'কেনেথই হোক, আর টমাসই হোক, গাড়িতে সে ছিল।'

'তা ছিল,' বলল বয়েড। 'হ্যাঁ, তা ছিল। কিছু এসে যায় না তাতে, ঠিক। কিন্তু কি বলে গেছে সে তাকে? কি সে দেখেছিল গাড়িতে? এই কথাটা জানতে চাই আমি। এখুনি। কি সে দেখেছিল গাড়িতে?'

'তুমি বলো কি সে দেখেছিল, তারপর আমি বলব তুমি ঠিক বলছ কিনা।' সময় নেয়ার চেষ্টা করছে রানা।

মুখটা কঠিন হয়ে উঠল বয়েডের। নড়ল একটু, একটু সামনে বাড়ল। কিন্তু রানার নাগালের বাইরে থাকার ব্যাপারে পুরো সচেতন সে।

শার্টের ভিতর ঘামছে রানা। দ্রুত কিছু একটা করার অবস্থা নয় এটা।

'অনেক সময় দিয়েছি, আর নয়,' হঠাৎ অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে বলল বয়েড। 'মুখ খোল, শালা! নইলে জন্মের মত বন্ধ করে দিচ্ছি মুখটা এখনই।'

দরজার কাছ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'রাইফেলটা নামিয়ে রাখো, বয়েড, তা নাহলে খুলি উড়িয়ে দেব আমি তোমার।'

চোখ তুলতেই ডাবল-ব্যারেল শটগান হাতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা লংফেলোকে। মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল বয়েড। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাতে শুরু করল।

'না! আগে রাইফেলটা ফেলো!' দ্রুত বলল লংফেলো, 'নড়লেই গুলি করছি।'

ঘাড়টা শক্ত হয়ে গেল বয়েডের।

'সাবধান, বয়েড!' পুসির কণ্ঠস্বর। 'মিথ্যে বলছে না ও, শটগান রয়েছে ওর হাতে।'

রাইফেলটা ছেড়ে দিল বয়েড। খটাশ করে ওটা কাঠের মেঝেতে পড়তেই চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল রানা। পিছিয়ে গিয়ে মুখ তুলল ও। গম্ভীর ভাবে হাসল লংফেলো। 'আজ সকালে শটগানটা জীপে রেখেছিলাম আমি দরকার লাগতে পারে মনে করে—ভাগ্যিস রেখেছিলাম! ঠিক আছে, বয়েড, লক্ষ্মী ছেলের মত নাক বরাবর দেয়াল পর্যন্ত হেঁটে যাও। তুমিও, পুসি মা।'

বয়েডের রাইফেলটা পরীক্ষা করছে রানা। সেফটি ক্যাচ অফ করাই ছিল। বোল্ট টান দিতেই ব্রীচ থেকে একটা রাউণ্ড বেরিয়ে মেঝেতে পড়ল। মৃত্যু খুব বেশি দূরে ছিল না ওর কাছ থেকে, বুঝতে পারল পরিষ্কার।

'ধন্যবাদ, লংফেলো,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে।

'ভদ্রতা প্রদর্শনের সময় নয় এটা,' দ্রুত বলল লংফেলো। 'বয়েড, দেয়ালের দিকে মুখ করে মেঝেতে বসো, বাছা। এবং তুমি, পুসি আম্মু,' পুসি বসতে গিয়েও ইতস্তত করছে দেখে লংফেলো বলল, 'বসো, বসো, এতে লজ্জার কিছু নেই। এর চেয়ে আরও অনেক বেশি লজ্জার কাজ করেছ তুমি জীবনে।'

ঘৃণায় কুঁচকে আছে বয়েডের মুখ। 'যাই করো, নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় তোমার নেই, রানা। আমার লোকেরা তোমার হাড় মাংস আলাদা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না।'

বয়েডের কথা গ্রাহ্য না করে লংফেলোর দিকে তাকাল রানা। চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

'শীলাকে অনুসরণ করো তুমি,' লংফেলো বলল। 'দু'জন একসাথে ফিরে এসো সার্জেন্ট হ্যামিলটনকে মাঝখানে নিয়ে। বয়েড ভাতিজাকে আমরা পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারলে ওর কিছুটা উপকার হবে। হত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়েছে—এই হলো আমাদের অভিযোগ। তুমি যাও, ভাই-বোনকে আমি সামলাচ্ছি।'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে রানাকে। 'দেখো, কোনরকম ভুল করে আবার গোটা ব্যাপারটা উল্টে যেতে দিয়ো না যেন। পারবে একা সামলাতে?'

'আরে, না। আমার সাথে চালাকি করতে আসবে সে সাহস ওর আছে নাকি? দেখছ না ভিজে ইঁদুরের মত কাঁপছে কেমন? চিন্তা কোরো না, রানা, শটগানে এল জি বুলেট আছে, এত কাছ থেকে মিস হবে না আমার। কথাটা শুনলে তো, বয়েড?'

চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকল বয়েড, কথা বলার কোন চেষ্টাই করল না।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আধঘণ্টার মধ্যে ফিরছি আমি।' বয়েডের রাইফেল থেকে বুলেটগুলো বের করে কেবিনের এক কোণায় ছুঁড়ে দিল ও। বাইরে বেরিয়ে রাইফেলটাও ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা ঝোপের ভিতর। তারপর ছুটে গিয়ে উঠে বসল জীপে। স্টার্ট দিয়েই ছেড়ে দিল সেটা।

লংফেলোকে একা রেখে আসায় খুঁত-খুঁত করছে মনটা। মাইল দুয়েক এগিয়ে এসেছে ও। সামনে একটা বাঁক। এতটা পথ এসে এখন আর ফিরে যাওয়া যায় না। স্টিয়ারিঙ হুইল ঘোরাচ্ছে রানা, হঠাৎ দেখল ঠিক সামনেই হুড়মুড় করে রাস্তার উপর আড়াআড়ি ভাবে পড়ল একটা মস্ত গাছ। ব্রেক কষার সময় পেল না রানা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। শক্ত হয়ে উঠল শরীরের প্রতিটি পেশী। নাক বরাবর ধাক্কা খেল জীপ গাছটার সাথে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি, মনে হলো উইণ্ডস্ক্রীন ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে গেছে মাথাটা। কোথায় আঘাত লাগল টেরই পেল না রানা। চোখে অন্ধকার দেখছে। বাঁক নেবার জন্যে স্পীড কমিয়ে আনলেও সংঘর্ষটা চ্যাপ্টা করে দিয়েছে জীপের সামনেটা। ঝাঁকুনির পর প্রথম যা টের পেল রানা, কেউ ওর বুকের কাছে শার্ট ধরে উপর দিকে টানছে। নিজের প্রায় অজান্তেই মাথাটা নিচু করে লোকটার কড়ে আঙুল কামড়ে ধরল রানা। আর্তনাদ করে ছেড়ে দিল লোকটা রানাকে। বামপাশের দরজাটা খুলে গেছে আগেই। লাফ দিয়ে বাইরে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে ও দেখল ঝোপের ওপাশ থেকে ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে দুজন লোক ছুটে আসছে।

'ধর, ধর! ধর শালাকে!'

আঠারো

আরেকজন লোক জীপের পিছনটা ঘুরে এগিয়ে আসছে। হাতে ছোরা। লাফ দিয়ে নিচে পড়েই সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। লোকটা নামতে দেখেনি রানাকে, এক ছুটে ওর গায়ের উপর এসে পড়ল সে। হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল রানা লোকটার তলপেটে। ভাঁজ হয়ে গেল লোকটা, পড়ে গেল কাত হয়ে, কাটা মুরগীর মত লাফাচ্ছে দম নেবার জন্যে। আধ পাক ঘুরে জঙ্গলের দিকে ছুটল রানা। চিৎকার আর বুট জুতোর ছুটন্ত পদশব্দ ওর বিশ হাত পিছনে।

রানার চেয়ে কম যায় না লোক দুজন, পাঁচ মিনিট প্রাণপণে দৌড়েও মধ্যবর্তী দূরত্ব একহাত বাড়াতে পারল না রানা। কিন্তু দৌড়ের সাথে সাথে চেঁচিয়ে জঙ্গল মাথায় করছে বলে লোক দুজন হাঁপিয়ে উঠল দ্রুত। মুখ বুজে প্রাণপণে ছুটছে রানা, কাজেই পিছিয়ে পড়তে শুরু করল লোক দু'জন।

এই প্রথম ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। কাউকে দেখতে না পেলেও চেঁচামেচি আর ধুপধাপ বুটের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। সামনের একটা নাদুসসুদুস গাছ বেছে নিয়ে সেটার আড়ালে গা ঢাকা দিল রানা। একটু জিরিয়ে নেয়া দরকার। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কাছে এগিয়ে আসছে। ঝোপ জঙ্গলের শাখা ভাঙার মট মট শব্দ পাচ্ছে রানা। প্রথম লোকটা আকাশের দিকে মুখ তুলে ছুটে গেল পাশ ঘেঁষে। কিছু বলল না রানা তাকে। লোকটার পিঠের দিকে চোখ রেখে ঝুঁকে পড়ল ও, তুলে নিল দেড় সের ওজনের একটা পাথর। দ্বিতীয় লোকটা আসছে। এসে পড়েছে। ধীরেসুস্থে গাছটার আড়াল থেকে বেরুল রানা। দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে ও। থমকে দাঁড়াল লোকটা। ঠিক নাকের সামনে দেখতে পেল রানার হাতের পাথরটা। হাত তুলে আত্মরক্ষার সুযোগও পেল না, বিস্ময়ে মুখ খুলে গেছে তার। আসন্ন চিৎকারটা বন্ধ করে দিল রানা লোকটার কপাল বরাবর পাথরের ঘা মেরে।

হাঁটু মুড়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। পাথরটা আবার লোকটার চাঁদির ওপর নামিয়ে আনতে যাবে রানা, হঠাৎ সামলে নিল। নড়ছে না লোকটা, জ্ঞান হারিয়েছে। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাথরটা ফেলে দিল।

এক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশের শব্দ শোনার চেষ্টা করল রানা। প্রথম লোকটা সামনে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তবে দূর থেকে তার চিৎকার শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। আরও লোকজনের আওয়াজ পাচ্ছে রানা। রাস্তার দিক থেকে আসছে সেগুলো। মোটামুটি আন্দাজ করল রানা, কমপক্ষে ষোলোজন লোক নামছে রাস্তার উপর।

দিক না বদলেই আবার দ্রুত হাঁটতে শুরু করল রানা। নিঃশব্দে। লোকগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছে বয়েড, এবং সম্ভবত বিগ প্যাটের নেতৃত্বে রানাকে খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। এই মুহূর্তে একমাত্র জরুরী কাজ,

ভাবছে রানা, ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া। কিছুতেই ধরা দেয়া চলবে না।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। লোকগুলো কাঠুরে, এসব জঙ্গলের প্রতিটি ইঞ্চি তাদের নখদর্পণে। তারা কৌশলে ওকে জঙ্গলের বিশেষ একটা এলাকায় তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইবে যেখানে ঘেরাও করে ওকে ধরাটা সহজ হবে। এই ফাঁদ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে ওকে।

শহরের কাছাকাছি এদিকের জঙ্গল তেমন ঘন নয় বলেই ব্যবসায়িব প্রয়োজনে এখান থেকে গাছ কাটা হয়নি, শুধু জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে ডালপালাই কাটা হয়েছে। যে-কোন জায়গা থেকে সাধারণত জঙ্গলের বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। গা ঢাকা দেয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার বলে মনে হলো রানার। তার উপর, গায়ে রয়েছে লাল রঙের শার্ট।

আধ ঘণ্টা পর মনে হলো কাঠুরেদের চোখকে ফাঁকি দিতে পেরেছে ও। কিন্তু হঠাৎ বেশ কাছাকাছিই গলার আওয়াজ পেয়ে বুঝতে পারল, পারেনি।

শব্দ না করে এগোতে হচ্ছে বলে গতি বাড়াতে পারছে না। সিদ্ধান্ত পাল্টে শব্দের তোয়াক্কা না করেই দ্রুততর বেগে ছুটতে শুরু করল এবার ও। এদিকের জঙ্গল ক্রমশ উঠে গেছে পাহাড়ের দিকে।

দশ মিনিট পর মাথায় উঠে পড়ল রানা। উপত্যকার দিকে তাকিয়ে মহীরুহে ভরাট সত্যিকার গভীর বনভূমিকে দেখতে পেল ও। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে পিছনের লোকগুলোকে ফাঁকি দেবার একটা সুযোগ পেতেও পারে।

নামতে শুরু করল রানা। যদিও কাজটা উচিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। গভীর জঙ্গল নিজেই একটা ফাঁদ, সেখানে প্রবেশ করা না করা নিজের ইচ্ছা, কিন্তু বেরিয়ে আসাটা অনেক সময় ভাগ্যের ব্যাপার।

পিছনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছে রানা, দূরত্ব বজায় রাখতে পারছে এখনও ও। তবে, এটা খুব একটা শুভ লক্ষণ নয়। এক ডজনের উপর বেপরোয়া লোক দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতায় নিঃসঙ্গ একজনকে শেষপর্যন্ত হারিয়ে দেবেই। লোকগুলো ওর সাথে খোশ-আলাপ করার জন্যে এত পরিশ্রম করে পিছু ধাওয়া করছে না, এ ব্যাপারে রানার মনে কোন সংশয় নেই।

প্রতিবাদ জানাচ্ছে পা দুটোর পেশী, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না রানা। নিক্ষিপ্ত তীরের মত নিচের গভীর জঙ্গলের দিকে নেমে যাচ্ছে। সামনের মাটির দিকে চোখ রেখে সহজতম পথ বেছে নিয়ে মোটামুটি একটা সরলরেখা ধরে ছুটছে সে।

কিন্তু কান সজাগ আছে, পিছন থেকে ভেসে আসা আওয়াজ এখনও শুনতে পাচ্ছে রানা। কাছ থেকে ভরাট, দূর থেকে দুর্বোধ্য, আরও দূর থেকে ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। সহজে হাল ছাড়বে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে যেন ওরা।

আকাশ ছোঁয়া গাছগুলো দ্রুত কাছে চলে আসছে। একশো মাইল বিস্তৃত জঙ্গলে একবার হারিয়ে যেতে পারলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, ভাবছে রানা। হেমলক, ডগলাস ফার আর রেড সিডারের আড়ালে সাতটনী একখানা প্রকাণ্ড ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকলেও দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। সূর্যের আলো পাতা আর ডালের ফাঁক গলে নিচে পড়ে আলোছায়ার অদ্ভুত এক মায়া তৈরি করে রেখেছে। ঝড়ে পড়া গাছের নিচে পাতার ভিতর ভাল মত লুকালে একজন মানুষকে খুঁজে বের করা

অসম্ভব। গাছের গায়ে যে-সব গহ্বর আছে তাতে ঢুকেও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়।

প্রথম বড় ফার গাছটার কাছে পৌঁছে পিছন দিকে তাকাল একবার রানা। প্রথম লোকটা ওর কাছ থেকে দুশো গজ দূরে, বাকি সবাই তার পিছনে লম্বা একটা লাইনের মধ্যে রয়েছে। দু'চারটে গাছকে পাশ কাটিয়ে দিক পরিবর্তন করল রানা। কিনারার দিকে জঙ্গল এখানে খুব ঘন নয়। শব্দ করা উচিত নয় মনে করে গতি কমিয়ে দিল। খানিক পরপরই দিক বদলাচ্ছে, এঁকেবেঁকে ছুটছে সামনের দিকে। ওদের চোখে পড়ে যাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে ঘন ঘন তাকাতে হচ্ছে এখন পিছনে।

দৌড়ের গতি কমিয়ে আনার পর খানিকটা দম ফিরে পেলেও হৃৎপিণ্ডটা বুকের পাশে এমন লাফাচ্ছে, মনে হচ্ছে ফেটে বেরিয়ে যাবে। অনুসরণকারীদের অবস্থাও যে ওর চেয়ে ভাল নয় সে-কথা ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করল রানা। আরও গভীর অঞ্চলে ঢুকছে এখন ও। পিছনের সমস্ত শব্দ কখন যেন থেমে গেছে। স্বস্তির একটা ঠাণ্ডা আরাম-অনুভূতি হাওয়া দিচ্ছে শরীরে। বাঁ দিক থেকে হাঁকটা ভেসে এল তখুনি, আরেকজন উত্তর দিল ডান দিক থেকে। মুহূর্তে গতি বাড়ল রানার। একটা আশঙ্কা মনে জাগতে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাটারা, তিন দিক থেকে চেপে রেখেছে ওকে, এক সময় ঘিরে ফেলবে গোল হয়ে। খোলা শুধু সামনেটা।

সূর্য ডুবতে এখনও চার ঘণ্টা দেরি আছে। ওদের মধ্যে অভিজ্ঞ কোনও গাইড আছে কিনা জানে না রানা। ভাবছে, বয়েডের বাহিনী সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নিষ্ঠা বজায় রাখতে পারবে কি?

দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিল রানা। গা ঢাকা দিয়ে মূর্তিমান শত্রুতার ঢেউটাকে ওর ওপর দিয়ে বয়ে যেতে দেবে ও। গভীর হবার সাথে সাথে ঘন, প্রায় কালচে সবুজ হয়ে উঠেছে সামনের জঙ্গল। চোখ খোলা রেখেছে রানা, বেছে বের করতে চাইছে অমনই একটা জায়গা। পঞ্চাশ গজ লম্বা আর বিশ গজ চওড়া জায়গা জুড়ে নুড়ি পাথরের একটা স্তূপ দেখল রানা, মাঝখানে খুদে একটা পাহাড়, তোবড়ানো গা নিয়ে উঠে গেছে চল্লিশ গজের মত। লুকাবার মত গর্ত অনেকগুলোই দেখতে পেল রানা পাহাড়টার গায়ে, কিন্তু প্রলুব্ধ হলো না মোটেও। শত্রুপক্ষ ওটার প্রতি ইঞ্চি পাথরে সন্ধানী দৃষ্টি না ফেলে সামনে এগোবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও।

ক্রমশ দূরত্ব কমছে ওদের মধ্যে। মাটিতে পড়া গাছ, গাছের গায়ের গর্ত, ঝোপ আর গাছে ঢাকা পাথরের স্তূপে লুকাবার জায়গা খুঁজতে গিয়ে প্রচুর সময় অপব্যয় হচ্ছে রানার। জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকতে সায় দিচ্ছে না মন। লংফেলোর কথা ভেবে অস্থিরতা মনের মধ্যে বাড়ছে ক্রমশ। শীলা সার্জেন্ট হ্যামিলটনের কাছে গেছে ঠিকই, কিন্তু যখন সে রওনা হয় তখনকার পরিস্থিতি তেমন গুরুতর ছিল না। তাই সে সাথে করে হ্যামিলটনকে নিয়ে লংফেলোর কেবিনে ফেরার কথা নাও ভাবতে পারে। বয়েড এবং পুসি লংফেলোর কোন ভুলের সুযোগ নিতে ছাড়বে না, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেবিনে ফিরতে চায় ও। তার মানে যে ক'ইঞ্চি সামনে এগোবে সেই ক'ইঞ্চি পিছিয়ে আসতে হবে ওকে আবার কেবিনে ফিরতে হলে।

ওর চারদিকে ফার গাছের বেড়া, প্রতিটি শাখাহীন কাণ্ডের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ ফিটের কম নয়। যা খুঁজছিল কপালগুণে পেয়ে গেল রানা। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক একটা সিডার গাছ,

যথেষ্ট নিচের দিকে রয়েছে শাখাগুলো। সহজেই উপরে উঠে পড়ল রানা। দুটো শাখা ছাড়িয়ে চলে গেল আরও উপরে। তৃতীয় শাখার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। গাছের পাতা আর প্রশাখাগুলো মাটি থেকে ওকে আড়াল করে রাখবে বলে আশা করছে ও। সাবধানের মার নেই ভেবে গায়ের লাল শার্টটা খুলে গোল পাকিয়ে বুকের নিচে চেপে রাখল। এবার অপেক্ষা।

দশ মিনিট পেরিয়ে যেতেও ঘটল না কিছু। তারপর এমন নিঃশব্দ পায়ে এল ওরা যে কোন শব্দ শুনতে পাবার আগে মৃদু নড়ে উঠতে দেখল রানা একটা ঝোপকে। পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে রানা দেখল লোকটাকে, খোলা জায়গাটার কিনারায় পৌঁছেচে সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে চারদিক। শক্ত হয়ে আছে পেশী। ঠিক সিডার গাছটার দিকে সরাসরি তাকাল একবার। আপনা-আপনি নিঃশ্বাস আটকে গেল রানার। এখন যদি উপরে তাকায়, পরিষ্কার দেখতে পাবে রানার চোখ দুটো। মুখটা সরিয়ে নেবার ঝুঁকি নিতে পারছে না রানা। একটু নড়লেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে এদিকে।

বিশ গজ দূরে লোকটা। তার সামনে ফাঁকা জায়গা, তারপর ফার আর সিডার গাছের উঁচু বেড়া। একই জায়গায় পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। কিছু একটা সন্দেহ করেছে, বোঝা গেল একচুল একচুল করে মাথা ঘুরিয়ে গাছগুলোর প্রতিটি ইঞ্চি তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখে যাচাই করছে দেখে। হঠাৎ মাথা ঝাঁকাল লোকটা। পরিষ্কার বুঝল রানা, কাউকে ইশারা করল। পরমুহূর্তে তার পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল আর একজন লোক।

দু'জন ফাঁকা জায়গাটার উপর দিয়ে হেঁটে আসছে অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবে। প্রথম লোকটার মনে কিছু একটা সন্দেহ জেগে থাকলেও, এখন আর তা অবশিষ্ট নেই বলে মনে হলো রানার।

ঠিক সিডার গাছটার নিচে দাঁড়াল তারা।

'এর নাম ঘোড়ার ডিম!'

'চুপ। হয়তো কাছে পিঠেই আছে ব্যাটা।'

'দূর! দেখোগে যাও, পাঁচ মাইল এগিয়ে গেছে সে। গাছ থেকে ডুমুর পেড়ে খাচ্ছে। আমরা যখন ওখানে পৌঁছাব যে তখন সাত মাইল এগিয়ে গেছে। মোটকথা অযথা পা দুটোকে কষ্ট দেয়াই সার হবে।'

'বিগ প্যাটকে অসন্তুষ্ট করার চেয়ে পা দুটোকে একটু কষ্ট দেয়া তবু ভাল।'

'শালার ডাঁট বড় বেশি। ধরাকে সরা জ্ঞান করছে আজকাল। যাই বলো, এই ব্যাপারে ওর এত লম্ফঝম্পের কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সহজ। বয়েড এই লোকটাকে দু'হাতের নাগালে পেতে চায়। আর বিগ প্যাট উচ্চাভিলাষী। বুঝলে?'

'দরকার নেই বুঝে। পাওয়া গেল না—বলে দিলেই তো হয়ে যায়, তোর শালা এত কুদ পাড়ার দরকার কি?'

'বয়েড শুনবে না। পেতেই হবে ওকে আমাদের।'

লোক দু'জন বেরিয়ে গেল ফাঁকা জায়গা ছেড়ে, জঙ্গল গ্রাস করল তাদের। দূর থেকে একটা হাঁক ভেসে এল। এছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আরও পনেরো

মিনিট অপেক্ষা করল রানা। তারপর নিচে নামল। শার্টটা উপরেই লুকানো থাকল।

সোজা ফিরতি পথ না ধরে তির্যক একটা দিক ঠিক করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা লংফেলোর কেবিনের দিকে। ওখানে পৌঁছে কি দেখবে ভাবতে বুক কাঁপছে ওর। কিন্তু পৌঁছে যদি দেখে পরিস্থিতি এখনও লংফেলোর আয়ত্তে, তাহলে এরকম ইঁদুর তাড়া করবার জন্যে সত্যিই দুঃখ আছে বয়েডের কপালে। কিন্তু পরিস্থিতি কি এখনও তাই আছে, না থাকার কথা?

প্রতিটি ফাঁকা জায়গায় পা দেবার আগে সন্দিহান, সতর্ক চোখে তিনটে দিক দেখে নিচ্ছে রানা। প্রচুর সময় লাগল ঠিকই, কিন্তু কারও সামনাসামনি না হয়ে খোলা ভূমির কিনারায় পৌঁছে গেল ও।

মানুষের যে কোন দলে এক-আধজন অলস লোক সবসময়ই থাকে, উঁকি দিয়ে সামনে তাকিয়ে লোকটাকে পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখে ভাবল রানা। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে পরম নিশ্চিন্তে। পায়ে ব্যথা পেয়েছে লোকটা, এক পাটি জুতো পাশে পড়ে থাকতে দেখে ভাবল রানা—এবার ঘাড়ে ব্যথা না পেলে চলছে না ব্যাটার।

জঙ্গলের এমন একটা কিনারা বেছে বসে আছে, যাতে লংফেলোর কেবিনে যেতে হলে যে আড়াআড়ি তেপান্তরটা পেরোতে হবে ওকে, সেটার পুরোটা তার দৃষ্টি সীমার মধ্যে পড়ে। লোকটার ওখানে বসে থাকার মধ্যে যদি বিগ প্যাটের নির্দেশ কাজ করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যথেষ্ট বুদ্ধি খরচ করেই জায়গাটা বাছাই করেছে লোকটা। কেবিনের দিকে ও ফিরে যায় কিনা তা দেখার জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হতে পারে না।

নিঃশব্দে পিছিয়ে এল রানা। একটা হাতিয়ার দরকার। আক্রমণটা হতে হবে অকস্মাৎ এবং দ্রুত। একবার যদি লোকটা গলা ছেড়ে চিৎকার করার সুযোগ পায়, ফের দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করতে হবে ওকে। মোটাসোটা দেখে একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিল রানা। জঙ্গল থেকে আবার যখন উঁকি দিল ও, নতুন একটা সিগারেট ধরাচ্ছে লোকটা।

বেশ অনেকটা ঘুরে অতি সাবধানে গাছটার পিছনে পৌঁছুল রানা। গাছটার দিকে এগোবার সময় ডান হাতে ধরা ভারি ডালটা তুলল মাথার উপর। কিসের আঘাতে ধরাশায়ী হলো জানার কোন সুযোগই পেল না লোকটা। ঘাড়ের পিছনে পড়ল ডালটা, কাত হয়ে পড়ে যাবার সময় একটা টুঁ শব্দও করল না, আঙুলের ফাঁক থেকে পড়ে গেল জ্বলন্ত সিগারেট। ডালটা ফেলে দিয়ে লোকটার সামনে চলে এল রানা, একটা পা পড়ল সিগারেটের উপর। ঝুঁকে পড়ে দু'হাত দিয়ে লোকটাকে ধরে টেনে নিয়ে গেল একটা ঝোপের মধ্যে, যেখানে সহজে চোখ পড়বে না কারও।

লোকটার পাল্‌স দেখে নিয়ে গাঢ় খয়েরী রঙের শার্টটা ওর গা থেকে খুলে নিল রানা। ট্রাউজারের পকেটে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। একটা জ্যাক-নাইফ, এগারোটা ডলার, সিগারেটের প্যাকেট, দিয়াশলাই আর কিছু খুচরো পয়সা। দিয়াশলাই আর ছুরিটা বাদে আর সব ফেলে দিল রানা। তারপর শার্টটা গায়ে চড়িয়ে দ্রুত পদক্ষেপে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ল ফাঁকা মাঠে।

হিসেব মত মাইলচারেক হাঁটতে হবে লংফেলোর কেবিনে পৌঁছুতে।

আধাআধি পথ পেরোবার পর একজন লোক থামিয়ে দিল ওকে। অনেক দূর থেকে দেখছে বলে ওর মুখটা দিন শেষের ম্লান আলোয় চিনতে পারল না সে। 'ওহে! খবর কি?'

মুখের কাছে চোঙের মত করল হাত দুটো রানা। 'ব্যাটা ফাঁকি দিয়েছে!'

'সবাইকে লংফেলোর কেবিনে যেতে বলা হয়েছে,' চিৎকার করে জানাল লোকটা 'বি. পারকিনসন সবাইকে ডেকেছে।'

বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে উঠল রানার। কি ঘটেছে লংফেলোর কপালে? হাত নাড়ল ও, চেঁচিয়ে বলল, 'ওখানেই যাচ্ছি আমি।'

আবার এগোতে শুরু করল রানা। মুখটা একটু ফিরিয়ে রেখে তির্যকভাবে কেবিনের উদ্দেশ্যে হাঁটছে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে পাশ কাটাল ওরা পরস্পরকে। পিছন ফিরে দেখছে রানা বারবার। লোকটা চোখের আড়াল হতেই দৌড়ুতে শুরু করল।

আবছা অন্ধকারে আলোর ঝলক দেখে থামল রানা। কি করা উচিত এখন ভাবতে চেষ্টা করল। লংফেলোর অবস্থা কি হয়েছে সেটা জানতে হবে সবচেয়ে আগে, তারপর ঠিক করতে যাবে পরবর্তী কর্তব্য। কেবিনটাকে ঘুরে পিছন দিকে চলে এল রানা। নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত কাছে এগোচ্ছে। ক্রমশ বাড়ছে লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ। একজন লোককে দেখল রানা, হাতে একটা হ্যাজাক লাইট। সেটা উঁচু বারান্দায় রেখে কেবিনের ভিতর ফিরে গেল সে। সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে রানা। ঝর্ণাটার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর এগোনো উচিত হবে না। কেবিনের সামনে পঁচিশ ত্রিশজন লোককে দেখতে পাচ্ছে ও এখন। ঘুরঘুর করছে সবাই উঠানে। দু'একজন করে বাড়ছে ওরা সংখ্যায়। জঙ্গল থেকে ফিরে আসছে সবাই এক এক করে। তার মানে, সংখ্যায় ওরা পঞ্চাশ জনের কম হবে না। গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। রীতিমত বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করছে বয়েড ওর বিরুদ্ধে।

উপুড় হয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল রানা। আঁধার বাড়ছে চারপাশে। পুরো একটা ঘণ্টা কেটে গেল। কি ঘটছে কেবিনের ভিতর অনুমান করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও। লংফেলো, শীলা বা হ্যামিলটনের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। উঠানে দু'একবার দেখা গেল বিগ প্যাটকে। অত্যন্ত ব্যস্ত সে। একে তাকে ডেকে ধমক মারছে। দ্রুত ফিরে যাচ্ছে কেবিনের ভিতর।

অবশেষে বয়েডকে নিয়ে বেরিয়ে এল বিগ প্যাট বারান্দায়। দু'হাত উপরে তুলে সকলকে চুপ করার নির্দেশ দিল বয়েড। মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল উঠানটা।

রানার চারপাশে শুধু ঝর্ণার কুলকুল আর মাঝে মধ্যে ব্যাঙের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

'ভায়েরা আমার,' ভাষণ দেবার ভঙ্গিতে জোরাল কণ্ঠে শুরু করল বয়েড। 'এখানে আজ তোমরা কেন জমায়েত হয়েছ তা সবাই জানো। একজন বহিরাগত লোককে খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের—লোকটার নাম মাসুদ রানা। তোমরা প্রায় সবাই তাকে দেখেছ ফোর্ট ফ্যারেলে বা তার আশপাশে—তার মানে তাকে তোমরা দেখলেই চিনতে পারবে। এবং তাকে আমরা কেন খুঁজছি তাও তোমরা জানো, ঠিক কিনা?'

একটা শোরগোল জাগল বয়েডের কথার সমর্থনে। আবার শুরু করল বয়েড। 'যারা দেরি করে এসেছ, তাদেরকে জানাবার জন্যে সংক্ষেপে বলছি কি ঘটেছে। এই মাসুদ রানা লোকটা আমার বুড়ো বাবাকে নির্মম ভাবে মারধোর করেছে। যার ফলে আমার বাবাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি শুরু হয়েছে, তিনি বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। একজন বহিরাগত লোক, ফোর্ট ফ্যারেলে পা দেবার তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আমাদের কাজে অকারণে বাধা সৃষ্টি করে কিছু নগদ লাভ হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখা। সে আমার বাবার কাছ থেকে অসঙ্গতভাবে মোটা টাকা দাবি করে, কিন্তু আমার বাবা তার দাবি মেটাতে অস্বীকৃতি জানালে সে বুড়ো মানুষটার গায়ে হাত তোলে, যার বয়স তার নিজের বয়সের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। আমার বাবার বয়স আটাত্তর বছর। মাসুদ রানার বয়স কত হবে বলে মনে করো তোমরা?'

বারান্দার সামনে থেকে ভিড়টা এমন শোরগোল তুলল, শুনতে শুনতে ভয়ের একটা ঢেউ উঠতে শুরু করল রানার শিরদাঁড়া বেয়ে। হাত তুলে থামাল ওদের বয়েড।

'কেন তাকে আমি খুঁজছি তা এখন তোমরা সবাই জানলে, তাকে যতক্ষণ না পাওয়া যায় পুরো বেতন পাবে তোমরা, এবং প্রথম তাকে যে দেখবে সে পাবে নগদ এক হাজার ডলার।'

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল লোকজন। আবার হাত উঁচু করে থামতে নির্দেশ দিল বয়েড। সবাই চুপ করতে সে বলল, 'এছাড়া যে লোক তাকে ধরতে পারবে, সে আমার কাছ থেকে পাবে পাঁচ হাজার ডলার। নগদ।'

আনন্দে কেউ কেউ ভিড় থেকে লাফিয়ে উঠল শূন্যে। উপর দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠতে দেখল রানা। উত্তেজনায় কে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না যেন। কান ফাটানো হৈ-চৈটাকে থামাবার কোন চেষ্টা করল না এবার বয়েড। হ্যাজাক বাতির আলোয় তার মুখের বাঁকা হাসিটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। বুক টান করে দেখছে সে লোকজনের উল্লাস। অদ্ভুত একটা সন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে। আবার সে তার হাত তুলল।

ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে গেল শোরগোলটা। 'এখন, সাময়িক ভাবে তাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমরা জানি, জঙ্গলের ভিতরই আছে সে। তার সঙ্গে খাবার নেই, এবং আমি বাজি রেখে বলতে পারি ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে সে—হয়তো নিজের দোষে এ কি হলো ভেবে কোনও গাছের নিচে একা দাঁড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদছে ও এখন। কিন্তু সাবধান, তার কাছে অস্ত্র আছে, আবার বাবাকে মেরেছে শুনে এখানে তাকে শায়েস্তা করার জন্যে আসি আমি, কিন্তু সে আমার দিকে রাইফেল তাক করে খুন করার হুমকি দেয়। সুতরাং, খুব সাবধানে এগোবে।'

বিগ প্যাট বয়েডের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিছু বলতে শুরু করতেই ভাষণ বন্ধ করল বয়েড। দশ সেকেণ্ড কথা শুনল সে। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'আমার ভুল হয়েছে, প্রিয় ভায়েরা। তোমাদের বিগ প্যাট আমাকে এইমাত্র জানাল, বদমাশটা যখন জঙ্গলে প্রবেশ করে তখন তার কাছে রাইফেলটা ছিল না। তারমানে তোমাদের কাজটা এবার একেবারেই পানির মত সহজ হয়ে যাচ্ছে

তোমাদেরকে কয়েকটা দলে ভাগ করে দিচ্ছি আমি, তারপরই তোমরা রওনা হয়ে যাবে। তাকে যেখানে ধরবে তোমরা সেখানেই আটকে রেখে তাড়াতাড়ি খবর পাঠাবে আমার কাছে। এই ব্যাপারটা সবাই ভাল করে বুঝে নাও—ফোর্ট ফ্যারেলে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কোরো না। এই লোক ভয়ঙ্কর ধরনের ধুরন্ধর, ফস্কে বেরিয়ে যাবার হাজারটা কৌশল জানা আছে তার। তাই পালিয়ে যাবার কোন সুযোগ তাকে আমি দিতে চাই না। ফোর্ট ফ্যারেল থেকে সে যদি একবার ছুটে যেতে পারে, কখনোই তাকে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ওইখানেই বেঁধে রাখবে তাকে, যতক্ষণ না সেখানে আমি পৌঁছাই। সাথে যদি তোমাদের দড়ি না থাকে, তার পা ভেঙে পঙ্গু করে রাখবে, যাতে পালাতে না পারে। খানিক উত্তম মধ্যম দিলে আমি তার জন্যে চোখের পানি ফেলতে যাব না।'

সমবেত হাসিটা নির্মম আর বীভৎস শোনাল রানার কানে।

বয়েড বলল, 'ঠিক আছে, এবার দলের নেতৃত্ব ভাগ করে দিচ্ছি আমি। আমি চাই চারটে ভাগে ভাগ হয়ে যাও তোমরা—বিগ প্যাট, সোভাক, এণ্ডারসন আর ম্যাকগলের নেতৃত্বে। কেবিনের ভিতর এসো তোমরা চারজন, নকশা এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কিভাবে কি করতে হবে তাকে খুঁজে বের করতে হলে।'

কেবিনে গিয়ে ঢুকল বয়েড। তাকে অনুসরণ করল চার নেতা।

দু'মিনিট নড়ল না রানা। কেবিনের ভিতর কি হচ্ছে জানার ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু কোন উপায়েই তা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এল সে তারপর উঠে দাঁড়াল কেবিনের দিকে পিছন ফিরে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ করল রানা। বয়েড তার গোঁয়ার, অশিক্ষিত কাঠুরেদের ভাল করেই চেনে, ভাবছে রানা, কি বললে তাদেরকে খেপিয়ে তোলা যাবে তা সে আগে থেকেই ভেবে ঠিক করে রেখেছিল। ফোর্ট ফ্যারেল বা তার আশপাশটা ওর জন্যে এখন আর নিরাপদ নয়, যেহেতু মাথার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ হাজার ডলার। সারা বছরে একজন কাঠুরে নগদ রোজগার করে বড়জোর পাঁচশো ডলার। ওদের কাছে পাঁচ হাজার ডলার অনেক বেশি টাকা, বিনিময়ে একজন মানুষকে খুন করতেও পিছপা হবে না ওরা। খুনটা করার ব্যাপারে বিবেকের দংশনও পোহাতে হবে না তাদের, কারণ মিথ্যে কথাগুলো বয়েড আশ্চর্য বিশ্বাস্য ভঙ্গিতে ওদেরকে শুনিয়ে প্রমাণ করে ছেড়েছে রানা আসলেই একটা অমার্জনীয় অপরাধ করে গা ঢাকা দিয়েছে জঙ্গলে।

কাউকে ধরে কিছু ব্যাখ্যা করে শোনালেও কোন ফল হবে না, বুঝতে পারছে রানা। ওকে একবিন্দু বিশ্বাস করবে না কেউ।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে মনটা খুশি হয়ে উঠল রানার। গতরাতে যেখানে তাঁবু গেড়েছিল সেখান থেকে বিছানাপত্র কেবিনে নিয়ে যায়নি সে। ওদিকেই এগোল সে সাবধানে।

তিন মিনিট হাঁটার পর ব্যাগটা নির্দিষ্ট জায়গাতেই দেখতে পেল রানা, দু'চারটে জিনিস যা ও ব্যাগে ভরে রেখে যায়নি, কুড়িয়ে নিয়ে যথাস্থানে রাখল এক এক করে। জঙ্গলে যদি দু'চারদিন থাকতেই হয়, ব্যাগের জিনিসগুলো একান্ত প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগতে পারে। সবই আছে এতে, তিক্ত হেসে ভাবল রানা, খাবার আর অস্ত্র

ছাড়া।

কেবিনের দিক থেকে ক্ষীণ হট্টগোলের নতুন আওয়াজ ভেসে এল। এঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ হলো ক'টা।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। কি করবে এখন ও? কোথায় যাবে?

ভাবতে গিয়ে এগোতে পারছে না রানা। ঢুকছে না কিছু মাথায়।

'বুদ্ধি খাটাও!' নিজেকে পরামর্শ দিল রানা, 'নিরাপদ একটা জায়গার কথা ভাব।'

হাজত। ওটাই একমাত্র নিরাপদ জায়গা এখন ওর জন্যে। ভাবল রানা। অবশ্য, সম্মানীয় অতিথি হিসেবে হ্যামিলটন যদি ওকে বরণ করতে রাজি হয় তবেই।

ঝুঁকি নিয়ে শহরের দিকে অর্থাৎ বিপদের দিকে রওনা হব? ভাবতে ভাবতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিপদের ভয়টাকে ঝেড়ে ফেলে দিল রানা। রওনা হলো। শহরটাকে পাশ কাটিয়ে এগোনো সম্ভব নয়, আবার মাঝখান দিয়ে যাওয়াটাও উচিত হবে না। ভেবেচিন্তে একটা পথ ঠিক করল রানা, সেটা ধরেই পুলিস স্টেশনে পৌঁছুতে চেষ্টা করবে ও। রাস্তাটা ফোর্ট ফ্যারেলের ভিতর দিয়ে গেলেও লোকজনের যাতায়াত খুবই কম।

দিগন্তরেখায় আধখানা চাঁদ দেখে বিরূপ হলো রানা। যতটা সম্ভব ছায়ার মধ্যে থেকে গলিপথ ধরে এগোচ্ছে ও, এখনও কোন পথিক পড়েনি ওর চোখে। পুলিস স্টেশনে পৌঁছানো সম্ভব হবে বুঝতে পেরে মনে মনে একটু অবাকই লাগছে ওর। পুলিস স্টেশনের দিকে এগোবার পথে বয়েড তার কোন দলকে পাঠায়নি নাকি? আশ্চর্য লাগছে। এখন, হ্যামিলটন যদি স্টেশনে থাকে, ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে। আর মাত্র একশো গজ এগোলেই পৌঁছে যাবে ও।

চোখ ঝলসানো উজ্জ্বল আলোর চোখে অন্ধকার দেখল রানা। ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ও। টর্চটা জ্বলে উঠতেই একটা চিৎকার ঢুকল ওর কানে।

'এই লোকই!'

উনিশ

নিচু হয়ে স্যাঁৎ করে এক পাশে সরে গেল রানা। প্রচণ্ড বেগে কি একটা ধাক্কা খেল ওর পিঠে বাঁধা ব্যাগের সাথে। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা মাটিতে। আশপাশে টর্চের আলো চঞ্চল হয়ে খুঁজছে ওকে। আলোটা গায়ে পড়তেই পাঁজরে একটা লাথি খেলো রানা। উন্মত্তের মত গড়িয়ে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছে ও, বুঝতে পারছে উঠে দাঁড়াতে না পারলে লাথি খেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। কাঠুরেদের এই বুটগুলো অসম্ভব ভারি হয়, ধারে লোহার পাত মোড়া থাকে, জুতসইভাবে লাগলে পাঁজরের খাঁচাটা টুকরো

টুকরো করে দিতে পারে, ফুসফুসে সেঁধিয়ে দিতে পারে ভাঙা হাড়।

ব্যাগটা পিঠের সাথে সেঁটে থাকায় গড়াতে অসুবিধে হচ্ছে রানার। প্রাণপণে চেষ্টা করছে টর্চের আলোটা থেকে দূরে সরে যেতে। দুই জোড়া পা দেখতে পাচ্ছে ও দুই পাশে। কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর থেকে হুকুম এল, 'জায়গা বেছে মার শালাকে, যেন আর নড়তে না পারে।'

লক্ষ্যচ্যুত একটা লাথি উরুর পিছন দিকে লাগল রানার। কাত হয়ে পাল্টা লাথি চালাল সে। ডান পায়ের সাথে সংঘর্ষ হলো একজন লোকের তলপেটের। কোঁক করে একটা বিচিত্র আওয়াজ বেরিয়ে এল লোকটার গলা থেকে, মাটির দিকে মাথা করে পড়ল সম্ভবত লোকটা, শরীরটা গায়ের উপর পড়তে দেখে অনুমান করল রানা। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা এক ঝটকায়। মাথা নিচু করে আরেক লোক ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে দেখতে পেল ও। অপর লোকটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে হাতে টর্চ নিয়ে, গা ঢাকা দেবার কোন সুযোগই সে দিচ্ছে না রানাকে। তবে লাভ এইটুকু, ভাবল রানা, লোকটা নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থাকায় অবশিষ্ট মাত্র একজনের সাথে লড়তে হবে ওকে।

চোখের পলকে কাছে এসে পড়ল ষাঁড়টা। কাত হয়ে একটা পা তুলল রানা, বিদ্যুৎবেগে নামিয়ে আনল লোকটার হাঁটুর মাথায়, চামড়া তুলে নিয়ে মাঝখান পর্যন্ত নামল রানার বুট, তারপর হাড়ের উপর দিয়ে পিছলে পায়ের উপর থামল। সেই সাথে সোলার প্লেকসাস বরাবর প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। চিৎকার করে উঠল ব্যথায়।

কাছে পিঠেই কোথাও থেকে ব্যাপার কি জানার জন্যে হাঁক ছাড়ল কেউ। কয়েকজনের ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা। ওদের ডাকে সাড়া দিল টর্চধারী—ডাকছে।

সময় নেই বুঝতে পেরে কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল রানা লোকটাকে সামনের দিকে। স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তাগিদেই রানার টান প্রতিরোধ করবার জন্যে পিছন দিকে জোর করছে লোকটা। হঠাৎ ঢিল দিল রানা, লোকটা এক পা পিছিয়ে গেল তাল সামলাতে গিয়ে—এবং সাথে সাথেই এক পা সামনে এগিয়ে এসে হিপ-থ্রো করল রানা। হাত-পা ছড়িয়ে শূন্যে উঠে গেল লোকটা, উড়ে গিয়ে পড়ল টর্চধারীর ওপর। হুড়মুড় করে পড়ল দু'জনই মাটিতে। ঠকাশ করে মাটিতে পড়েই নিভে গেল টর্চ। অন্ধকার। দ্রুত পদশব্দ এগিয়ে আসছে।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না রানা। গোটা দলটা এসে পড়লে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া কঠিন হবে। দ্রুত এগোল রানা ফিরতি পথে। শহর থেকে দূরে।

মাঝরাত নাগাদ জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করল রানা। দম হারিয়ে নেতিয়ে পড়েছে, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে অন্ধকার দেখছে চোখে। পরিশ্রান্ত শরীর, অবসন্ন মন। শহর থেকে ধাওয়া করা হয়েছিল ওকে, আর একটু হলে ধরাই পড়ে গিয়েছিল, ঝাড়া একঘণ্টা দৌড়ে পিছনের লোকগুলোকে দমিয়ে দিতে পারলেও বিশ্রাম নেবার জন্যে একটা জায়গায় হাজির হয়ে থামতেই অপর একটা দলের সামনে পড়ে গিয়েছিল। লাফ দিয়ে ওদের নাগালের বাইরে সরে গিয়ে উত্তর দিকে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে

রানা। জঙ্গল পর্যন্ত ধাওয়া করে ওকে তারা। তারপর তাদের আর কোন সাড়াশব্দ পায়নি। দিক পরিবর্তন করে পশ্চিম দিকে চলে এসেছে ও।

আর যাই হোক, বয়েডের লোকেরা ভাবতেই পারবে না যে পশ্চিম দিকে চলে এসেছে ও। হিংস্র পশুদের দখলে পশ্চিমের জঙ্গল, আত্মহত্যা করতে না চাইলে এদিকে পা বাড়াবার ইচ্ছে জাগতে পারে না কারও।

লাভ হবে মনে করে পশ্চিম দিকে এগোতে শুরু করেনি রানা। কিছুটা স্বস্তিকর সময় পাবার আশাতেই এদিকে পা বাড়িয়েছে। খানিক বিশ্রাম দরকার। দরকার পরবর্তী কর্তব্য স্থির করার জন্যে চিন্তাভাবনার অবসর। মাথার প্রায় ওপরে উঠে এসেছে চাঁদটা। শক্ত পাথরের মধ্যে একটা গর্ত দেখতে পেল রানা। সেটার ভিতর ঢুকে কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে হালকা হলো। হাঁটু ভেঙে পড়তে চাইছে ক্লান্তিতে। ধপ্ করে বসে পড়ল শক্ত পাথরের উপর। দশ ঘণ্টা একনাগাড়েই বলা যায়, খুনী একদল লোকের ধাওয়া খেয়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছে ওকে।

চোখে অন্ধকার আরও একটা কারণে দেখছে রানা। খিদে। কিন্তু কোমরের বেল্টটা আরও একটু এঁটে বেঁধে নেয়া ছাড়া করার কিছুই দেখল না ও।

আপাতত এখানে ও নিরাপদ, ভাবছে রানা। কোথায় ও লুকিয়ে আছে তা অনুমান করতে পারলেও রাতের বেলা অনুসন্ধানী দলগুলোকে সংগঠিত করা সম্ভব নয় বয়েডের পক্ষে। সম্ভাব্য বিপদ আসতে পারে, নিজের অজ্ঞাতে কেউ যদি ভুল করে এদিকে এসে পড়ে।

বিশ্রাম আর ঘুম দরকার। দরকার এই জন্যে যে আগামীকালটা আজকের চেয়েও অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি করবে ওর উপর। টিকে থাকতে হলে শক্তি একান্তই দরকার, ফিরিয়ে আনতে হবে শরীরে।

বুট খুলে মোজা বদলাল রানা। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের একমাত্র বন্ধু এখন ওর পা দুটো, সামনের দিকে মেলে দিয়ে একটা পাথরে হেলান দিল রানা, ঢিল করে দিল পেশীগুলো। ব্যাগ থেকে ক্যানটিনটা বের করে দু'ঢোক পানি খেল ও। একটা ঝর্ণা থেকে ক্যানটিনটা ভরে নিয়েছিল এক সময়, আবার কোন ঝর্ণার সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত এই পানিতেই কাজ চালাতে হবে।

সারাদিনে এই প্রথম নিশ্চিন্তে বসে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছে রানা। এর আগে সারাক্ষণ বেঁচে থাকার সংগ্রামে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

প্রথমে শীলার কথা মনে পড়ল। কোথায় সে? কি ঘটেছে তার কপালে? দুপুরের দিকে বেরিয়েছিল সে, হ্যামিলটনের দেখা পাক বা না পাক, লংফেলোর কেবিনে সন্ধ্যার আগেই তার ফেরার কথা। কিন্তু বয়েডকে বক্তৃতা দিতে শোনার সময় শীলার নাম গন্ধ পর্যন্ত পায়নি ও।

দুটো ঘটনা ঘটতে পারে, ভাবছে রানা। এক, কেবিনেই ছিল সে, কিন্তু পুলিসের হাতে বন্দী হয়ে, তাই তাকে বাইরে বেরুতে দেখেনি ও। দুই, কেবিনে সে ছিল না। এবং কেবিনে যদি না থাকে, আর কোথায় সে যেতে বা থাকতে পারে ভেবে পেল না ও।

এরপর, লংফেলো। যেভাবেই হোক তার শটগানের আওতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিল বয়েড। তার মানে, লংফেলো খুব সম্ভব আহত হয়েছে। মারা

গেছে কি?

বুকটা কেঁপে গেল রানার। বয়েডের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু খুন করে থাকলে লাশটা করল কি?

না, ধারণাটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। ভাবছে রানা। কেন যেন মনে হচ্ছে লংফেলো আর শীলার কপালে যাই ঘটুক, একই ধরনের কোন ঘটনার শিকার হয়েছে তারা। হয়তো দু'জনেই বন্দী হয়েছে বয়েডের হাতে। তাই যদি হয়, বয়েড তাদের রেখেছে কোথায়?

যেভাবেই রাখুক, তাদেরকে খুন করার ব্যাপারে বা অন্য কোন ব্যাপারে এই মুহূর্তে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেবে না বয়েড। তার এক নম্বর অবজেকটিভ এখন ওকে ধরা। ওকে ধরতে না পারা পর্যন্ত আর কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাইবে না সে।

বয়েডের ভাষণ। প্রতিটি বাক্য কানে বাজছে রানার। তার নির্দেশগুলোর অর্থ কি? যেখানে ধরা পড়বে ও, বয়েড সেখানে নিজে পৌঁছে ওর দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এর অর্থ কি? ওকে নিয়ে কি করবে সে?

পরিস্থিতিটা ভাবতে গিয়ে গা শির শির করে উঠল রানার। ওকে নিয়ে বয়েডের আর কি করার আছে ভেবে পেল না ও, খুন করা ছাড়া।

প্রকাশ্যে খুন করতে পারে না ওকে সে। তার নিজের লোকেরাও সেটা মেনে নেবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, সাক্ষী রেখে খুন করার মত বোকামি কেনই বা করতে যাবে সে? কিন্তু, ধরা যাক, 'দুর্ঘটনাবশত' যদি ও খুন হয়?—ভাবছে রানা।—ধরা যাক, বয়েড যদি বলে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে খুন করেছে ও? এ ধরনের মিথ্যে ব্যাপার নানাভাবে সাজানো সম্ভব। কিংবা, বয়েড ঘোষণা করতে পারে, তাকে ফাঁকি দিয়ে 'পালিয়েছে' ও, পালিয়েছে ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে চিরকালের জন্যে। কারও কিছু বলার আছে? গভীর জঙ্গলে একটা লাশ পোঁতার জায়গার কোন অভাব হবে না তার। খুঁজলে সেটা একশো বছরের আগে পাওয়া নাও যেতে পারে।

এসব চিন্তার ফলে নতুন করে দেখতে ইচ্ছে হলো রানার বয়েডকে। কি কারণ, কেন খুন করতে চায় বয়েড ওকে? উত্তর: কারণ, গাফ পারকিনসন নয়, সে, অর্থাৎ, বয়েডই অ্যাক্সিডেন্টের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত ছিল। জড়িত ছিল—কিন্তু কিভাবে? উত্তর: সম্ভবত ব্যক্তিগত উদ্যোগে দুর্ঘটনার ব্যবস্থা করেছিল সে—সম্ভবত সে একজন নিষ্ঠুর খুনী, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা যার স্বভাব।

দুর্ঘটনার সময় গাফ কোথায় ছিলেন সে ব্যাপারে খবর নিয়েছে রানা, কিন্তু বয়েডের ব্যাপারে কথাটা মনে পড়েনি। মোটিভ এবং যোগ্যতা আর একজনের ছিল, তাই বিশ বছরের এক নব্য যুবককে সন্দেহ করতে তখন সায় দেয়নি রানার মন। ভুলটা ওখানেই করেছে ও। কোথায় ছিল বয়েড দুর্ঘটনার সময়? উত্তর: জানা নেই। জানা নেই, ভাবল রানা, কিন্তু অনুমান করে নেয়া কঠিন কিছু নয়।

ওকে ধরে ফোর্ট ফ্যারেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না বয়েড। তা গেলে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয় আছে। নিজেকে বাঁচাতে হলে বয়েডের আর কোন উপায় নেই, ঠাণ্ডা মাথায় আরেকটা খুন করা ছাড়া।

মৃদু শিউরে উঠল রানা। একটা কথা ভেবে হাসল পরমুহূর্তে। বয়েডের হাত থেকে সহজেই আত্মরক্ষার একটা উপায় আছে, দেখতে পাচ্ছে ও। প্রথমে আরও

পশ্চিমে, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে স্টুয়ার্ট বা প্রিন্স রুপার্টে পৌঁছুতে পারে ও, উপকূল ধরে হারিয়ে যেতে পারে। ফোর্ট ফ্যারেলে আর কোনদিন ফিরে না এলেও চলে। কি বিদঘুটে আর অপ্রাসঙ্গিক কল্পনা, ভেবে হাসি পেল রানার। কেনেথের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো ভেসে উঠল মনের পর্দায়। আমি কে? জিজ্ঞেস করেছে রানাকে। আমি কেনেথ, না টমাস? কার কি করেছি আমি, এভাবে কেন মেরে ফেলা হলো আমাকে?

কঠিন হয়ে উঠল রানার মুখের চেহারা। চোখ বুজে কেনেথকে ভুলে যেতে চাইল ও। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে হালকা করতে চেষ্টা করল বুকটাকে।

ব্যাগ থেকে একটা কম্বল বের করে গায়ে জড়িয়ে নিল রানা। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। আকাশের গায়ে মিটমিট করছে অল্প ক'টা তারা। কয়েকটাকে পরিচিত লাগল। কিন্তু নামগুলো স্মরণ করার আগেই নিজের অজান্তে ঘুমে ঢলে পড়ল ও।

ভোরের তাজা বাতাস আর ফর্সা আলোয় মাথা খুলে গেল রানার। গুরুত্বপূর্ণ দুটো সিদ্ধান্ত নিল ও। এক, বয়েডের বিরুদ্ধে নিজের পছন্দসই জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হবে ওকে, যে জায়গাটা ভালভাবে চেনা আছে ওর। অর্থাৎ কাইনোক্সি উপত্যকা। পারকিনসন করপোরেশনের পক্ষে সার্ভে করার সময় উপত্যকাটার পুরোটা চষে বেড়িয়েছিল ও। ওখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

দুই. বয়েডের বাহিনীকে ক্ষতির মুখ দেখাতে হবে। ওকে ধাওয়া করাটা যে মস্ত এক লোকসানের ব্যাপার তা বুঝিয়ে দিতে হবে হাড়ে হাড়ে। বাহিনীর তিনজন ইতিমধ্যেই উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছে, যথা সম্ভব আরও বেশি সংখ্যক লোকের মনে ভয়টা ঢুকিয়ে দিতে হবে। পিছন থেকে খসাতে হবে বাহিনীটাকে। কাজটা সহজ নয়। প্রচুর ঝুঁকি নিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হবে রানাকে। এমন উচিত শিক্ষা দিতে হবে ওদের যাতে পাঁচ হাজার ডলার রোজগার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হয় ওরা।

রোদ ওঠার আগেই রওনা হলো রানা উত্তর দিকে। ধারণা করল, ফোর্ট ফ্যারেলের বারো মাইল পশ্চিমে রয়েছে ও এই মুহূর্তে। আর মানে কাইনোক্সি উপত্যকার উপর পর্যন্ত লম্বা রাস্তাটার সাথে সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে ও।

খিদে রয়েছে, কিন্তু এখুনি অচল করে দেবার মত সমস্যা হয়ে উঠছে না সেটা। রানা অনুমান করল, প্রয়োজন হলে আরও দেড় দিন না খেয়ে হাঁটতে পারবে ও।

প্রতি ঘণ্টায় একবার থেমে পিছন দিকটা দেখে নিচ্ছে রানা। দীর্ঘ পথে দীর্ঘক্ষণ হাঁটলে দিক ভুল হবার সমূহ আশঙ্কা থাকে। তাই এই সাবধানতা। নিশ্চিত হয়ে নিয়ে আবার এগোচ্ছে ও। ঘণ্টায় আড়াই মাইল, খারাপ গতি নয়, ভাবল। এলাকাটা দুর্গম, সে হিসেবে বরং বেশ ভালই বলা চলে।

হাঁটতে হাঁটতেই দু'পাউণ্ড খাদ্য সংগ্রহ করল রানা। মাশরুম। কিন্তু কাঁচা মাশরুম কখনও খায়নি ও। এখনও খাবার কোন ইচ্ছে নেই। জিভে পানি এলেও পকেট থেকে সেগুলো বের করতে চাইল না রানা।

ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট করে বিশ্রাম নিল। এর বেশি সময় নষ্ট করতে সায় দিচ্ছে না মন। তাছাড়া, ও জানে, পাঁচ মিনিটের বেশি বিশ্রাম নিলে পায়ের পেশী শক্ত হয়ে উঠে অচল করে দিতে পারে ওকে। ঝুঁকিটা কোনভাবেই নেয়া চলে না।

দুপুরেও কোথাও থামল না রানা। পাঁচ মিনিটের নির্ধারিত বিশ্রামের সময় শুধু পায়ের মোজা দুটো বদলে পরল নতুন এক জোড়া। ঝর্ণার পানিতে পুরানো জোড়া ধুয়ে ব্যাগের সাথে আটকে নিল ক্লিপ দিয়ে, হাওয়া লেগে যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। পানির ক্যানটিনটা ভরে নিয়ে আবার উত্তর দিকে এগোতে শুরু করল।

সূর্য ডোবার দু'ঘণ্টা আগে উঁচু একটা টিলার মাথায় শেষবারের মত থামল রানা। আজকে এই পর্যন্ত। টিলাটার উপর থেকে উপত্যকার দুটো দিকই বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। ব্যাগ রেখে আধঘণ্টা ধরে ঘুরেফিরে চারদিকটা দেখল ও। নিশ্চিত হলো, কেউ নেই আশপাশে। ফিরে এসে ব্যাগ খুলে কয়েকটা ফাঁদ বের করল রানা। প্রথম যখন ফোর্ট ফ্যারেলে আসে তখন এই ফাঁদ ক'টা সাথে করে নিয়ে এসেছিল ও। পারকিনসন করপোরেশনের পক্ষে সার্ভে করার সময় একনাগাড়ে পনেরো দিন সভ্যতার সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে পারেনি ও, তখন তাজা মাংসের অভাব পূরণ করেছিল এই ফাঁদগুলো।

ঠিক সূর্য ডোবার আগে খরগোশগুলো আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘাসের উপর খেলা করে, লুটোপুটি খায়। ফাঁদগুলো খানিকটা দূরে পেতে রেখে এল রানা।

সূর্য দিগন্তরেখার কাছাকাছি পৌঁছতে আগুন জ্বালাবার আয়োজন সম্পন্ন করল ও। নুড়ি পাথর দিয়ে ঘিরে নিল জায়গাটা। কাঠ কেটে এনে জড়ো করল পাশে। তারপর আগুন ধরাল। চুলোটার কাছ থেকে একশো গজ পিছিয়ে গেল রানা আগুন দেখতে পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করার জন্যে। জানা আছে, তাই ওটার অস্তিত্ব টের পেল ও। কিন্তু বুঝল, আর কারও পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। ফিরে এসে একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পানি ঢেলে চুলোয় বসাল সেটাকে। ফুটন্ত পানিতে মাশরুম সেদ্ধ হতে দিয়ে ফাঁদ পেতে কিছু লাভ হয়েছে কিনা দেখতে গেল ও। প্রথম দুটো ফাঁদে কিছুই দেখল না, কিন্তু তৃতীয়টায় মাঝারি আকারের একটা খরগোশ আটকা পড়েছে। দেড় পোয়ার বেশি হবে না মাংস, অনুমান করল রানা। ভাবল, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। দেড় পোয়া মাংস কম হলো কিসে?

পেট পুজো সেরে চারদিকটা আরেকবার দেখে এল রানা। ঝুঁকি নিয়ে সিগারেট ধরাল একটা। ধারণা করল প্রায় ত্রিশ মাইল এগিয়েছে ও উত্তর দিকে। এখান থেকে এখন যদি তির্যকভাবে উত্তর-দক্ষিণের পাহাড়ী পথ ধরে আরও পনেরো মাইল পেরোলেই কাইনোক্সি উপত্যকায় পৌঁছুতে পারবে। ওঠার পথে পারকিনসনদের লগিং ক্যাম্প পড়বে। ক্যাম্পের কাছাকাছি গেলে বিপদ হতে পারে। কিন্তু বিপদের তোয়াক্কা করলে তা আরও বাড়বে, কমবে না, ভাবল রানা। পাল্টা আঘাত হেনে নিস্তেজ এবং ক্রমশ নিশ্চিহ্ন করতে হবে বিপদকে।

লগিং ক্যাম্পে যাবে, ঠিক করল রানা। কিছু একটা গোলমাল করতে হবে ওখানে।

পরদিন দুপুর। মাটির একটা উঁচু ঢেউয়ের মাথায় চড়ে কাইনোক্সি উপত্যকা দেখতে

পেল রানা। শেষবার যখন দেখেছিল তার চেয়ে নতুন পারকিনসন লেক বেশ অনেকটা বিস্তৃত হয়েছে। গাছ কেটে নেয়া বিশাল এলাকার তিন চতুর্থাংশই এখন জলমগ্ন। ওখান থেকে আরও বারো মাইল এগোল রানা। লগিং ক্যাম্পটা দেখতে পেয়ে অদ্ভুত একটা খুশি অনুভব করল ও। ওদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার এই প্রথম একটা সুযোগ পাচ্ছে রানা। এর আগে যা কিছু করেছে সবই ঠেকায় পড়ে। এখন তা নয়, ক্ষতি করার ইচ্ছা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছে ও কিছু একটা দেখাবার জন্যে। নিজের ভেতরে একটা চাপা রাগ অনুভব করছে সে—তাড়া খাওয়া জানোয়ারের আক্রোশ।

ক্যাম্পটার চারদিকে বড় বেশি খোলা জায়গা। ব্যাপারটা পছন্দ না হলেও কিছু করার নেই ওর। ঠিক করল, রাতের অন্ধকারে এগোতে হবে ওকে। দিনের অবশিষ্ট আলো সমস্যাটার সঠিক স্বরূপ বিবেচনা করার পিছনে ব্যয় করল ও।

ক্যাম্পে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে, এটা আবিষ্কার করে প্রথমেই মন খারাপ হয়ে গেল রানার। যাও বা দু'একজন আছে তারা সবাই বুড়ো। পাহারা দেয়া আর রান্নাবান্নার কাজ করার জন্যে এদেরকে রেখে আর সবাই চলে গেছে। কোথায়? উত্তরটা পেতে অসুবিধে হলো না রানার। কাঠুরেদের ডেকে নিয়ে গেছে বয়েড কাজ থেকে, ওর পিছনে লোক সংখ্যা বাড়াবার জন্যে।

ক্যাম্প থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে আকাশে। রান্না হচ্ছে ভেবে পেটের ভিতরটা খিদেয় কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল রানার। আর কিছু না হোক, ভাবল ও, কিছু খাবার সংগ্রহের প্রয়োজনেও ক্যাম্পে না ঢুকলেই নয়।

দু'ঘণ্টায় ছয় জন লোককে দেখল রানা। সন্ধ্যার দিকে প্রস্তুত হয়ে ব্যাগ থেকে একটা চাদর বের করে কোমরে বেঁধে নিয়ে ঢালু মাটির উপর দিয়ে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। জঙ্গলটা পরিচিত, সংক্ষিপ্ত পথ ধরে নামতে খুব বেশি সময় বা শ্রম ব্যয় করতে হলো না। দুটো কাঠের ঘরে আলো জ্বলছে, কাছাকাছি পৌঁছে দেখল রানা। একটু থেমে পা বাড়াতে যাবে, বেহালার করুণ সুর কানে ঢুকতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কে যেন বাজাচ্ছে। করুণ প্রলম্বিত সুর। একইভাবে একই জায়গায় কতক্ষণ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বলতে পারবে না রানা। সন্ধ্যা তখনও গাঢ় রাতের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। চারদিকের বনভূমি স্থির, নিষ্কম্প—থমথম করছে। রানার বুকের ভিতর অদ্ভুত একটা বেদনার অনুভূতি। উদাস একটা ব্যাকুলতা দোলা দিচ্ছে মনটাকে। চোখের সামনে কল্পনায় দেখতে পেল রানা সাদা দাড়ি ভরা একটা জরাগ্রস্ত মুখ, দু'গাল বেয়ে অঝোর ধারায় পানি গড়াচ্ছে, কাঁধে বেহালা ঠেকিয়ে ডান হাতে ছড় টেনে চলেছে বৃদ্ধ—মনে পড়ে যাচ্ছে তার সেই প্রথম যৌবনের একটুকরো সোনালী আলোর মত প্রেমিকার মুখ, টুকটুকে লাল ছিল তার গাল—যে মেয়েটিকে কবে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে জীবনের দীর্ঘ চলার পথে···

হঠাৎ বেহালার আওয়াজ থামতেই সংবিৎ ফিরে পেয়ে চমকে উঠল রানা। খেই হারিয়ে ফেলেছিল ভেবে লজ্জা পেল মুহূর্তের জন্যে। আলো লক্ষ্য করে পা ফেলল সামনে।

ক্যাম্পের কিনারায় পৌঁছে সবচেয়ে কাছের ঘরটাকে রান্নাঘর বলে অনুমান

করল রানা। ধোঁয়া ওটার ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছে চিমনি পথে। দরজাটা আধখোলা। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে একটা জানালার পাশে পৌঁছুল, উঁকি দিল ভিতরে।

ঘরটার মাঝখানে মস্ত বড় একটা মাটির চুলো। তা থেকে ধোঁয়া উঠছে, কিন্তু আগুন প্রায় নিভু নিভু, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ছোট একটা স্টোভ জ্বলছে, একধারে। কি যেন ফুটছে একটা পাত্রে। লোকজন কেউ নেই ভিতরে। নিঃশব্দে দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল রানা। রান্নাঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে। সোজা সেদিকে এগোল।

পাশের ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট। আলুর বস্তায় ঠাসা। চার দেয়াল জুড়ে কাঠের র‍্যাক, সেগুলোতে টিনে ভরা খাবার জিনিস সাজানো। কোমর থেকে চাদরটা খুলে মেঝেতে বিছাল রানা। ভেজানো দরজাটা আধইঞ্চি ফাঁক করে রান্নাঘরটা দেখে নিল আরেকবার। তারপর বিনা দ্বিধায়, নিঃশব্দে র‍্যাক থেকে দুটো করে টিন নামিয়ে পাশাপাশি সাজাতে শুরু করল চাদরের উপর।

পনেরোটা টিন চাদরে বেঁধে কাঁধের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিল রানা। দরজা ফাঁক করে দেখতে গিয়ে আঁৎকে উঠল ও। স্টোভের সামনে বুড়ো এক লোক বসে আছে।

আর কোনও দরজা অথবা জানালা নেই ঘরটায়। রান্নাঘর আবার নির্জন না হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় দেখল না ও।

পনেরো মিনিট পর স্টোভের কাছ থেকে উঠল লোকটা। টেবিল থেকে লবণ নিয়ে আবার ফিরে এসে বসল স্টোভের সামনে। লোকটা খুঁড়িয়ে হাঁটে, বয়সের ভারে বেশ খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছে। ওকে দেখলেই চেঁচিয়ে উঠবে। অথচ বুড়োর গায়ে হাত তোলার প্রশ্নই ওঠে না।

বিপদে পড়ল রানা। লোকটা কি জ্বাল দিচ্ছে, কতক্ষণে শেষ হবে তার রান্নাঘরের কাজ, বুঝতে না পেরে অস্থিরতা অনুভব করল ও। আধঘণ্টার উপর অপেক্ষা করছে, আরও কতক্ষণ বন্দী হয়ে থাকতে হবে কে জানে।

গায়ে হাত না তুলে উপায় নেই, বুড়োকে ভাঁড়ার ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বিষণ্ণ মনে ভাবল রানা। কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো, ঘুরে দাঁড়াল, তারপর সোজা বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে।

দ্রুত রান্নাঘরে পা দিল রানা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। বুড়োটা অদৃশ্য হয়েছে। আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাইরে বেরিয়ে জেনারেটারের আওয়াজ লক্ষ করে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোল রানা। ইতিমধ্যেই একটা বুদ্ধি ঢুকেছে মাথায়।

ক্যাম্পের লাগোয়া একটা ঘরে বসানো হয়েছে জেনারেটার। এটার সাহায্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে ক্যাম্পে। নিরাপত্তার কথা ভেবে সরাসরি ঘরটায় না ঢুকে আশপাশে ঘুর ঘুর করল রানা দশ মিনিট। কারও সঙ্গে দেখা হলো না ওর। আবিষ্কার করল, পাশের ঘরটাই একজন ডাক্তারের ডিসপেন্সারী। দুটো ঘরের মাঝখানে ডিজেল অয়েলের একটা প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক, কমপক্ষে এক হাজার গ্যালন তেল ধরে। প্রায় ভর্তি রয়েছে ট্যাঙ্কটা।

ক্যাম্পের কামারশালাটা খুঁজে বের করতে দু'মিনিট লাগল রানার। একটা

কুঠার নিয়ে ট্যাঙ্কটার কাছে ফিরে এল ও।

নিচের দিকে হালকা করে কুঠারের একটা ঘা বসাল রানা। কাজ হলো তাতেই। তবে শব্দটা হলো চমকে দেবার মত। লাফ দিয়ে তেল বেরিয়ে আসতে শুরু করার আগেই স্যাৎ করে এক পাশে সরে গিয়ে দ্রুত পিছিয়ে এল রানা।

তেল বেরিয়ে পড়ার শব্দে টনক নড়ল ক্যাম্পের। কে, কি হলো, অমুক কোথায় গেল—এই ধরনের প্রশ্ন ভেসে আসছে এদিক ওদিক থেকে।

আপন মনে হাসছে রানা। দিয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা তেলের স্রোত লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়ে সেখানে আর এক সেকেণ্ড দাঁড়াল না ও। হুপ্ করে একটা শব্দ হলো আগুন লাফিয়ে ওঠার। পিছন ফিরে তাকিয়ে রানা দেখল তিন মানুষ সমান লম্বা আগুন মোচড় খাচ্ছে চীনা ড্রাগনের মত।

দ্রুত সরে যেতে শুরু করল রানা। কেউ অনুসরণ করুক তা ওর কাম্য নয়।

বিশ

পরদিন ঘুম ভাঙল রানার মাথার উপর হেলিকপ্টারের শব্দে। চোখ মেলতেই পাতার ফাঁক দিয়ে যান্ত্রিক ফড়িংটাকে উড়ে যেতে দেখল ও মাত্র হাত চল্লিশেক উপর দিয়ে। বয়েডকে পরিষ্কার চিনতে না পারলেও পাইলটের পাশে একজন মাত্র লোককে বসে থাকতে দেখল রানা এবং অনুমান করল লোকটা বয়েড না হয়ে যায় না।

গাছের দুটো ডালের মাঝখান থেকে দড়ি খুলে নিজেকে মুক্ত করল রানা। ব্যাগ নিয়ে নিচে নামতে শুরু করে ভাবল, আগুন জ্বালাবার ফল এত তাড়াতাড়ি ফলতে শুরু করবে ভাবা যায়নি।

ধীরেসুস্থে মুখ হাত ধুয়ে এল রানা সিকি মাইল দূরের একটা ঝর্ণা থেকে। চুলো তৈরি করে আগুন জ্বালল। বেছে বেছে কাঠ ঢোকাল চুলোটায়। যাতে ধোঁয়া না হয়। রান্নার কাজ শেষ হতেই আরেকবার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল 'কপ্টারটা। ঘন পাতার আড়ালে দেখতে পাবে না ওকে পাইলট, জানে রানা। কিন্তু খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলার একটা তাগাদা অনুভব করল ও। মাথার উপর এখন থেকে হয়তো সারাদিনই চক্কর মারবে ওরা। বোঝা যাচ্ছে, মরিয়া হয়ে উঠেছে বয়েড ওর অস্তিত্বের লক্ষণ দেখতে পেয়ে। ওকে খুঁজে বের করার জন্যে এই এলাকার প্রতিটি গাছ কেটে ফেলাতে হলেও পিছপা হবে না সে।

তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ার পর দেহমনের বল যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেল রানার। বয়েড এখন ওর বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করুক, যতজনই লেলিয়ে দিক না কেন—মনে হলো, সামাল দিতে পারবে সে।

শিকারীদের চলাচলের ফলে একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে উত্তর দিকে, সেটা ধরে আধ মাইলটাক এগোল রানা। রাস্তাটা এক জায়গায় একটা চার ফুট উঁচু পাথরের পাড় ঘেঁষে এগিয়েগেছে, অপর দিকে ছয় ফুট নিচু একটা খাদ, একেবারে খাড়া নেমে গেছে। রাস্তাটা ধরে কেউ যেতে চাইলে এই জায়গাটা পেরোতেই হবে তাকে।

প্রায় মন খানেক ওজনের একটা পাথর বয়ে নিয়ে গেল রানা পাথরের উঁচু পাড়ে, সেটাকে রাখল পাড়ের একেবারে কিনারা ঘেঁষে, খুদে একটা পাথরের সঙ্গে ঠেক্ দিয়ে। পরীক্ষা করে দেখে নিল কয়েকবার, মৃদু একটু ধাক্কাতেই পড়ে যাবে সেটা। ব্যাগ থেকে এরপর বের করল রানা খরগোশ ধরার একটা ফাঁদ। মাছ ধরার আঠারো পাউণ্ড টেস্টের নাইলন মোনোফিলামেন্ট লাইন বের করল। ফাঁদের সঙ্গে সুতোটা বেঁধে অপর প্রান্তটা ঝরে পড়া শুকনো পাতার নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে বড় পাথরের ঠেক্-এর সাথে যুক্ত করল।

আধঘণ্টার মত সময় লাগল রানার ফাঁদটা পাততে। উপত্যকার অপরদিক থেকে মাঝেমধ্যেই 'কপ্টারের আওয়াজ ভেসে আসছে শুনতে পাচ্ছে ও। ফাঁদটাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা সেরে পথটা ধরে চারশো গজ উঠে গেল রানা। এখানে পথের দু'পাশে কর্দমাক্ত মাটি। কাদার উপর পায়ের ছাপ ফেলে, জুতোর ঘষায় ঘাস ছিঁড়ে কিছু চিহ্ন তৈরি করল নিজের। তারপর পথ ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ফিরে এল ফাঁদটার কাছে।

পরিকল্পনার বাকি অর্ধেকটা পূরণ করার পালা এবার। পথ ধরে নিচের দিকে নেমে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুল সে। এখানে একটা ঝর্ণা রয়েছে। পথের ধারে ব্যাগ আর চাদরের পোঁটলাটা নামিয়ে ভাবল, এদিকে 'কপ্টারটা আসতে দেরি আছে এখনও।

ক্যানটিনে পানি ভরল রানা। একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে একটা গাছের নিচে বসতে যাবে, অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একেবারে মাথার উপর চলে এল 'কপ্টারটা। অবাক হয়ে উপরে তাকাতে রানা পাতার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল পাইলটকে। চোখ কপালে উঠে গেছে লোকটার। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে অদ্ভুত একটুকরো হাসি ছড়িয়ে পড়ল লোকটার মুখে। মুচকি হাসল রানাও—খসল বয়েডের এক হাজার ডলার।

লাফ দিয়ে আরও নিরাপদ একটা আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটল রানা প্রাণপণে, যেন ধাওয়া করেছে 'কপ্টারটা ওকে, তাতে ও ভয় পেয়েছে। বাতাসে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে ফাঁকা জায়গাটার উপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা দ্বিতীয়বার। এরপর আরেকবার চক্কর মারল বড় একটা বৃত্ত রচনা করে। নাক ঘুরিয়ে দ্রুত ফিরে যেতে শুরু করল উপত্যকার নিচের দিকে। বয়েড পারকিনসন শেষ পর্যন্ত সন্ধান পেতে যাচ্ছে মাসুদ রানার।

ফাঁকা জায়গাটায় ফিরে গিয়ে গায়ের শার্ট খুলে ফেলল রানা। খানিকটা ছিঁড়ে কাপড়ের একটা ছোট টুকরো পথটার ধার ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা ঝোপের গায়ে কাঁটার সঙ্গে আটকে দিল। ওকে যাতে লোকগুলোর অনুসরণ করতে অসুবিধে না হয় তারই জন্যে এই আয়োজন। ব্যাগ আর চাদরের পোঁটলাটা এমন এক জায়গায় রাখল যেখান থেকে ও ফাঁদটা পরিষ্কার দেখতে পারে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। সময়টা অপব্যয় না করে একটা গাছের ডাল কেটে সেটাকে চেঁছে মসৃণ করতে শুরু করল রানা ওর হান্টিং নাইফ দিয়ে।

'কপ্টারটা বড়জোর বাঁধ পর্যন্ত যাবে, ভাবল রানা। লোকজন নিয়ে ফিরে আসতে খুব বেশি সময় নেবে না। দশ মাইলের পথ, ধরা যাক, আট মিনিট লাগবে

পৌঁছুতে। পনেরো মিনিট সময় দেয়া যাক কি করবে তা ঠিক করতে। ফিরতে লাগবে আরও আট মিনিটের মত। তার মানে সর্বমোট আধঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। পাইলট ছাড়া চারজন লোক বয়ে আনবে ওটা। তার বেশি লোকের জায়গা হবে না। অবশ্য, চারজনকে নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে যাবে দ্বিতীয় দলটাকে নিয়ে আসার জন্যে। মাঝখানে, ধরা যাক, বিশ মিনিট সময় পাওয়া যাবে। এই বিশ মিনিটের মধ্যে ওর অচল করে দিতে হবে প্রথম চারজন লোককে।

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর 'কপ্টারটার ফিরে আসার আওয়াজ পেল রানা। শব্দের তেজ অনুমান করে বুঝল ফাঁকা জায়গাটাতেই নেমেছে সেটা। খানিকপরই আবার সেটা আকাশে উঠল, শুরু করল চক্কর দিতে। প্রমাদ গুনল রানা। ফিরে গিয়ে লোক না এনে চক্কর দেবার ইচ্ছা কেন পাইলটের? আনুমানিক সময়ের মধ্যে ওটা যদি ফিরে না যায়, সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে তাহলে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা 'কপ্টারটাকে দক্ষিণ দিকে নাক ঘোরাতে দেখে। ফাঁকা জায়গাটার দিকে সোজা চলে গেছে পথটা, সেদিকে দৃষ্টি ফেলল ও। টোপ এখন গিললেই হয়।

খানিক বাদেই ক্ষীণ একটা চিৎকার শুনতে পেল রানা। কণ্ঠস্বরে উল্লাসের সুর রয়েছে অনুভব করে বুঝতে পারল ও, টোপটা পুরো গিলেছে ওরা। পাতার পর্দার ভিতর থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, পথটা ধরে দ্রুত, প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে দলটা। তিনজনের হাতে অস্ত্র রয়েছে। একটা শটগান, দুটো রাইফেল।

পথটা ধরে ছুটতে ছুটতে উঠে আসছে ওরা। চারজনেরই অল্প বয়স। রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়ে উত্তেজিত। পাশাপাশি জোড় বেঁধে ছুটে আসছে, কিন্তু পথটা যেখানে সরু হয়ে গেছে সেখানে দু'জন একসঙ্গে হাঁটতে পারবে না দেখে পিছিয়ে পড়ল সামনের সারি থেকে একজন।

একজনের পিছনে আরেকজন; মন্থর গতিতে হাঁটছে এখন ওরা। ফাঁদটার কাছে পৌঁছুল। নিঃশ্বাস আটকে রেখে চেয়ে আছে রানা। প্রথম লোকটা এড়িয়ে গেল ফাঁদটাকে। নিরাশার একটা ঢেউ জাগল রানার বুকে। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা সরাসরি পা দিল তাতে, সুতোর টান পড়ল, বড় পাথরের ঠেক্টা স্থানচ্যুত হলো মুহূর্তে। এক মন ওজনের বড় পাথরটা ধুপ করে পড়ল তৃতীয় লোকটার কোমরে, ছিটকে পড়ার আগে তার সামনের লোকটাকে আঁকড়ে ধরে ফেলল সে, তারপর দু'জনেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল ছয় ফুট নিচু খাদে, বড় পাথরটার পিছু পিছু।

মহা হাঙ্গামা লেগে গেল ওদের মধ্যে। ঠিক কি হয়েছে বুঝতে না পেরে যার যা খুশি তাই বলে চিৎকার জুড়ে দিল। সকল চিৎকারকে ছাপিয়ে উঠল আহতদের কাতরানি। শোরগোল একটু স্তিমিত হতে দেখা গেল নিচের খাদে ঘাসের উপর বসে আছে একজন নিজের পা ধরে, সেটা ভেঙে গেছে গোড়ালির একটু উপরে। আরেকজন কোমর বাঁকা করে কাতরাচ্ছে, ব্যথায় নাকি জান বেরিয়ে যাচ্ছে তার।

দলপতিকে চিনতে পারল রানা। সোভাক! প্রায় ছয় ফুটের মত লম্বা, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, পেটা লোহার মত শরীরটা। 'কানা নাকি, অ্যাঁ?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'কোথায় কি আছে দেখে পা ফেলতে পারো না?'

নিতম্বে হাত রেখে আহত লোকটা ভেঙে পড়ল কান্নায়, 'পা ফেলার দোষ

হয়নি, সোভাক। পাথরটা এমনি এমনিই গড়িয়ে পড়েছে আমার ওপর।'

মাত্র বিশ ফুট দূরে ঝোপের ভিতর শুয়ে নিঃশব্দে হাসছে রানা।

খাদ থেকে দ্বিতীয় লোকটা কাতরাচ্ছে। 'আমার পা! আমার পা! সোভাক রে, আমার পায়ের হাড় ভেঙে গেছে···'

খাদে নেমে লোকটার পা পরীক্ষা করতে শুরু করল সোভাক। নিঃশ্বাস আটকে রেখে অপেক্ষা করছে রানা। ফাঁদটার অস্তিত্ব যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে পরিকল্পনার বাকি অংশটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সাবধান না হয়ে এখান থেকে এক পাও সামনে বাড়বে না ওরা। ভাগ্য ভাল, স্বীকার করল রানা, সোভাক দেখতে পায়নি সুতোটা। হয় সেটা ছিঁড়ে গেছে নয়তো পাতার নিচেই রয়েছে এখনও।

উপরে উঠে দু'কোমরে হাত রাখল সোভাক। 'কী অলক্ষুণে কাণ্ড! পাঁচ মিনিটও হয়নি, এর মধ্যে অচল হয়ে গেল একজন—নাকি দু'জন··· কি অবস্থা তোমার, টম?'

'ব্যথায়···হাড় ফেটে গেছে কিনা ঠিক···'

খেঁকিয়ে উঠল সোভাক। 'বুঝেছি, ইনিয়ে-বিনিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে না আর। আর সবাই খানিকপরই এসে পড়বে। তুমি কার্টারের সঙ্গে এখানেই থাকো। আমি আর স্মিথ আগে বাড়ি। প্রতি সেকেণ্ডে এগিয়ে যাচ্ছে ব্যাটা। এসো, স্মিথ।'

ওদেরকে চোখের আড়াল হতে সময় দিল শুধু রানা, পরমুহূর্তে ঝোপ থেকে বেরিয়ে মাথা নিচু করে নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত এগোল সামনের দিকে। কার্টার পা ধরে কাতরাচ্ছে, তার উপর ঝুঁকে পড়েছে টম, ওর দিকে পিছন ফিরে।

এখন আর ছুটছে না রানা। কোমর ভাঁজ করে, মাথাটা যথাসম্ভব নুইয়ে দ্রুত এগোচ্ছে ও। ছাল ছাড়ানো ডালের মোটা মুগুরটা ওর ডান হাতে। শেষ মুহূর্তে কিছু একটা যেন আঁচ করতে পারল টম। ঝট করে পিছন দিকে তাকাল সে।

কিন্তু রানাকে দেখতেই পেল না। মোটা ডালটা তার নাকের উপর পড়াতে থ্যাচ করে শব্দ হলো একটা। হুড়মুড় করে কার্টারের উপর পড়ল সে।

ইতিমধ্যে শটগানটা তুলে নিয়েছে রানা মাটি থেকে। 'খবরদার! চেঁচালেই সাবাড় করে দেব!' কার্টারের আতঙ্কিত দু'চোখের মাঝখানে তাক করল রানা শটগানের নল। 'একবার মাত্র বলব, কথা না শুনলে গুলি বেরুবে এটা থেকে।' যথা সম্ভব কঠিন করল রানা কণ্ঠস্বর, 'চোখ বোজো!'

ভাঙা পায়ের ব্যথা, তার উপর এই অপ্রত্যাশিত বিপদ, ঠক ঠক করে কাঁপছে কার্টার। দ্রুত চোখ বুজল সে। কিন্তু রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আবার চোখ খুলতে যাবে, এমনি সময়ে ঠিক চাঁদি বরাবর পড়ল মুগুরটা। ঠাস করে আওয়াজ হলো। মুখ তুলল ও। না, দেখা যাচ্ছে না সোভাক বা স্মিথকে। ফিরে আসছে না কেউ।

কার্টারের গা থেকে টেনে হিঁচড়ে নামাল রানা অচেতন টমকে। কোমর থেকে বেল্ট খুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে দু'টুকরো করল সেটাকে। পা এবং হাত জোড়া বেঁধে তার মুখে রুমাল গুঁজে দিল একটা।

আর এক মুহূর্ত দেরি করল না রানা। শটগানটা হাতে নিয়ে সোভাক আর স্মিথের উদ্দেশে ছুটল।

চার মিনিটের বেশি পেরোয়নি, ভাবছে রানা। কর্দমাক্ত জায়গাটায় ওরা

পৌঁছুবার আগেই সেখানে ওকে পৌঁছে যেতে হবে। অবশ্য ওদের পথটা বিরাট একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে এগিয়ে গেছে, কিন্তু রানা ছুটছে সরলরেখা ধরে। তার মানে অনেক কম দূরত্ব পেরোতে হবে ওকে। যতটা সম্ভব দ্রুত দৌড়ে ওদের আগেই পৌঁছে গেল রানা নির্দিষ্ট জায়গায়। পথের পাশে একটা লম্বা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে।

ওদের এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া গেল। আগে আগে আসছে সোভাক, সেই কাদার মধ্যে রানার পায়ের ছাপ দেখতে পেল। 'স্মিথ! পথ ভুল করিনি আমরা। এদিক দিয়েই গেছে ব্যাটা। পায়ের দাগ দেখো, খানিক আগেই গেছে।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সে। তাকে যেতে দিল রানা। পাঁচ সাত হাত পিছনে স্মিথ। মাথা নাড়ল রানা। তোমাকে যেতে দিচ্ছি না! দুই হাতে ব্যারেল ধরে উল্টো করে তুলল বন্দুকটা মাথার উপর। স্মিথের মাথাটা দেখা দিতেই সাঁই করে নামিয়ে আনল সেটা।

কাদার উপর ধপাস করে পড়ল শরীরটা। জ্ঞান হারিয়েছে স্মিথ আগেই। আওয়াজ পেয়ে 'কি হলো,' বলেই চরকির মত ঘুরল সোভাক। প্রথম দেখল সে শটগানের নল, ওর বুক থেকে মাত্র দুই হাত দূরে। তারপর দেখল শটগানধারী রানাকে। 'রাইফেল ফেলো,' নির্দেশ দিল রানা।

নির্দেশ পালন করতে দ্বিধা করল না সোভাক। বোকার মত দেখাচ্ছে তাকে। কাদার মধ্যে ছেড়ে দিল সে রাইফেলটা।

'বিগ প্যাট কোথায়?'

দ্রুত সামলে নিচ্ছে সোভাক নিজেকে। রানার প্রশ্ন শুনে ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। 'আকাশে—তোমাকে নিতে আসছে সে।'

'খুশির খবর,' মুচকি হেসে বলল রানা। অবাক হয়ে গেল সোভাক। শটগানটা নাড়ল রানা। সোভাককে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে গেল খানিকটা। 'স্মিথকে কাঁধে তুলে নাও। বয়ে নিয়ে চলো ফিরতি পথে। সাবধান, রাইফেলটার দিকে হাত বাড়িয়ো না। উড়িয়ে দেব মাথার খুলি।'

নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সোভাক। স্মিথের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'কুইক!' তাড়া লাগাল রানা।

বিমূঢ় একটা ভাব ফুটে উঠেছে সোভাকের চোখমুখে। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না। পিছন থেকে রানা শটগানের নল দিয়ে গুতো মারতে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি কাঁধে তুলে নিল সে অজ্ঞান দেহটা।

ফাঁদের কাছে ফিরে এল ওরা। সোভাককে দেখেই চিৎকার করে উঠতে গেল টম, কিন্তু তার পিছনে রানাকে দেখতে পেয়েই হপ্ করে বুজে ফেলল মুখটা। স্মিথের জ্ঞানহীন দেহটা রানার কথামত খাদের নিচে, টমের শরীরের উপর ফেলল সোভাক। তারপর অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে নিচে নামল সে। তারপর কয়েক পা হেঁটে দূরে সরে গেল ও।

এক হাতে শটগান নিয়ে নামতে গিয়ে অসুবিধে বোধ করল রানা। লাফ দিল ও। ওর পতনের আওয়াজ পেয়েই চরকির মত ঘুরল সোভাক। কিন্তু রানা ইতিমধ্যেই তাল সামলে নিয়ে শটগান তুলে ধরেছে দেখে স্থির হয়ে গেল, চোখের

পাতা পর্যন্ত নাড়তে সাহস পেল না আর।

'প্যান্ট খোলো,' সোভাককে বলল রানা। 'ওটা দিয়ে স্মিথের হাত-পা বাঁধো।'

দাঁতে দাঁত ঘষল সোভাক। কিন্তু বোতাম খুলতে শুরু করল প্যান্টের।

স্মিথের হাত-পা বাঁধার কাজ শেষ করে এনেই রানাকে ধরাশায়ী করার শেষ চেষ্টা করল সোভাক। তার ভাগ্য খারাপ, কেননা ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে উল্টো করে শটগান তুলছিল রানা কুঁদো দিয়ে মাথায় আঘাত করার জন্যে। বিদ্যুৎবেগে একপাশে সরে গিয়ে লাফ দিল সোভাক রানার দিকে। শটগানের কুঁদোটা পড়ল তার চোয়ালে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সোভাক, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে চোখমুখ।

এক পা পিছিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে সোভাকের পাঁজরে একটা লাথি মারল রানা। বালির বস্তার মত ধুপ করে পড়ল সোভাক মাটিতে। লাথির সঙ্গে সঙ্গেই কড়াৎ করে একটা শব্দ এসেছিল সোভাকের পাঁজর থেকে, কিন্তু সেদিকে মোটেই খেয়াল দিল না রানা।

সোভাকের শরীর সার্চ করে একটা বিনকিউলার, ছোট একটা হাতুড়ি, বুলেট আর একজোড়া হাতকড়া পেল রানা। স্মিথের পকেট হাতড়াবার সময় আর হলো না। 'কপ্টারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ফিরে আসছে পাইলট। বিগ প্যাট কি থাকবে দলে? ভাবছে রানা।

কাগজ কলম বের করে দ্রুত একটা লাইন লিখল রানা ইংরেজিতে। 'এই পরিণতি যার কাম্য সে যেন আমার পিছু নেয়—রানা।'

কাগজের টুকরোটা কোথায় রাখা যায় ভাবতে ভাবতে এদিক ওদিক তাকাল ও। সোভাকের খোলা মুখটা পছন্দ হলো ওর। হাঁ করা মুখের ভিতর চিরকুটটা গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। হাতে শটগান।

দ্রুত উঠে যাচ্ছে হাইল্যাণ্ডের দিকে।

একুশ

পরবর্তী দুটো দিন উত্তর কাইনোক্সি উপত্যকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকল রানা। সাহস যোগানোর জন্যে বয়েডকে তার শিকারীদের উদ্দেশ্যে আর একটা ভাষণ দিতে হয়েছে, এ ব্যাপারে রানা নিশ্চিত। ওর খোঁজে তারা ক্রমে উপত্যকার উত্তরে আসছে, কিন্তু সবসময় কমপক্ষে ছয়জনের একটা দল নিয়ে। দশ গজ এগোতে হলেও গোটা দল একসঙ্গে এগোচ্ছে, দেখেছে রানা। ওকে অবশ্য এখনও কোন দলের চোখে পড়তে হয়নি। ও একা বলেই একটা অবিচ্ছিন্ন দলের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা সহজ হয়েছে। সেদিন ওদের শায়েস্তা করে অন্তত এটুকু লাভ হয়েছে ওর।

এক এক করে আরও বারোটা ফাঁদ পেতেছে রানা ইতিমধ্যে। কিন্তু একটা ছাড়া বাকিগুলো কোন সুফল বয়ে আনেনি। অবশ্য একটা ফাঁদই খুব কম কেরামতি

দেখায়নি। আরও দু'জন তাদের পা হারিয়েছে, একজনের হাত ভেঙেছে। তিনজনকে নিয়ে উড়ে যেতে দেখেছে রানা কপ্টারটাকে।

চুরি করা খাবার শেষ হয়ে এসেছে রানার। মস্ত একটা বিপদের সঙ্কেত এটা। লগিং ক্যাম্পে আবার ঢুঁ মারার চেষ্টা করাটা হবে ভয়ঙ্কর ঝুঁকির ব্যাপার। বয়েড ওদিকের পথে যথেষ্ট কাঁটা পুঁতে রেখেছে ধারণা করা যায়। সুতরাং, পুব মুখো হয়ে শীলার আস্তানার দিকে যেতে চায় রানা এবার।

শীলাকে পাওয়া যেতে পারে ওখানে। খাবারেরও কোন অভাব হবে না। বয়েড কি করছে তা শীলার মাধ্যমে হ্যামিলটনকে জানাবার একটা সুযোগ হতে পারে ওখানে গেলে।

বয়েডের লোকদের ফাঁকি দিয়ে দু'বার চেষ্টা করেছে রানা পুবদিকে পৌঁছুবার। দু'বারই বয়েড বাহিনীর অস্তিত্ব টের পেয়ে পিছিয়ে এসে ঘুর পথ ধরে এগোবার চেষ্টা করতে হয়েছে ওকে। অবশ্য আজ, তিনবারের বার, সফল হয়েছে ও। ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে শত্রুপক্ষের তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে।

সন্ধ্যা নামছে উপত্যকায়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে শুয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে শীলার বাড়িটা দেখছে রানা। বড় হতাশ হতে হয়েছে ওকে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুমায়নি ও। শরীরটা এমনিতেই সহ্যসীমার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। তার উপর এই অশুভ লক্ষণ: শীলার বাড়িতে আলো নেই।

শীলা কি তবে নেই ওখানে? ভাবতে ভাবতে কঠোর হয়ে উঠল রানার মুখ। বয়েড কি এত বড় পাগল, শীলার কোনরকম ক্ষতি করার আগে আগু-পিছু ভেবে দেখবে না?

মিটমিট করে আলো জ্বলছে বাড়িটার শেষ প্রান্তের একটা কামরায়। বুড়ো ডিকসনের কামরা ওটা, জানে রানা। ভাবল, ওর কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সন্ধ্যার পরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল রানা। বাড়িটার উপর কেউ নজর রাখছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় দেখল না ও। বাড়ির ভিতর কেউ ওত পেতে বসে আছে কিনা তাই বা কে জানে?

সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে পড়ল রানা। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নামতে শুরু করল নিচে।

সন্তর্পণে বাড়ির ভিতর ঢুকল রানা। পাঁচিল টপকাতে হলো ওকে। ডিকসনের কামরায় আর কেউ আছে কিনা জানালা দিয়ে দেখে নিয়ে দরজায় নক করল ও।

'যেই হও, খুলছি না দরজা!' ভিতর থেকে জানিয়ে দিল ডিকসন দৃঢ় কণ্ঠে।

'ডিকসন, আমি রানা।'

সাড়া দিল না আর ডিকসন। আবার নক করতে যাবে রানা, দরজা খুলে গেল। 'ঢোকো, ঢোকো তাড়াতাড়ি! দেখতে পেলে তোমাকে খেয়ে ফেলবে ওরা!'

ভিতরে ঢুকল রানা। দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিয়ে রানার দিকে ফিরল ডিকসন। তার মুখের কালচে হয়ে ওঠা ক্ষতচিহ্নগুলো দেখে যা বোঝার বুঝে নিল রানা। ও চেয়ে আছে দেখে মাথা নিচু করে নিল বৃদ্ধ।

'কে?' সংক্ষেপে জানতে চাইল রানা।

'বয়েড,' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখের পানি লুকাল ডিকসন। 'আর বিগ প্যাট,' ঝট করে বুড়ো তাকাল রানার দিকে। 'কিন্তু হয়েছেটা কি, মি. রানা? মিস ক্লিফোর্ড কোথায়?'

'শীলা নেই এখানে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। ব্যাকুল দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে। 'তুমি জানো না, মি. রানা? মিস ক্লিফোর্ড এক হপ্তা আগে সেই যে গেছে এখনও তার কোন খবর নেই। কি হয়েছে তার? কোথায় সে?'

'চিন্তা কোরো না,' কেঁপে গেল রানার গলাটা রাগে। মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল দুটো হাত। 'শীলার খবর জেনে নেব আমি।'

'মি. রানা, তুমি গাফ পারকিনসনকে মারতে গেলে কেন?'

চমকে উঠল রানা। 'তুমিও বয়েডের কথা বিশ্বাস করেছ? না, ডিকসন, মি. গাফকে আমি মারিনি। তিনি হার্ট অ্যাটাকের ফলে পড়ে গিয়েছিলেন। তার কোন খবর জানো?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ডিকসন। 'বোধহয় মারা গেছে, তা নাহলে ফোর্ট ফ্যারেলে এমন অনাসৃষ্টি শুরু হয় কিভাবে?'

'মারা গেছে, অনুমান করে বলছ?'

'জানি না, কেউ বলেনি আমাকে কিছু।'

'মারল কেন ওরা তোমাকে?' জানতে চাইল রানা।

'মিস ক্লিফোর্ডের চাবি ওদের দিতে চাইনি বলে।' ডিকসন হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে উঠল। 'কি বোকা আমি। মি. রানা, তোমার বিশ্রাম দরকার...'

'ছয়দিন পালিয়ে বেড়াচ্ছি,' বলল রানা। 'আমার মাথার দাম ধরা হয়েছে পাঁচ হাজার ডলার। ইচ্ছা করলেই বয়েডকে খবর পাঠিয়ে টাকাটা রোজগার করতে পারো তুমি।'

সব ভুলে হেসে উঠল ডিকসন। 'পাঁচ হাজার ডলার আবার একটা টাকা নাকি? মিস ক্লিফোর্ড আমার নামে পঞ্চাশ হাজার ডলার ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে রেখেছে। পেটে খিদের মেজাজ কি রকম, মি. রানা?'

'নষ্ট হয়ে গেছে খিদে,' বলল রানা। হাসছে। 'দুটোর বেশি হাঁস খেতে পারব না।'

'সে ব্যবস্থা করা যাবে,' উৎসাহের সঙ্গে বলল ডিকসন। 'আজই গোটা ছয়েক হাঁস মেরেছি আমি।' হেসে ফেলল সে। 'আর কোন কাজ নেই তো, তাই ওদেরকে মেরেই গায়ের ঝাল মেটাই। ভাল কথা, প্রচুর স্টু আছে, গরম করতে যা দেরি, দেব এনে? ইতিমধ্যে শাওয়ারটা সেরে নাও মিস ক্লিফোর্ডের বাথরুমে গিয়ে।' পকেট থেকে চাবির গোছাটা বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

'এই চাবির জন্যে অপমানিত হয়েছ তুমি।' বলল রানা। 'ওদেরকে দাওনি, কিন্তু আমাকে দিচ্ছ যে?'

'ওরা কে!' বলল ডিকসন। 'কিন্তু তুমি মিস ক্লিফোর্ডের বন্ধু।'

খাওয়া দাওয়ার পর শীলার বেডরুমে ঢুকল রানা। বালিশে মাথাটা ঠেকার

অপেক্ষা ছিল শুধু, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

চোখে রোদ লাগতে ঘুম ভেঙে গেল রানার। কাপড় পরে বাড়িময় ঘুরে কোথাও দেখল না ডিকসনকে। শীলার ছোট্ট কিচেনটায় একটা স্টোভ, একটা ফ্রাইপ্যান, ছয়টা ডিম, এক পাউণ্ড কেক আর কফির সরঞ্জাম দেখল ও।

নাস্তা সেরে কফির দ্বিতীয় কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, এমন সময় ছুটন্ত পদশব্দ ঢুকল ওর কানে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখল হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির ভিতর ঢুকছে ডিকসন।

ঝড়ের বেগে হলরুমে ঢুকল সে। 'মি. রানা, পালাও। একদল লোক···এদিকেই আসছে···দশ মিনিটও লাগবে না পৌঁছুতে···'

গায়ে কোটটা চড়িয়ে ব্যাগটা তুলে নিল রানা কাঁধে।

'তোমার ব্যাগে কয়েকটা জিনিস ভরে রেখেছিলাম রাতে, আর সব জিনিস আজ সকালে ভরব ভেবেছিলাম, কিন্তু...'

'দরকার নেই,' বলল রানা। 'ধন্যবাদ, ডিকসন। শোনো, জরুরী একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। প্রথম সুযোগেই ফোর্ট ফ্যারেলে যাবে তুমি। আমাকে যে তাড়া করে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে এ ব্যাপারে যা জানো সব জানাবে সার্জেন্ট হ্যামিলটনকে। এবং চেষ্টা করবে লংফেলো আর শীলার খোঁজ করতে। পারবে?'

'পারব, পারব,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ডিকসন, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে। 'তাড়াতাড়ি রওনা দাও, মি. রানা। ওরা পৌঁছে যাবে এখুনি।'

'তোমার আতিথেয়তার কথা ভুলব না,' হলরুম থেকে বেরুবার আগে বলল রানা। 'আবার দেখা হবে।'

আবার সেই জঙ্গল। দ্রুত পাহাড়ে উঠে গত রাতে যেখান থেকে কেবিনের দিকে চোখ রেখেছিল সেই জায়গায় পৌঁছুল রানা। উপুড় হয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও।

তিন মিনিট পর শীলার বাড়ির সামনে দেখা গেল বয়েড বাহিনীকে। সংখ্যায় ছয়জন। গোটা বাড়িটা তিনবার করে সার্চ করল ওরা। পাহাড় থেকে বুঝতে পারল রানা, তালা ভেঙে শীলার বেডরুমেও ঢুকল ওরা। পরিষ্কার বুঝল, খুঁজছে ওকে।

ওকে খুঁজতেই এসেছে ওরা, সন্দেহ নেই। কিন্তু জানল কিভাবে?

ভাবতে ভাবতে সমাধানটা বের করে ফেলল রানা। নিশ্চয়ই দূরে কোথাও লোক ছিল বাড়িটার দিকে নজর রাখার জন্যে। গতরাতে সেই দেখেছে শীলার কামরায় আলো জ্বলতে।

বোকামিটা ওর, সন্দেহ নেই, বুঝতে পারল রানা। শীলার রুমে আলো জ্বালা উচিত হয়নি।

ঠোঁট কামড়ে ধরে আবার বিনকিউলার তুলল চোখে রানা। গ্যারেজের সামনে শীলার মাইক্রোবাসটা দাঁড়িয়ে আছে, একজন লোক কি যেন করছে এঞ্জিনের উপর ঝুঁকে পড়ে। খানিকপর সিধে হলো লোকটা। তার হাতে একগাদা তার দেখতে পাচ্ছে রানা।

ফোর্ট ফ্যারেলে যাওয়া হচ্ছে না ডিকসনের, বোঝা গেল।

বিপদ হয়ে দেখা দিল আবহাওয়া। মাথার কাছাকাছি নেমে এল দিগন্তজোড়া মেঘ, তুমুল বৃষ্টি হলো একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা, তারপর নেমে এসে মাটি ছুঁলো গাঢ় কুয়াশা। দুর্যোগের ভাল দিক এইটুকুই, ভাবল রানা, খুব কাছ থেকেও ওকে কেউ দেখতে পাবে না। আর একটা ব্যাপার, 'কপ্টারটাকে অচল করে রেখেছে এই দুর্যোগ।

একটানা ছয় ঘণ্টা, তারপর আধঘণ্টা বিরতির পর আবার একটানা তিনঘণ্টা ভিজতে হলো রানাকে। সর্দি লেগে গেল। জ্বর জ্বর ভাব। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কাবু করে ফেলল ওকে। প্রতিকূল সময়ে একটা হাঁচি মৃত্যু ডেকে আনতে পারে ভেবে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকল রানা। বৃষ্টির মধ্যে নতুন উদ্যমে খোঁজা শুরু করেছে বয়েড। তার বাহিনী ছোট একটা এলাকার ভিতর ঘেরাও করে এনেছে রানাকে। তিন বর্গমাইলের বেশি হবে না সেটা। বয়েডের বেড়া টপকে চট করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তা বুঝেছে রানা গত চব্বিশ ঘণ্টায় তিনবার বাধা পেয়ে। কর্ডনটা নিখুঁত হয়েছে, এবং ক্রমশ সেটা ছোট করে আনছে ওরা। এখন আর রানা ধারণা করতে পারছে না ঠিক কত লোককে লেলিয়ে দিয়েছে বয়েড ওর পিছনে। যদি পাঁচশো বা তার বেশি হয় তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

চতুর্থবার কর্ডন ভেদ করতে গিয়ে কুয়াশার মধ্যেও দেখে ফেলল ওরা রানাকে। চারদিক থেকে মুষলধারে বৃষ্টির মত ছুটে এল বুলেট।

কাদার উপর দিয়ে ক্রল করে পিছিয়ে এসে প্রাণটা বাঁচাল রানা কোনমতে। যদিও উরুর খানিকটা চামড়াসহ আধ ছটাক মাংস হারাতে হলো ওকে। ভাগ্য ভাল যে বুলেটটা হাড়ে গিয়ে লাগেনি।

এক মাইল পিছিয়ে এসে একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসল রানা। উরুতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিয়ে আবার দাঁড়াল দু'পায়ে। পরনের কাপড় শুকায়নি এখনও। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে হাত-পায়ের চেহারা। নাক দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। অবস্থা কাহিল, মনে মনে স্বীকার করল রানা। কিন্তু অবস্থা যত কাহিলই হোক, চলার মধ্যেই থাকতে হবে ওকে, ভাবল ও। থামলেই বিপদ, নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে স্রেফ গলাটা দু'ফাঁক করে দেবে ওরা।

একটুর জন্যে ধাক্কা খেল না রানা ভালুকটার সঙ্গে। রাগে গরগর করে উঠল পশুটা, সামনের পা দিয়ে মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা মারল কয়েকটা, পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে আট ফুট উঁচু হয়ে দাঁড়াল, মস্ত হাঁ করে দাঁত দেখিয়ে দিল রানাকে। পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে এল রানা, তাকিয়ে থাকল ভীত-বিস্মিত দৃষ্টিতে।

ভয় পেয়ে রানাকে পিছিয়ে যেতে দেখে চার পা ভাঁজ করে আগের ভঙ্গিতে বসল সেটা, রসাল একটা গাছের শিকড় চিবুতে শুরু করল আবার। রানার দিকে লক্ষ রেখেছে এক চোখে, দু'একবার গরগর করে জানিয়ে দিচ্ছে: খবরদার, আর এক পা কাছে এগোলে তোমার একদিন কি আমার একদিন!

ভালুকটা যাতে বিরক্ত না হয় সেজন্যে সরে গিয়ে একটা গাছের পিছনে দাঁড়াল রানা, ভাবতে লাগল কি করা যায় এখন।

কিছুই না করে চলে যেতে পারে রানা। ওর কেটে পড়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার হবে। কিন্তু মাথায় এখন অন্য বুদ্ধি খেলছে। আটশো পাউণ্ড ওজনের একজন মিত্র হতে পারে ভালুকটা, কৌশলে যদি ব্যবহার করতে পারে ওটাকে। খেপা একটা ভালুকের মুখোমুখি হবার সাহস হবে না কাঠুরেদের।

দ্রুত ভাবতে লাগল রানা। সবচেয়ে কাছাকাছি আছে যে দল সেটা আধ মাইলটাক দূরে। ধীর গতিতে আরও কাছে এগিয়ে আসছে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, হাঁটার সময় যথেষ্ট শব্দ করে থাকে তারা। খানিকক্ষণের মধ্যেই ভালুকটা তাদের আওয়াজ শুনতে পাবে। রানার এগিয়ে আসা টের পায়নি, তার কারণ, স্রেফ প্রাণ রক্ষার তাগিদে নিঃশব্দ পায়ে হাঁটার সবরকম কৌশল প্রয়োগ করতে হচ্ছে ওকে।

ওদের শব্দ পেয়ে সরে যাবে ভালুকটা, কিন্তু যেদিকে সরে যাওয়ার কথা তার উল্টো দিকে যদি ওকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে কর্ডন ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? ভালুকটাকে মানুষের সাড়া পেয়ে সরে যেতে না দিয়ে শত্রুদের দিকে ছুটতে বাধ্য করা, ভাবতে যত সহজ, কাজটা তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বলে মনে হলো রানার।

কঠিন মনে হলেও, নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল না রানা। মিনিটখানেক মাথা ঘামাবার পর উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। পকেট থেকে কয়েকটা শটগানের শেল বের করল ও। হান্টিং নাইফ দিয়ে প্রতিটি শেল চিরতে শুরু করল। সীসাগুলো ফেলে দিয়ে রাখল শুধু পাউডার চার্জ। একটা দস্তানার উপর পাউডারের স্তূপ তৈরি করে, জিনিসটাকে শুকনো রাখার জন্যে মুড়ে ফেলল সেটা।

পায়ের নিচে মাটির কোন চিহ্ন নেই। পাইনের কাঁটা পুরু কার্পেটের মত বিছিয়ে আছে। পাইন কাঁটার একটা বৈশিষ্ট্য হলো, অনেকটা কচু পাতা বা হাঁসের পালকের মত, গায়ে পানি মাখে না। ছুরি দিয়ে পাইন কাঁটার কার্পেট খুঁড়তে শুরু করল রানা। খুব বেশি খুঁড়তে হলো না, খানিকটা নিচেই শুকনো, খড়খড়ে জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করল ও।

কাজ করছে, কিন্তু ভালুকটার দিক থেকে দুই সেকেণ্ডের বেশি সময়ের জন্যে চোখ সরায়নি ও। একমনে চিবুচ্ছে ওটা, এখনও মোটাসোটা শিকড়টাকে, এবং সতর্ক একটা চোখ রেখেছে রানার দিকে। কর্তা জানে, যতটুকু দূরত্বকে ভালুকটা ভদ্র-দূরত্ব বলে মনে করে, তার বাইরে থাকলে কিছুই বলবে না সে ওকে। তবু, সাবধানের মার নেই ভেবে, কাছাকাছি একটা গাছ বেছে রেখেছে ও, বিপদ দেখলেই যাতে চড়ে বসা যায়।

কোটের সাইড পকেট থেকে একটা সরকারী জিওলজিক্যাল ম্যাপ আর একটা নোটবই বের করল রানা। ম্যাপটা ছিঁড়ল লম্বা লম্বা ফালি করে, নোটবই থেকে খুলে নিল একটা একটা করে পাতা। নোটবইয়ের পাতাগুলোকে ছোট ছোট কাগজের কাঠিতে পরিণত করল রানা পাকিয়ে। শুকনো পাইন কাঁটা আর কাঠিগুলোর কয়েকটা দিয়ে বৃত্ত তৈরি করল একটা। বৃত্তের মাঝখানে বসাল তিনটে তাজা কার্তুজ। ভালুকটার ডাইনে ও বাঁয়েও এই রকম আরও দুটো বৃত্ত রচনা করল সে কাগজ আর শুকনো পাইন কাঁটা দিয়ে। তিনটে করে তাজা কার্তুজ বসিয়ে দিল

বৃত্তের মাঝখানে। এবার ম্যাপের লম্বা ফালির উপর গান পাউডার ছিটিয়ে ইংরেজি 'V' অক্ষরের মত সরলরেখায় যুক্ত করল তিনটে বৃত্তকে। এখন যে কোন এক জায়গায় আগুনের একটা কণা ছোঁয়ালেই আগুন পৌঁছে যাবে তিন বৃত্তে।

কাজ শেষ করে বেশ খানিকক্ষণ কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল রানা। ভালুকটার পিছন থেকে এখনও কোন সাড়া শব্দ নেই শত্রু পক্ষের। রানাকে নড়তে চড়তে দেখে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গরগর করে সাবধান করেছে ভালুকটা ইতিমধ্যে কয়েকবার, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে যুদ্ধংদেহী ভাব নিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্র-দূরত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে না দেখে আবার বসে মন দিয়েছে নিজের কাজে।

কাজ শেষ করে বয়েড বাহিনীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রানা। হাতে মোম দিয়ে মোড়া দিয়াশলাইয়ের কাঠি। ভালুকটাই সতর্ক করে দেবে ওকে, জানে রানা, কেননা ওর আর শত্রুদের মাঝখানে বসে রয়েছে ওটা। বগলে শটগানটা চেপে ধরে আছে রানা। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না ভালুকটার উপর থেকে।

ক্ষীণ একটু আওয়াজও টের পেল না রানা, কিন্তু ভালুকটা পেল। নড়ে উঠে মাথাটা ঘোরাল সে। এদিক ওদিক দোলাচ্ছে, ফণা তোলা গোখরো সাপের মত ছোবল মারার ভঙ্গিতে। কাঁপা, কর্কশ, রোমহর্ষক শব্দ করতে শুরু করল। সশব্দে ঘ্রাণ নিচ্ছে বাতাস থেকে। এবং অকস্মাৎ ছোট্ট একটা গর্জন করেই রানার দিক থেকে ঘুরে গিয়ে পিছন ফিরল।

দশ সেকেণ্ড পর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পিছিয়ে আসতে শুরু করল বিশাল ভালুকটা রানার দিকে। কিছু একটা আসছে ওর দিকে, টের পেয়েছে ভালুকটা। ঠিক ভয়ে নয়, অযথা গোলমালে জড়াতে চায় না বলেই পিছিয়ে আসতে শুরু করল সে। অস্বস্তির সঙ্গে রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে, যেন সন্দেহ করছে ফাঁদে আটকা পড়ে যাচ্ছে সে।

ঢোক গিলল রানা। কোন ভালুক যখন বুঝতে পারে তাকে ফাঁদে আটকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন সে যে কী ভয়ঙ্কর দুর্দমনীয় একটা মূর্তিমান প্রলয় হয়ে ওঠে, জানা আছে রানার। এই অবস্থায় একজন মানুষের জন্যে সবচেয়ে মঙ্গলজনক কাজ হলো কেটে পড়া।

এতক্ষণে রানার কানেও ঢুকল মানুষের গোয়ের শব্দ।

ঝুঁকল রানা। দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা জ্বেলে বাম পাশের দুই বৃত্তের মাঝামাঝি জায়গায় গান পাউডারের রেখার উপর ছোঁয়াল আগুনটা। মুহূর্তে সাদা আর নীলচে ছোট ছোট ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে ছুটতে শুরু করল আগুন রেখাটা ধরে দুই দিকে।

পিছিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ আগুন দেখে থমকে দাঁড়াল ভালুকটা। চাপা গর্জন ছাড়ল একটা, তারপর ঘুরে এগিয়ে এল কয়েক পা। রানার মনে হলো ওকেই প্রধান শত্রু ধরে নিয়ে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানোয়ারটা। সত্যিই এগোতে দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। হিতে বিপরীত না হয়ে যায়! আকাশের দিকে বন্দুক তুলেই ফায়ার করল রানা। আওয়াজটা শুনেই থমকে দাঁড়াল আবার বিশাল ভালুকটা। খানিকটা পিছিয়ে গেল। অনিশ্চয়তায় ভুগছে। কি করবে দিশে পাচ্ছে না। তিন দিকে আগুনের রেখা।

এমনি সময়ে ভালুকটার পিছন থেকে একটা উত্তেজিত চিৎকার ভেসে এল। গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসছে এই দিকেই।

বামদিকে এগোতে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে ওদিকের বৃত্ত থেকে প্রচণ্ড শব্দে ফাটল একটা শেল। এক লাফে দিক পরিবর্তন করল ভালুকটা। কিন্তু যাবে কোনদিকে—ডান দিকের বৃত্ত থেকে আধ সেকেণ্ডের ব্যবধানে ফাটল দুটো কার্তুজ। বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে দিশা হারিয়ে ফেলল একেবারেই। কয়েক সেকেণ্ড পাগলের মত ছুটাছুটি করল এদিক ওদিক—কয়েক পা গিয়েই থামে, দিক বদলে ছুটে যায় অন্য দিকে।

এমনি সময়ে তিনটি বৃত্তের বাকি সব ক'টা শেল ফাটল একসঙ্গে। এতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জানোয়ারটা, একমাত্র যে দিকটা থেকে বিকট শব্দ হচ্ছে না পাহাড়ের মত শরীরটা নিয়ে সেদিকে ঘুরেই লাগাল ছুট।

সিদ্ধান্ত যেন আবার পরিবর্তন না করে সেজন্যে ওটার লেজের ডগা উড়িয়ে দিল রানা গুলি করে। তারপর দমকা বাতাসের মত উড়ে চলল ওটার পিছন পিছন ধাওয়া করে।

ভালুকটা তার পথের মাঝখানে যে ক'টা ছোট ছোট গাছ পেল ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলল একের পর এক। প্রায় আধটন ওজনের গতিবেগ সহ্য করার ক্ষমতা এদিকের বেশির ভাগ গাছেরই নেই। ঝোপ ঝাড় মাড়িয়ে, গাছ উপড়ে ফেলতে ফেলতে দ্রুত রানাকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে ছুটছে তো ছুটছেই। ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠা জঙ্গলের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে তিনজন লোক, হঠাৎ দেখতে পেল রানা। বিকট দর্শন ভালুকটাকে দেখামাত্র প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল ছুটতে শুরু করে দিল। এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল একজনের, চোখে শর্ষে ফুল দেখল সে। ভালুকটা থামল না তার সামনে। পাশ ঘেঁষে ছুটে যাবার সময় শুধু থাবা মারল একটা। পর মুহূর্তেই রানা দেখল লোকটা পড়ে গেছে কাত হয়ে, একদিকের নিতম্বে মাংস নেই, সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। কাছে গিয়ে দেখল যাবার সময় এক পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে গেছে ওকে বিশাল জানোয়ারটা। লোকটার একপাশের সব ক'টা পাঁজর ভেঙে গেছে, চোখা হাড় বেরিয়ে পড়েছে চামড়া ফুঁড়ে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। আরও অনেকটা সামনে থেকে মানুষের চিৎকার আর গুলির শব্দ কানে ঢুকল ওর। আবার ছুটতে শুরু করল সে দানবটার পিছু পিছু। পঁচিশ গজ পেরিয়ে স্যাঁৎ করে একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল ও। খুব কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বয়েড বাহিনীর একজন। রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করছে ভালুকটার দিকে। ভালুকটা মারা পড়লে কর্ডন ভেদের আর কোন সুযোগ পাবে না রানা।

লোকটার ডান পাশে রয়েছে রানা। আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটল ও। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে পায়ের একটা শব্দ করে ফেলায় নির্ঘাত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হলো ওকে।

চরকির মত আধপাক ঘুরে রানার বুকের দিকে রাইফেল তাক করল লোকটা। পিছলে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ওর বুকের কাছ থেকে মাত্র দুই হাত সামনে রাইফেলের নল।

চকচক করছে লোকটার চোখ দুটো সাফল্যের আনন্দে। মনে মনে ধন্যবাদ

দিল সে বয়েডকে, দেখামাত্র রানাকে গুলি করার নতুন নির্দেশ দিয়েছে বলে। পাঁচ হাজার ডলার এখন শুধু একবার ট্রিগার টিপে দিলেই পেয়ে যাবে সে।

শরীরের দু'দিকে দু'হাত রানার অনেকটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে, খানিকটা আক্রমণের ভঙ্গিতেও। শটগানটা ডান হাতে, কিন্তু নলটার মুখ নিচের দিকে।

লোকটার মুখের দিকে একবার চেয়েই পরিষ্কার বুঝে নিল রানা—মোমেন্ট অফ ট্রুথ সমুপস্থিত। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে ওর। লাফিয়ে সরে যাওয়ার জন্যে ধনুকের ছিলার মত টান হয়ে গেছে দু'পায়ের পেশী। ও দাঁড়িয়ে পড়ার পর বড়জোর এক সেকেণ্ড পেরিয়েছে, লোকটা রানার বুকে গুলি করল। এবং লাফ দিল রানা। কোনটা আগে হলো—রাইফেলের ট্রিগারে চাপ, নাকি সরে যাবার জন্যে রানার লাফ—বোঝার উপায় নেই, সেকেণ্ডের দশ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

খালি চেম্বারে পড়ল হ্যামার। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল লোকটা গুলি বেরোয়নি বুঝতে পেরে। মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে গেছে প্রাণবন্ত মুখটা। হাতের রাইফেলটা দেখছে, যেন চেনে না জিনিসটাকে।

দু'পা এগিয়ে ধীর ভঙ্গিতে রাইফেলটা তার হাত থেকে নিল রানা। 'ভয় নেই, তোমাকে আমি খুন করব না। কিন্তু বিনিময়ে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে।'

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, বোকার মত তাকিয়ে থাকল লোকটা রানার দিকে।

'তোমরা আমাকে খুঁজছ কেন?'

কথা বলতে চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু ঠোঁট জোড়া নড়ল শুধু, শব্দ বেরুল না।

'কেন তাড়া করছ তোমরা আমাকে? এর জবাব চাই আমি। সত্য কথাটা জানতে চাই।'

গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা শব্দ। 'বুড়ো গাফকে মেরেছ তুমি।'

'কে বলেছে বুড়ো গাফকে মেরেছি আমি?' শান্তভাবে জানতে চাইল রানা। হাতেই রয়েছে শটগানটা, কিন্তু মুখটা মাটির দিকে নামানো।

'বয়েড ছিল সেখানে—সেই বলেছে। বিগ প্যাটও দেখেছে।'

'বিগ প্যাট দেখবে কিভাবে? সে ওখানে ছিলই না।'

'কিন্তু সে বলল ছিল, বয়েডের সামনেই,' লোকটা ঘনঘন ঢোক গিলছে। 'বয়েড তো প্রতিবাদ করেনি।'

'তার কারণ, দু'জনই মিথ্যে কথা বলেছে,' বলল রানা। 'বুড়ো গাফের হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য কি এ ব্যাপারে?'

'তিনি কথা বলবেন কিভাবে? তিনি অসুস্থ···'

'কোথায়? বাড়িতে না হাসপাতালে?'

'ঠিক জানি না, তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শুনেছি বাড়িতেই রাখা হয়েছে।'

'কি নাম তোমার?'

'হ্যারিস।'

'শোনো, হ্যারিস···আচ্ছা, বলো তো, এই মুহূর্তে তোমাকে আমি খুন করতে

পারি, কথাটা স্বীকার করো?'

পরপর দু'বার ঢোক গিলল হ্যারিস। 'আমার কি দোষ?'

'বাহ্! আমাকে দেখামাত্র গুলি করার হুকুম পেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ, এইমাত্র করেছও গুলি—অথচ তোমার কোন দোষ নেই বলতে চাইছ? আমার দিক থেকে ভেবে দেখো ব্যাপারটা—আমার কাছে এটা মস্ত দোষ নয়?'

চুপ করে থাকল লোকটা। কিন্তু কাঁপুনিটা বেড়ে গেল তার।

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও,' বলল রানা। 'তোমাকে খুন করব কি করব না সেটা পরে ভাবব আমি। স্বীকার করো, ইচ্ছা করলে পারি, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

পুতুলের মত মাথা কাত করল লোকটা।

'ঠিক এইরকম সুযোগ আরও অনেকবার পেয়েছি আমি, হ্যারিস,' বলল রানা, 'তোমাদের অন্তত পঁচিশ জন লোককে ইচ্ছে করলেই আমি খুন করতে পারতাম। কিন্তু করিনি। কেন জানো?'

'কেন?'

'করিনি, তার কারণ, আমি অকারণে খুন করা পছন্দ করি না। বুড়ো মানুষের গায়ে হাত তোলাকেও ঘৃণা করি। গাফের গায়ে হাত তোলার কথা কল্পনাও করতে পারি না। বয়েড যা বলছে সব মিথ্যে কথা। আসল ব্যাপার হলো, ওরা ভয়ঙ্কর ধরনের কয়েকটা অপরাধ করেছে, আমি চাই সেগুলো প্রকাশ হোক, ওরা উপযুক্ত শাস্তি পাক। এইটুকুই আমার অপরাধ। এরই জন্যে কুকুরের মত তাড়া করা হচ্ছে আমাকে, হুকুম দেয়া হয়েছে যেন দেখামাত্র গুলি করা হয়। সে যাক, হ্যারিস, এই নাও তোমার রাইফেল,' রাইফেলটা হ্যারিসের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'আমি জানি তোমার পকেটে বুলেট আছে। কিন্তু তবু আমি ঝুঁকিটা নিচ্ছি, তোমাকে কিছুই না বলে মুক্তি দিচ্ছি আমি। বলতে পারো, প্রাণ ভিক্ষা দিচ্ছি তোমাকে। কেন বলো তো?'

পাগল হয়ে গেছি একথা মনে না করলেই হলো, ভাবল রানা। কথা বলতে পারছে না দেখে আবার বলল ও, 'কারণ, আমি যে সত্যিই একজন অপরাধী নই তা প্রমাণ করতে চাই। আমি চাই তোমার সঙ্গীদের কাছে আমার দিকটা তুলে ধরবে তুমি, ওদেরকে সব জানাবে। চললাম।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়াল আবার। ঘুরল। 'ভেব না আবার, খুন করতে ভয় পাই আমি। বিশ্বাস করো, এই কাজটাতেই বিশেষভাবে ট্রেনিং নেয়া আছে আমার। আমি হাঁটতে শুরু করলে তুমি যদি পিছন থেকে কোন সুযোগ নিতে চাও, মরবে। খুন করতে এখনও শুরু করিনি আমি, কিন্তু তোমাকে যদি বেঈমানী করতে দেখি, তোমাকে দিয়েই শুরু করব।' বলে আর দাঁড়াল না রানা। ঘুরল। হাঁটতে শুরু করল।

ঝুঁকিটা ভয়ঙ্কর, স্বীকার করল রানা। শির শির করে উঠল পিঠ। মাথার পিছনের চুল খাড়া হয়ে উঠতে চাইছে। পিছন ফিরে তাকাল না রানা। দৃঢ় পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। ছুটতে শুরু করার একটা অদম্য ইচ্ছা জাগছে, কিন্তু দমন করে রাখল নিজেকে। পিছন ফিরে তাকাবার ইচ্ছাটাকেও অতিকষ্টে দমন করল ও।

ক্রমশ উঠতে উঠতে পাহাড়ের অনেকটা উপরে উঠে যখন বুঝল রাইফেলের নাগালের বাইরে চলে এসেছে, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাল রানা।

পাহাড়ের নিচের অংশে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারিস, ছোট দেখাচ্ছে তাকে, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে উপর দিকে। হাতের রাইফেলটা আগের ভঙ্গিতেই ধরে আছে সে দু'হাত দিয়ে, একটুও নাড়েনি।

হাত নাড়ল রানা। কয়েক সেকেণ্ড অনড় দাঁড়িয়ে থাকার পর উত্তরে পাল্টা হাত নাড়ল হ্যারিস।

আবার এগোতে শুরু করল রানা। পাহাড় বেয়ে ওপারে চলে গেল ও।

বাইশ

পরিষ্কার হয়ে গেছে আবার আবহাওয়া। বয়েডের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা। আবার যে ওরা ধাওয়া করে ঘেরাও করবার চেষ্টা করবে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। চলার উপর রয়েছে সে। সরে এসেছে বেশ অনেকটা। পুরো একটা দিন গত হবার পরও কাছে-কিনারে বয়েড বাহিনীর কোন সাড়াশব্দ বা চিহ্ন না দেখে একটা হরিণ মারার ঝুঁকি নিল সে।

ছোট একটা আগুন জেলে হরিণটার বাছা বাছা অংশ ঝলসে নিয়ে মাংসের স্বাদ গ্রহণ করল। রাতটা একটা ঝর্ণার ধারে বিছানা পাতল। জঙ্গলে আশ্রয় নেবার পর কোন খোলা জায়গায় এই প্রথম। অসম্ভব ক্লান্ত রানা। রাতটা না ঘুমালে কাল সকাল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়তে পারবে বলে মনে হচ্ছে না ওর।

বিছানা তৈরির আগে গদির বিকল্প হিসেবে গাছের শুকনো পাতা সংগ্রহ করল রানা আশপাশ থেকে। একটা খারাপ এবং অনুচিত কাজ, মাটির দিকে একনজর তাকিয়েই ওর অস্তিত্ব টের পেয়ে যেতে পারে শত্রু। তারপর আরও একটা খারাপ কাজ আগুন জ্বালানো, তাও জ্বেলেছে রানা কফি তৈরি করার জন্যে। রানার উদ্দেশ্যটাই আজ খারাপ। তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত বনেজঙ্গলে পালিয়ে বেড়িয়েছে ও এ কয়দিন—হঠাৎ আজ বিদ্রোহ করে বসেছে মনটা।

পাতার উপর চাদর বিছিয়ে তাতে বসল ও। সামনে কুলকুল শব্দে বইছে ঝর্ণা। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। হাতের কাছে ধূমায়িত কফির কাপ। চারদিক নির্জন। নাকে বুনো ফুলের গন্ধ। অদ্ভুত সুন্দর আর শান্ত লাগল রানার পরিবেশটা।

জঙ্গলে প্রবেশ করার পর একটা পুরো রাতও ঘুমাতে পারেনি রানা। একনাগাড়ে তিন ঘণ্টা, তার বেশি কখনোই নয়। সর্বক্ষণ ভয়: ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ মেললেই দেখতে পাবে কয়েকটা রাইফেলের নল তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে লোলুপ নয়নে। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। ঘুমের জন্যে আজ বিছানা পাতেনি সে। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করার পরও বিছানায় শুলো না সে। মনটা খুঁত খুঁত করছে। যা করতে চাইছে সেটা কি উচিত হবে? যদি হঠাৎ সত্যি সত্যিই ঢলে পড়ে ঘুমে?

মধ্যরাত পর্যন্ত টিকে থাকল রানা। বারবার আগুন জেলে কফি তৈরি করল, খেল। শেষে মাজা-পিঠ যখন ব্যথায় টনটন করছে, সিদ্ধান্ত নিল খানিক গড়িয়ে না নিলেই নয়। ঘুমানো অবশ্য চলবে না, কিন্তু খানিকক্ষণের জন্যে পিঠটা বিছানায় না ঠেকালে আর চলছে না। শুয়ে পড়ল রানা। যাতে ঘুম এসে না যায় সেজন্যে ইচ্ছে করেই বিস্ফারিত করে রাখল চোখ।

ঘুম ভাঙল এঞ্জিনের শব্দে। লাফিয়ে উঠে বসল রানা বিছানায়। কয়েক সেকেণ্ড বুঝতেই পারল না কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে সে। যখন হুঁশ হলো, প্রথমেই চোখ গেল ঘড়ির দিকে। বিশ মিনিট এগিয়ে গেছে ঘড়ির কাঁটা ওকে পিছনে ফেলে। বুঝতে পারল ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে—নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ছে এখন যেখানে সেখানে।

আকাশে চলন্ত লাল তারা। হেডলাইট অফ করে রেখেছে হেলিকপ্টারটা। মাথার উপর দিয়ে উড়ে উত্তর দিকে মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের আওয়াজ। আড়মোড়া ভেঙে চারদিকে তাকাল রানা। চোখে পড়া গেছে, এবার বাকি কাজটুকু সেরে ফেলতে হবে।

ওর সমান লম্বা একটা গাছের কাণ্ড দেখে রেখেছিল আগেই, ওটাকে বয়ে নিয়ে আসতে বেশি সময় লাগল না। বিছানার উপর শুইয়ে দিল ওটাকে লম্বালম্বিভাবে। চাদর দিয়ে ঢেকে উঠে দাঁড়াল ও। একটু দূরে সরে গিয়ে দেখল, হ্যাঁ, মনে হয় একজন মানুষ শুয়ে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে। ব্যাপারটাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে গাছের কাণ্ডের সাথে ফিশিং লাইন বেঁধে অপরপ্রান্তটা ধরে দূরে সরে গেল রানা। সুতো ধরে টানতেই মনে হলো যেন ঘুমের ঘোরে নড়ে উঠল চাদরের নিচে মানুষটা।

আলোর দরকার হতে পারে। তাই নতুন করে আরও বড় একটা আগুন ধরাল রানা। কফি খেল আর এক কাপ। বিশ মিনিট পর বেশ অনেকটা দূরে মট্ করে একটা ডাল ভাঙার শব্দ হলো। আসছে! নিঃশব্দ পায়ে ছুটে চলে এল রানা সুতোর শেষ প্রান্তের কাছে, একটা ঘন ঝোপের আড়ালে।

শটগানটা পরীক্ষা করে দেখে নিল রানা লোড করা আছে কিনা। আগুনের খুব কাছে গা ঢাকা দিয়েছে ও, শটগানের নলটা চকচক করে উঠে সব ভণ্ডুল করে দিতে, এমন কি মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে ভেবে মাটি দিয়ে ঘষে নিল। তারপর ঝোপের বাইরে নলের খানিকটা বের করে দিয়ে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে।

চারজনের বেশি নেই এই দলে—আন্দাজ করল রানা। হেলিকপ্টার বয়ে নিয়ে এসেছে ওদেরকে। ঝর্ণার ধারে আগুন দেখতে পেয়ে ওদের নিয়ে এসে নামিয়ে দিয়েছে পাইলট কাছেই কোথাও। আসছে ওরা। কিন্তু এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি সাবধান হয়ে এগোবে—ফাঁদে পড়ে হাত-পা-মাজা ভাঙার ঝুঁকি রয়েছে, জানা আছে ওদের।

আরও কাছে একটা ডাল মটকাল। শক্ত হয়ে উঠল রানার পেশী। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ও অনবরত। দেখতে চাইছে কোন দিক থেকে আসবে আক্রমণটা। ভাবছে, ডাল ভাঙার শব্দ পশ্চিম থেকে এসেছে বলেই মনে করা উচিত হবে না যে ওরা ওদিক থেকেই একসাথে আসছে। ধুরন্ধর কোন লোক পূব দিক থেকেও

এগোতে পারে—কিংবা দক্ষিণ থেকে। দক্ষিণ দিকে রয়েছে ও, হয়তো এই মুহূর্তে ঠিক ওর ঘাড়ের কাছে রাইফেল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ, আর এক সেকেণ্ড পরই চারদিকের ঝোপের পাতায় ছিটকে গিয়ে লাগবে ওর মাথার মগজ। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, মনে মনে স্বীকার করল রানা। কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই এখন।

সতর্ক চোখ পিছনে একবার ফেলার জন্যে ঘাড় ফেরাতে গেল রানা, কিন্তু চোখের কোণে সামনের দিকে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখে পাথর হয়ে গেল ও। বয়েড পারকিনসন! শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল ওর বয়েডকে দেখতে পেয়ে। অধৈর্য হয়ে লোকটা যে নিজেই এসে হাজির হতে পারে, ভাবেনি রানা। বাহিনীর ওপর আস্থা হারিয়েছে সেনাপতি, নাকি হ্যারিসের কথায় হাত গুটিয়ে নিয়েছে কাঠুরের দল?

নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল বয়েড। কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল। সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে চাদর ঢাকা গাছের ডালটার দিকে। চট্ করে চারপাশে চাইল একবার। এগিয়ে এসে আগুনের কাছে রাখা রানার ব্যাগটার পাশে দাঁড়াল। নিচু হয়ে ঝুঁকে ব্যাগের গায়ে লেখা নামটা পড়ে নিশ্চিত হলো। বাঁকা একটুকরো নিষ্ঠুর হাসি ফুটল ঠোঁটে।

সন্তর্পণে সুতো ধরে টান দিল রানা। সামান্য একটু নড়ে উঠল গাছের কাণ্ডটা।

পাঁই করে ঘুরল বয়েড। ঝট্ করে কাঁধে তুলল শটগান। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে টিপে দিল ট্রিগার। নিস্তব্ধ রাত চমকে উঠল আলোর ঝলক আর বিস্ফোরণের আওয়াজে। মাত্র আট ফিট দূর থেকে পর পর চারটে গুলি করল বয়েড চাদরটাকে।

চাদরের নিচে নিজেকে কল্পনা করে গাল দুটো কুঁচকে উঠল রানার। দরদর করে ঘামছে। এগিয়ে গেল বয়েড। চাদরে পা ঠেকিয়ে ঠিক লাথি নয়, ঠেলা মারল গাছের কাণ্ডটায়। হুঙ্কার ছাড়ল রানা, 'বয়েড, ইউ বাস্টার্ড! তোমার দিকে শটগান ধরে আছি আমি। তোমার হাতেরটা ফেলো···'

চরকির মত ঘুরল বয়েড, গুলি করল সেই সাথে। তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে গেল রানার। পিছন থেকে কেউ একজন আর্তনাদ করে উঠল। পরমুহূর্তে গড়গড়া করার মত শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। ধপ করে ভারি একটা শব্দ হলো পতনের। ধুরন্ধর কেউ একজন পিছন দিক থেকে আসতে পারে, ভেবেছিল রানা। ঠিকই ভেবেছিল। ধুরন্ধরই বটে বিগ প্যাট, ভাবল রানা, একটু বেশি ধুরন্ধর, এই যা। ওর ঠিক ছয় ফিট পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। রানা দাঁড়িয়ে আছে মনে করে গুলি করায় বয়েডের বুলেট ঠিক তার নাভিতে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

'খবরদার, বয়েড!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বন্দুকটা তাক করা রয়েছে ওর হাঁটুর দিকে।

অবাক বিস্ময়ে রানার দিকে তাকাল বয়েড, পর মুহূর্তে বেপরোয়া উন্মাদের মত গুলি করল আরার। কিন্তু সে ভুলে গেছে তার সেমি অটোমেটিক শটগানে মাত্র পাঁচটা গুলি থাকে। শুকনো একটা শব্দ হলো ফাঁকা চেম্বারে হ্যামার পড়ায়। হাঁটু লক্ষ্য করে গুলি করল রানা, কিন্তু ততক্ষণে লাফ দিয়েছে বয়েড।

একলাফে আগুনটা পেরিয়ে অপ্রত্যাশিত একটা দিকে ছুটল বয়েড। তিন সেকেণ্ড পরই ঝপাৎ করে শব্দ হলো ঝর্ণার পানিতে। ছপ্ ছপ্ আওয়াজ তুলে সরে

চলে যাচ্ছে। অন্ধকারে আবার তাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল রানা। এটাও লাগল না। ওপারের ঝোপঝাড়ে ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা। ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দটা।

হাঁটু মুড়ে বিগ প্যাটের পাশে বসল রানা। মরে গেছে। রানা ধরে নিল বয়েডের শটগানে ভালুক মারার উপযুক্ত এল জি বুলেট ছিল। নাভি ফুটো করে বিগ প্যাটের শিরদাঁড়া গুঁড়ো করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে, স্তূপ হয়ে রয়েছে পাশে। তার পাশে পড়ে আছে টর্চটা।

বয়েডকে অনুসরণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না রানার। টর্চের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও তার কাদা মাখা পায়ের ছাপ, নেতিয়ে পড়া ঘাস। কিন্তু টর্চ জেলে এভাবে অনুসরণ করাটা বোকামি হচ্ছে ভেবে থেমে দাঁড়াল রানা। বয়েড ইতিমধ্যে আরও পাঁচটা বুলেট ভরে নিয়েছে তার শটগানে, এবং আলো দেখে গুলি করলে বিগ প্যাটের মত রানারও নাড়িভুঁড়ি বের করে দেয়া তার পক্ষে কঠিন হবে না।

কোথায় যেন মস্ত এক বোকামি হয়ে যাচ্ছে। ভাবতে গিয়ে সেটা ধরতে পারল রানা। যতদূর মনে হয় জঙ্গলে আগুন দেখতে পাওয়া গেছে এই খবর কানে যাওয়া মাত্র বিগ প্যাটকে নিয়ে উড়ে চলে এসেছে বয়েড। 'কপ্টারে আর কেউ নেই, পাইলট ছাড়া।

'কপ্টারটা উত্তর দিকে নেমেছে। ওদিকে ফাঁকা পাথুরে জমি আছে খানিকটা, জানে রানা। ধারণা করল, ওই জমিটাই ব্যবহার করেছে পাইলট ল্যাণ্ডিঙের জন্যে।

বয়েডের আগেই পৌঁছুতে পারবে, আশা করল রানা। ও গেছে পশ্চিম দিকে। ব্যাগটা কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে ছুটতে শুরু করল রানা। উত্তর দিকে।

খানিকদূর ছুটে গতি কমিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল রানা। তারপর নিঃশব্দ পায়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সামনে। দু'একবার থামল ও, শুনতে চেষ্টা করল কোথাও কোন শব্দ হচ্ছে কিনা। আরও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে দেখতে পেল আগুনের কণা। 'কপ্টারের গায়ে হেলান দিয়ে দক্ষিণ দিকে চেয়ে রয়েছে পাইলট, কাঁপা হাতে সিগারেট ফুঁকছে। ফাঁকা পাথুরে জায়গাটাতেই নেমেছে 'কপ্টার।

ফাঁকা জায়গায় পা দেবার আগে চক্কর দিয়ে 'কপ্টারটার পিছন দিকে চলে এল ও। 'কপ্টারটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার চারদিকের ত্রিশ গজের মধ্যে কোন গাছ নেই। নিঃশব্দ পায়ে ত্রিশ গজ পেরিয়ে এসে পাইলটের পিছনে থামল রানা।

পাঁজরে শটগানের নল চেপে ধরতেই লাফিয়ে উঠল লোকটা।

'শান্ত হও,' বলল রানা। 'আমি মাসুদ রানা। আমাকে চেনো না তুমি?'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবার সাহস হলো না লোকটার। ঘড় ঘড় করে শব্দ হলো গলা দিয়ে, যেন দম আটকে গেছে। 'প্লীজ, আমাকে মেরো না।'

'আচ্ছা,' সহানুভূতির সুর নকল করে বলল রানা, 'ঠিক আছে, মারব না। যদি কোনরকম চালাকির চেষ্টা না করো বেঁচে যাবে। আগেও আমাদের দেখা হয়েছে, মনে পড়ে? শেষ ট্রিপে তুমি আমাকে কাইনোক্সি উপত্যকা থেকে ফোর্ট ফ্যারেলে পৌঁছে দিয়েছিলে। কি যেন নাম তোমার?'

'নেলসন।'

'গুড। নেলসন, আজও তুমি আমাকে পৌঁছে দেবে ফোর্ট ফ্যারেলে। কি, দেবে না?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল নেলসন।

'ছয় কদম এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াও,' বলল রানা। 'দেখো বোকামি করতে গিয়ে আবার গুলি খেয়ে মরো না।'

গুনে গুনে ছয় পা এগিয়ে থামল পাইলট। 'কপ্টারে উঠল রানা, বসল প্যাসেঞ্জারের সীটে। শটগানটা পাইলটের দিকে ধরে নির্দেশ দিল ও। 'ওঠো এবার। এবং দয়া করে তাড়াতাড়ি করো।'

উপরে উঠে সীটে বসল পাইলট। কাঠের শক্ত পুতুলের মত। পকেট থেকে হান্টিং নাইফটা বের করল রানা। শটগানটা পাশের সীটে রেখে ছুরিটা দেখাল সে পাইলটকে। 'এটা বন্দুকের চেয়েও ভয়ঙ্কর। স্টার্ট দাও, আকাশে ওঠো। জেনে রাখো, হেলিকপ্টার আমিও চালাতে জানি। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝেছি,' বলল পাইলট। 'কিন্তু আমাকে মেরো না, মি. রানা।'

উত্তরে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ছুরিটা নাড়াল রানা। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে এঞ্জিন স্টার্ট দিল পাইলট। বিশ্রী আওয়াজ তুলে চালু হয়ে গেল রোটর ব্লেড, ভীত চকিত ফড়িঙের মত হঠাৎ শূন্যে উঠে পড়ল। পরমুহূর্তে ফাঁকা জমির কিনারা থেকে ঝলসে উঠল আগুন, তারপরই রোটরের শব্দকে ছাপিয়ে কানে এল বুলেটের আওয়াজ।

'বুঝতেই পারছ, তাড়াতাড়ি নাগালের বাইরে যেতে না পারলে আমি নই, বয়েডই তোমাকে খুন করবে,' পাইলটকে বলল রানা হাসিমুখে। আরেকটা গুলির আওয়াজ পেল ও। ওর ঠিক পিছনে ধাতব কিছুর গায়ে গুলি লেগে তীক্ষ্ণ, কর্কশ শব্দ হলো।

বিপদ টের পেয়ে 'কপ্টারটাকে দ্রুত তুলে নিল পাইলট আরও উঁচুতে। আরও কয়েকটা আগুনের ফুলকি দেখা গেল, কিন্তু ওরা এখন বন্দুকের রেঞ্জের বাইরে। অন্ধকার ভেদ করে ছুটতে শুরু করল দক্ষিণ দিকে।

উপত্যকার উপর দিয়ে ক্রমশ নিচে নামতে লাগল ওরা। অনেক প্রাসঙ্গিক কথা উদয় হচ্ছে রানার মনে। আজ প্রায় পনেরো দিন ফোর্ট ফ্যারেলের মুখ দেখেনি। কি অপেক্ষা করছে ওর জন্যে সেখানে কে জানে।

আট মিনিটের মাথায় বাঁধটার উপর উড়ে এল ওরা। ফোর্ট ফ্যারেল আর মাত্র চল্লিশ মাইল এখান থেকে। তার মানে, বড়জোর আর দশ মিনিট লাগবে পৌঁছুতে।

অবশেষে ফোর্ট ফ্যারেলের আলোকিত মুখ দেখতে পেল রানা। প্রশ্ন করল সে, 'পারকিনসনদের বাড়িতে হেলিপোর্ট না থেকেই পারে না, তুমি কি বলো, নেলসন?'

'আপনি ঠিক বলেছেন, মি. রানা।'

'ওখানেই নামব আমরা।'

ফোর্ট ফ্যারেলের উপর দিয়ে উড়ে গেল ওরা। পারকিনসনদের শ্যাতোর ঠিক পাশেই হেলিপোর্টটা। গোরস্থানের মত নির্জন জায়গাটা। ধীরে ধীরে নামল 'কপ্টার শান বাঁধানো প্ল্যাটফর্মে।

'সুইচ অফ করো।'

রোটরের শব্দ থামতে নিস্তব্ধতাটুকু উপভোগ্য লাগল রানার। 'সাধারণত তোমার সাথে দেখা করতে আসে কেউ 'কপ্টার নামলে?'

'আসে। তবে রাতে কেউ আসে না, মি. রানা।'

খুব ভাল, ভাবল রানা। বলল, 'এখানেই রেখে যাচ্ছি তোমাকে আমি। কিন্তু ফিরে এসে যদি দেখতে না পাই, বিশ্বাস করো, খুন করার জন্যে তোমাকে আমি খুঁজতে শুরু করব। এবং বিশ্বাস করো, পাব খুঁজে।'

'এখান থেকে আমি কোথাও যাব না, মি. রানা।' গলাটা কেঁপে গেল লোকটার।

পকেটে ছুরিটা রেখে শটগান হাতে নেমে পড়ল রানা। এগোল বাড়িটার দিকে। মাত্র দু'চারটে বালব জ্বলতে দেখা যাচ্ছে ভিতরে, তার মানে এই শেষ রাতের দিকেও জেগে আছে কেউ কেউ। ভিতরে ঢুকে সামনের দরজার কাছে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। জায়গাটা অন্ধকার, নিঃশব্দ পায়ে পিছন দিকের উদ্দেশে হাঁটছে ও। ওদিক দিয়েই ভিতরে ঢুকতে চায়। গ্যারেজের কাছে এসে নিরাশ হলো রানা। চারদিক আলোকিত। কিভাবে কোথা দিয়ে ঢুকবে তা ঠিক করতে খানিকটা সময় লাগবে ওর, কিন্তু অতটা সময় আলোর মধ্যে থাকাটা উচিত কাজ হবে বলে মনে করল না ও। কি মনে করে গ্যারেজের দিকে টর্চের আলো ফেলল একবার। অনেকগুলো গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। টর্চটা নিভিয়ে ফেলল রানা। সামনের দিক থেকেই ভিতরে ঢুকতে হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুরতে যাবে, হঠাৎ খুঁত খুঁত করতে শুরু করল মন। কি দেখেছে ও গ্যারেজে টর্চের আলোয়? কি দেখেছে? মনে করতে পারল না রানা। কিন্তু এমন কিছু একটা দেখেছে যা ওর চেনা—চেনা এবং অপ্রত্যাশিত। আবার টর্চ জ্বালল রানা। পাশাপাশি আট দশটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তিনটের পরই লংফেলোর গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পাশেই শীলার স্টেশন ওয়াগন।

ঢোক গিলল হঠাৎ রানা। ভাবল, শীলা কোথায়? আর লংফেলো?

দ্রুত ঘুরল রানা। চলে এল গাড়ির সামনে। হঠাৎ একটা বালব জ্বলে উঠল। আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারদিক। স্যাঁৎ করে একদিকে সরে গিয়ে গা ঢাকা দিল একটা তিন ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ির পাশে।

দরজা খোলার শব্দ হলো একটা। একজন লোক কথা বলছে। 'মনে থাকে যেন, কোনভাবেই যেন তাঁকে উত্তেজিত করা না হয়।'

'ঠিক আছে, ডক্টর,' মেয়েলী গলা থেকে এল উত্তরটা।

'অবস্থার একটু এদিক ওদিক দেখলেই সাথে সাথে ফোন করবে আমাকে,' গাড়ির একটা দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল রানা। 'সকাল দশটা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকছি আমি।'

উঠানটা যেখানে ভুঁড়ির মত ফুলে উঠেছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা, তাই দেখতে পাচ্ছে না রানা। স্টার্ট নেবার শব্দ হলো, তারপর হেডলাইট জ্বলতে দেখল রানা। বেরিয়ে গেল গেটের দিকে দ্রুতবেগে।

বাড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল মৃদু শব্দে। এক সেকেণ্ড পর অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক বালবটা নিভে যেতেই।

দরজা বন্ধ হবার আওয়াজটা এখনও কানে বাজছে রানার। মৃদু একটা আওয়াজ। তার মানে তালা লাগানো হয়নি। ধাপ ক'টা পেরিয়ে বারান্দায় উঠল রানা। দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিঃশব্দে। শটগানটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাত দিয়ে মৃদু চাপ দিতেই কবাট দুটো ফাঁক হয়ে গেল মাঝখান থেকে।

বিশাল হলরুমটা মৃদু আলোকিত। কাউকে দেখছে না রানা। পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিকে এগোল ও। কারও সাথে দেখা হলো না সিঁড়ির বাঁকে বা মাথায়।

গাফ পারকিনসনের লাইব্রেরী রুমের সামনে থামল রানা। করিডরটা আলোকিত। রুমের ভিতর আছে কেউ। দরজাটা এক ইঞ্চি খোলা। এক চোখ দিয়ে ভিতরে তাকাতেই পুসিকে দেখল রানা। ড্রয়ার খুলে গাদা গাদা কাগজপত্র নামাচ্ছে সে এক হাত দিয়ে। তার বাঁ হাতে লাল রঙের কাভার মোড়া একটা মোটাসোটা ফাইল। ব্যস্ততার সাথে কি যেন খুঁজছে পুসি। ইতিমধ্যেই ফাইল, চিঠির প্যাকেট, কাগজের বাণ্ডিলের পাহাড় তৈরি করে ফেলেছে সে মেঝেতে।

মৃদু চাপ দিয়ে দরজার কবাট পুরোপুরি খুলল রানা। কাজে এমনই মগ্ন, পিছন ফিরে একবার তাকালও না। পিছন থেকে ডান হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে বুকের সাথে চেপে ধরল তাকে রানা। 'কোন আওয়াজ নয়,' শান্তভাবে বলল রানা, শটগানটা আস্তে করে ছেড়ে দিল নরম কার্পেটের উপর, তারপর বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে ছুরিটা বের করে পুসির চোখের সামনে তুলল। 'বুড়ো গাফ কোথায়?'

'বাবা···' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল পুসি, 'বাবা অসুস্থ।' তার হাত থেকে লাল ফাইলটা পড়ে গেল।

পুসির ডান চোখের ঠিক নিচে ঠেকাল রানা ছুরির ডগাটা। 'দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করার আগে এই চোখটা বের করে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে···'

শ্বাস নেবার জন্যে ছটফট করছে পুসি, দ্রুত কথা বলল সে, 'বেডরুমে।'

'কোথায় সেটা?' বলল রানা, 'থাক, বলতে হবে না—আমাকে দেখিয়ে দেবে, চলো।' পুসিকে ছেড়ে দিয়ে ছুরিটা পকেটে ভরল রানা। শটগান আর লাল ফাইলটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল। 'আওয়াজ করলেই গুলি হবে, পুসি। অনেক সহ্য করেছি, আর না। চলো।'

ভিজে বেড়ালের মত দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল পুসি। তাকে অনুসরণ করে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার মাত্র তাকাল পুসি, শটগানটা তার নিতম্বের দিকে ধরে রেখেছে রানা, দেখে শিউরে উঠল সে। দ্বিতীয়বার আর পিছন ফিরল না।

শেষ মাথার কাছে একটা দরজার সামনে দাঁড়াল পুসি। হাত দিয়ে ধরল নবটা। ঘোরাল। সেই মুহূর্তে পিছন থেকে লাথি মারল রানা দরজার গায়ে। পরমুহূর্তে পুসিকে ধাক্কা মারল বাঁ হাত দিয়ে। দরজার কবাট উন্মুক্ত হবার সাথে সাথে ছিটকে ভিতরে ঢুকল পুসি, কার্পেটের উপর পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। প্রকাণ্ড একটা কোলা-ব্যাঙের মত দেখাচ্ছে এখন তাকে। উঁচু হয়ে থাকা নিতম্বে কষে একটা লাথি মারার লোভটা সামলে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। শটগান তুলে চারদিকটা দেখে নিল তীক্ষ্ণ চোখে।

বিস্ময়ে পাথর হয়ে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেও ভুলে গেছে মেয়েটা।

চোখ কপালে তুলে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। নার্স। চোখাচোখি হতেই সোজা উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। কোলের উপর থেকে কার্পেটে পড়ে গেল একটা বই। কাঁপছে বেচারী। 'এসব কি? কে আপনি?'

'গাফ পারকিনসন কোথায়?'

হামাগুড়ির অবস্থা থেকে পুসি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে দেখে তার পিঠে একটা পা রাখল রানা, চাপ দিয়ে কার্পেটের সাথে ঠেকিয়ে দিল বুকটা।

ঢোক গিলল নার্স। চিৎকার করা নিরাপদ কিনা ভাবছে। 'মি. গাফ অসুস্থ। তাকে আপনি বিরক্ত করতে পারেন না।' আবার একবার ঢোক গিলল সে। 'তিনি··· তিনি মৃত্যুশয্যায়।'

'কে? কে মৃত্যুশয্যায়?' একটা পর্দার ওপাশ থেকে ভরাট কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। 'তোমার কথা শুনতে পেয়েছি আমি, বাচাল মেয়ে! এত সহজে মরণ নেই আমার। কে ওখানে?'

পর্দার দিকে ফিরল নার্স। পুরো বিচলিত দেখাচ্ছে। চঞ্চল পায়ে এগোল দু'পা, তারপর কি মনে করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'মি. গাফ··· মি. গাফ, আপনি শান্ত হোন।' মাথা ঘুরিয়ে রানার দিকে ফিরল সে। অনুরোধ ঝরে পড়ল কণ্ঠস্বরে, 'দয়া করে আপনি যান।'

'রানা? মাসুদ রানা, তুমি?' পর্দার ওপাশ থেকে জানতে চাইলেন গাফ।

'আমি,' বলল রানা।

ব্যঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল বুড়ো গাফের উচ্চারণ থেকে, 'আমি জানতাম কাছে পিঠেই আছ তুমি। আসতে এত দেরি হলো যে?'

উত্তর দিতে যাচ্ছে রানা, কিন্তু আবার কথা বললেন গাফ। 'আমাকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে কেন? নার্স, আলো জ্বালো। রানাকে ঢুকতে দাও এদিকে।'

'কিন্তু··· মি. গাফ, ডাক্তার···!'

'এই মেয়ে! যা বলছি করো। তোমার অবাধ্যতাই বরং উত্তেজিত করছে আমাকে।'

ঝুঁকে পড়ল রানা। ঘাড় ধরল পুসির। টেনে তুলল তাকে। নার্স সুইচ অন করতে উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে গেল বেডরুমে।

পুসিকে নিয়ে এগোল রানা। এক হাতে পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

'এদিকে এসো, রানা।'

বিছানায় শুয়ে আছেন গাফ। চিৎ হয়ে। লাল মখমলের একটা চাদর তাঁর গায়ে।

'পুসিকে নিয়ে বিছানার কাছে থামল রানা। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে একপাশে, কার্পেটের উপর।

'আরে আরে। এ যে দেখছি আমাদের অলক্ষী পুসি! বাপকে তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখতে এলে, অ্যাঁ? বেশ, বেশ—খুব খুশির খবর,' রানার দিকে তাকালেন গাফ, কঠিন কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'তোমার কাহিনীটা কি, রানা? ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে আরও আগে চেষ্টা করা উচিত ছিল তোমার, একটু বেশি দেরি করে ফেলেছ

রানার পাশ ঘেঁষে বিছানার দিকে এগোল নার্স। বিছানা ঘুরে ওপাশে গিয়ে গাফের মাথার কাছে দাঁড়াল। তার চোখে চোখ রাখল রানা। বলল, 'শোনো, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার কোন চেষ্টা করবে না। তোমার কাছ থেকে কোন শব্দও যেন না পাই।'

'আমার পেশেন্টকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না আমি।'

'খুব ভাল মেয়ে তুমি,' গম্ভীরভাবে বলল রানা।

'কি ফিসফাস চলছে এখানে?' জানতে চাইলেন গাফ।

বাঁ বগল থেকে বের করে ডান বগলের নিচে রেখে চেপে ধরল রানা লাল ফাইলটা। বলল, 'আপনার বয়েড। আপনার কাছে আসতে সেই দেরি করিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

'কোথায় সে?'

'কাইনোক্সি উপত্যকায়। পাঁচশো লোকের নেতৃত্ব দিচ্ছে।'

উঠে বসতে চেষ্টা করছেন গাফ, নার্স তাকে ধরে ফেলল। তারপর শুইয়ে দিল মৃদু চাপ দিয়ে। 'কি বলতে চাইছ পরিষ্কার করে বলো, রানা। হেঁয়ালি সহ্য করার মত শারীরিক বা মানসিক অবস্থায় নেই আমি।'

'এসব কিছুই তাহলে আপনি জানেন না?'

'কি সব, রানা?'

'বয়েড আপনার কাঠুরেদের জানিয়েছে আমার হাতে মার খেয়ে আপনি শয্যাশায়ী হয়েছেন।'

'এই প্রথম শুনছি।'

'আমাকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে পাঁচ হাজার ডলার দেয়া হবে, ঘোষণা করেছে সে।'

অবিশ্বাস আর বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠছে গাফের চেহারায়। 'তারপর?'

'আজ পনেরো দিন পাঁচশো লোককে ফাঁকি দিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি। আমাকে দেখামাত্র গুলি করার আদেশ দিয়েছে সে তার বাহিনীকে।'

'মাই গড!' বালিশে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন গাফ।

'এইটুকুই সব নয়!'

স্থির হলেন গাফ। রানার চোখে চোখ রাখলেন। 'যা বলতে চাও বলে ফেলো, রানা।'

'ইলেকট্রিক চেয়ারে বসার সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করেছে সে।'

ভাবলেশহীন দৃষ্টি গাফের চোখে।

'খুন করেছে সে।'

চেয়ে আছেন গাফ। দু'হপ্তায় দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তার। গাল দুটো বসে গেছে ভিতর দিকে, গায়ের মাংস ঝরে গিয়ে হাড্ডিসার কঙ্কালে পরিণত হয়েছে শরীরটা। 'কাকে?'

'বিগ প্যাট নামে এক লোককে। গুলিটা তাকে খুন করার জন্যে করেনি, আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল।'

'বিগ প্যাট—তাকেই কি আমি বাঁধের কাছে দেখেছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

চোখ বুজলেন গাফ। রানা দেখল বোজা পাতার ভিতর থেকে এক ফোঁটা পানি বেরিয়ে এল পাপড়িতে। 'বয়েড তাহলে আবার এই কাজ করল! ও, গড! ভুলটা আমারই! আবার যে এই কাণ্ড ও করবে তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

'আবার?' নিজের কানেই ব্যগ্র শোনাল রানার নিজের কণ্ঠস্বর। 'আবার মানে? আপনি কি কেনেথের কথা বলছেন?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন গাফ।

'তবে?' ঝুঁকে পড়ল বৃদ্ধের মুখের উপর রানা। শক্ত মুঠো হয়ে গেছে হাত দুটো। বুক কাঁপছে উত্তেজনায়। 'মি. গাফ, কে? ক্লিফোর্ড পরিবারকে খুন করেছে কে?'

চোখ মেলে তাকালেন গাফ। রানার কানে যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল তাঁর দুর্বল কণ্ঠস্বর। 'তুমি কতটুকু জানো, রানা? কেনেথ কি সব কথা বলে গেছে তোমাকে?'

'না। তার কাছ থেকে বিশেষ কিছুই জানতে পারিনি আমি। জেনেছি অন্য সূত্র থেকে।'

'কি জেনেছ, রানা? কি প্রমাণ আছে…'

'অনেক, মি. গাফ। কেনেথ যে কেনেথ ছিল না, টমাস ছিল তা আমি প্রমাণ করতে পারি অনেকভাবে। কবর খুঁড়লেই সব প্রকাশ পাবে। তার দরকার আছে বলে কি মনে করেন আপনি?'

'না!' থামলেন তিনি। 'এ ভয় ছিল আমার,' শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। নিজের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছেন ক্রমশ। 'আমি জানতাম, একদিন সব ফাঁস হয়ে যাবে।…ওরা চারজনই ভয়ঙ্কর পুড়ে গিয়েছিল—পোড়া গা আর কাঁচা মাংস ছাড়া দেখবার মত কিছু ছিল না…কেউ চিনতে পারেনি টমাসকে…কিন্তু আমি পেরেছিলাম। ঈশ্বর আমার সহায় হোন!' বদলে গেল চোখের দৃষ্টি, অনেক দূরে তাকিয়ে আছেন যেন তিনি, ফিরে গেছেন আট বছর আগের অতীতে, যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন দুর্ঘটনার পরবর্তী বীভৎস দৃশ্যটা। 'সনাক্ত করার সময় ভুলটা আমি ইচ্ছে করেই করেছিলাম,' স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বললেন তিনি, 'করেছিলাম টমাসের নিরাপত্তার কথা ভেবেই—ওখানেই মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার। টমাস মারা গেছে এই মিথ্যেটা খাড়া না করে টমাস বেঁচে আছে এই সত্যটা প্রকাশ করলে আজ আর এই ঘটনা ঘটত না। কিন্তু ভাল করছি ভেবে করে বসলাম মন্দ। বুদ্ধির দোষ! আমার বুদ্ধির দোষ!'

'কে দায়ী, মি. গাফ?' জানতে চাইল রানা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছে ও উত্তরটা শোনার জন্যে। 'কে? কে খুন করেছিল হাডসন ক্লিফোর্ডকে?'

ধীরে ধীরে একটা কাঁপা হাত তুললেন গাফ পারকিনসন। নেতিয়ে পড়া আঙুলগুলোর মধ্যে থেকে খাড়া হচ্ছে ধীরে ধীরে তর্জনীটা। পুসির দিকে তাক করলেন তিনি আঙুল। 'ওর ভাই—বয়েড পারকিনসন। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা ওর। ওরই বুদ্ধিতে চলত বয়েড, ওই বুদ্ধি দেয় বয়েডকে!'

তেইশ

কখন উঠে দাঁড়িয়েছে পুসি, লক্ষ করেনি রানা। হঠাৎ সে ছুটতে শুরু করতেই গাফ অসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠলেন। 'পুসি!'

দাঁড়িয়ে পড়ল পুসি পর্দার কাছে। পা দুটো কাঁপছে, দেখল রানা।

'গুলি করতে দ্বিধা করবে না তুমি,' রানাকে উদ্দেশ্য করে বললেন গাফ, 'যদি এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করে। শুনলে, পুসি? ঠিক এই কাজটাই নিজের হাতে করা উচিত ছিল আমার আট বছর আগে।'

রানা বলল, 'ওকে আমি আপনার লাইব্রেরীরুমে পেয়েছি, আপনার ড্রয়ার থেকে কাগজপত্র বের করে মেঝের ওপর ফেলছিল।' হাতের লাল ফাইলটা দেখাল রানা। 'এটা ছিল ওর হাতে।'

'তোমার হাতে ওটা আমি আগেই দেখেছি, রানা,' গাফ চোখ বুজে বললেন। 'ওটার ভিতর যে কাগজপত্র আছে সেগুলো কোর্টে দেখিয়ে হাডসন ক্লিফোর্ডের যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিতে পারবে শীলা ক্লিফোর্ড। ফাইলটা অনেক খুঁজেছি আমি, রানা। পাইনি। এখন বুঝতে পারছি, ওটা আমারই লাইব্রেরীতে লুকিয়ে রেখেছিল ওরা। ওই লাইব্রেরীটাতেই কখনও খোঁজ করিনি। করব না তা ওরা জানত বলেই রেখেছিল ওখানে।'

'কি আছে ওটায়?'

'হাডসন ক্লিফোর্ডের যাবতীয় দলিলপত্র। উইলটাও আছে ওতে।'

'তার মানে যে দলিল দেখিয়ে পারকিনসনরা ক্লিফোর্ডদের সব কিছু গ্রাস করেছিল সেটা জাল ছিল?'

'না,' বললেন গাফ। 'ওটা ছিল পুরানো, প্রথম দলিল। আমরা, আমি আর হাডসন তখন যুবক, বিয়ে করিনি কেউ—ব্যবসা শুরু করেই একটা দলিল করেছিলাম। তাতে আমরা শর্ত রাখি দু'জনের মধ্যে কেউ যদি মারা যাই তাহলে অপরজন সবকিছুর মালিক হবে। বিয়ের পর এই দলিল বাতিল করা হয়। কিন্তু পুরানো দলিলটা থেকেই যায় আমার কাছে। ওটার সাহায্যেই বয়েড সব দখল করার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে।'

'পরের অর্থাৎ শেষ দলিল এবং উইলে কি ছিল?'

'হাডসন শীলা ক্লিফোর্ডকে তার ধর্ম-কন্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল উইলটায়, এবং শর্ত রেখেছিল টমাস ও শীলা সমান বখরা পাবে। দু'জনের যে-কোন একজনের অনুপস্থিতিতে অপরজন হবে সমস্ত সম্পত্তির মালিক।' নার্সের দিকে তাকালেন গাফ। 'টেলিফোনটা বিছানায় নিয়ে এসে দাও আমাকে তাড়াতাড়ি।'

পর্দা সরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল নার্স। টেলিফোন নিয়ে ফিরল তখুনি।

'কাগজ কলম আছে তোমার কাছে?' জানতে চাইল রানা।

রানার চোখে চোখ রাখল নার্স। 'আছে।'

'এখানে যা কিছু বলা হয় সব নোট করো তুমি,' বলল রানা। 'কোর্টে দাঁড়িয়ে সব হয়তো বলতে হতে পারে তোমাকে।'

ডায়াল করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন গাফ। হাত কাঁপছে তাঁর। রানার দিকে তাকালেন। 'দেখো তো সার্জেন্ট হ্যামিলটনকে পুলিস স্টেশনে পাওয়া যায় কিনা?' নাম্বারটা জানালেন তিনি রানাকে। ডায়াল করল রানা। রিঙ হতে শুরু করল অপরপ্রান্তে, রিসিভার ধরিয়ে দিল ও গাফের হাতে।

'হ্যামিলটন? আমি পারকিনসন বলছি···আমার শরীরের খবর জানার কোন দরকার নেই। কি বলছি, শোনো। এখুনি চলে এসো আমার বাড়িতে···একটা খুন হয়েছে,' বালিশের উপর পড়ে গেল গাফের মাথা, হাত থেকে খসে পড়ল রিসিভার। রিসিভারটা ধরে ফেলে ক্রেডলে রেখে দিল রানা।

শটগানটা পুসির পেটের দিকে তাক করে ধরে আছে রানা। বিছানার অপরপ্রান্তে, নার্সের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। দু'পাশে মরা সাপের মত ঝুলছে তার হাত দুটো। মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ডান দিকের কপালে একটা শিরা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে তার। ইতিমধ্যে অত্যন্ত নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করেছেন গাফ পারকিনসন। দ্রুত নোট করছে নার্স তাঁর কথাগুলো।

'বয়েড দেখতে পারত না টমাসকে,' নরম, নিস্তেজ গলায় বলে চলেছেন গাফ। 'টমাস ছিল অত্যন্ত ভদ্র আর অসম্ভব মেধাবী ছেলে। বুদ্ধি, শক্তি, জনপ্রিয়তা সবই ছিল তার—বয়েডের যা ছিল না। কলেজের পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে পাস করত টমাস, বয়েড ফেল মারত। টাকা আর প্রভাবের জোরে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় বয়েড। টমাসের বান্ধবীর সংখ্যা ছিল অগণিত, কিন্তু বয়েড গায়ের জোরে মেয়েদের সাথে প্রেম করতে গিয়ে কেলেঙ্কারি ঘটাত। টমাসকে দেখে মনে হত হাডসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হতে পারবে সে, ব্যবসা দেখাশোনার ব্যাপারে বাপকেও ছাড়িয়ে যাবে। বয়েড জানত, আমাদের যৌথ ব্যবসার মাথা হিসেবে টমাসই একদিন স্বীকৃতি পাবে, নিজের কোন সুযোগই থাকবে না। হাডসন উপস্থিত থাকলেও ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে জটিল কোন সমস্যায় পড়লে আমি টমাসকে ডেকে পাঠাতাম, তার কাছ থেকেও পরামর্শ চাইতাম। এসব দেখে খেপে গিয়েছিল বয়েড, কিন্তু তাকে আরও খেপিয়ে তুলল এই পুসি—কারণ, তার অবৈধ প্রেম-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল টমাস। অপমানিত হয়েছিল সে টমাসের কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে।'

দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছেন গাফ। রীতিমত হাঁপাচ্ছেন তিনি। '···এই সব কারণে ওরা দু'জন টমাসকে খুন করার ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্রটা শুধু টমাসকে খুন করার জন্যে ছিল না। ওরা ঠিক করে গোটা ক্লিফোর্ড পরিবারকেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে দুনিয়ার বুক থেকে। একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাবার ব্যবস্থা হয়। আমার বুইকটা ধার করে নিয়ে যায় বয়েড। এডমনটন রোডে অনুসরণ করে ওরা ক্লিফোর্ডদের। পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ক্লিফোর্ডদের গাড়িটাকে পাহাড়ী রাস্তা থেকে নিচের গভীর খাদে ফেলে দেয়া হয় খুন করার জন্যে, ঠাণ্ডা মাথায়। হাডসন অ্যাক্সিডেন্টের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোনরকম সন্দেহ করেনি বলে আমার ধারণা। কেননা আমার গাড়িটাকে চিনত সে, চিনত গাড়ির আরোহীদের।'

'কে চালাচ্ছিল গাড়িটা?'

'তা আমি জানতে পারিনি। কখনোই কথাটা প্রকাশ করেনি বয়েড বা পুসি। বুইকের সামনেটা তুবড়ে গিয়েছিল, সেটা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি ওরা। ওটা দেখেই দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিই আমি। বয়েডকে চেপে ধরতে সে বাধ্য হয়ে সব কথা স্বীকার করে আমার কাছে। ভিজে কাগজের ঠোঙার মত কুঁকড়ে গিয়েছিল সে।'

দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকলেন গাফ, তারপর বললেন, 'কি করার ছিল আমার! বয়েড আমার সন্তান।' একটা মিনতির সুর ফুটে উঠল বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে। 'আমার সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করো, রানা। নিজের ছেলেকে খুনী হিসেবে পুলিসের হাতে কিভাবে তুলে দিই আমি? তারপর বয়েডের চেয়ে তখন বেশি চিন্তিত হলাম টমাসের জন্যে। ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। কিন্তু কিভাবে?···এডমনটন রোডে গিয়ে দেখলাম সবাই মারা গেছে, একজন অপরিচিত যুবকও রয়েছে তাদের মধ্যে—শুধু টমাস ছাড়া। টমাস বেঁচে ছিল, কিন্তু বেঁচে যাবে বলে মনে হচ্ছিল না। ভাবলাম, যদি বা বাঁচে, শেষ পর্যন্ত এদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পারব না। যদি জানতে পারে টমাস বেঁচে আছে তাহলে আবার চেষ্টা করবে এরা খুন করতে। এবং দ্বিতীয়বার হয়তো ব্যর্থ হবে না। এখানেই ভুলটা হয়ে গেল আমার। আমার উচিত ছিল টমাস বেঁচে আছে এই সত্য প্রকাশ করে দিয়ে বয়েডকে সামলানো। টমাসকে নিজের কাছে রেখে পাহারা দিতে পারতাম। বোধ হয় তারও দরকার হত না। সুস্থ হয়ে উঠলে টমাস নিজের বুদ্ধির জোরেই নিজেকে রক্ষা করতে পারত—বয়েড তার আর কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করত না ভয়ে। কিন্তু এসব কথা তখন মাথায় আসেনি। মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এসে গেল। দেখলাম, টমাসকে অজ্ঞাত পরিচয় যুবক, ওরফে কেনেথ হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায়। তা চালিয়ে দিলে দু'দিক থেকে লাভ হবে। টমাসও বাঁচে, বয়েডও বাঁচে। সকল সমস্যার সমাধান হয়।'

নিঃস্ব, অবসন্ন দেখাচ্ছে গাফকে। মিনিট তিনেক কথা বলতে পারলেন না তিনি। তারপর আবার বললেন, 'বয়েডকে বাঁচাবার জন্যে, ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে ফোর্ট ফ্যারেল থেকে ক্লিফোর্ডদের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করি আমি। সম্পদ দিয়ে ওর চারধারে নিরাপত্তার পাঁচিল তুলতে চেষ্টা করি।'

মৃদু স্বরে জানতে চাইল রানা, 'আপনি কি টমাসকে টাকা পাঠাতেন, মি. গাফ?'

'হ্যাঁ,' গাফ বললেন। 'টাকা পাঠানো ছাড়া আর কি করতে পারতাম আমি টমাসের জন্যে, বলো? তার অধিকার তাকে যদি ফিরিয়ে দিতে চাইতাম, কি ঘটত ভেবে দেখো। বয়েডকে তুলে দিতে হত পুলিসের হাতে। বয়েডের ভাগ্য ভাল ছিল, টমাস তার স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। সে যদি স্মৃতি না হারাত, আমার সমাধানটা টিকত না, ভেঙে পড়ত কিছুদিন পরই। টমাস ফোর্ট ফ্যারেলে এসেই নতুন করে বিষয়টাকে জ্যান্ত করে ফেলেছিল। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে থেকে টমাসের কোন খবর আমি পাইনি। খবর পাবার জন্যে একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম আমি। তারা কোন খোঁজ দিতে পারেনি। টমাস ফোর্ট ফ্যারেলে আসবে এ ভয় আমার ছিল। কিন্তু সাবধান হবার সুযোগই আমি পাইনি। সে এসেছিল তাও আমি জানতাম না। বয়েড তাকে টমাস বলে চিনতে পারেনি, চিনেছিল কেনেথ

বলেই। সে জানত টমাস নয়, বেঁচে আছে কেনেথ, এবং কেনেথের স্মরণশক্তি হারিয়ে গেছে। কিন্তু যদি সে সব কথা স্মরণ করতে পারে? তাহলে কি হবে? বয়েড জানত, তাহলে মরতে হবে তাকে। তাই সে খুন করে কেনেথ ওরফে টমাসকে।'

লার্সের দিকে তাকালেন তিনি। মৃতপ্রায় দেখাচ্ছে তাকে। 'সব লিখে নিয়েছ?'

লার্সের দু'চোখে টলমল করছে পানি। মাথা ঝাঁকাল সে, 'জ্বী।'

রানার দিকে তাকালেন গাফ। 'আট বছর আগেই বয়েডকে খুন করা উচিত ছিল আমার, রানা। পাঁচটা খুন করেছে সে এইটুকু বয়সে, আরও করবে। আমি অনুমতি দিচ্ছি, তাকে তুমি থামাও—যেভাবে পারো।'

'বয়েডের ব্যাপারটা নিয়ে হ্যামিলটন মাথা ঘামাবে, তার ওপরই ব্যাপারটা ছেড়ে দিন,' কলিং বেলের ক্ষীণ আওয়াজ ঢুকল রানার কানে। 'ওই এসেছে সে।' লার্সের দিকে তাকাল রানা। 'যাও, সার্জেন্টকে নিয়ে এসো।'

লার্স বেডরুম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পুসির দিকে শটগান নাড়ল রানা। 'এবার বলো, পুসি,···কোথায় ওরা? শীলা আর লংফেলোকে কোথায় রেখেছ?'

খুন করেছে বয়েড ওদের, শিউরে উঠে ভাবল রানা প্রশ্নটা করেই।

'ওহ্ গড্!' আরও খুন নাকি?' গাফ আঁৎকে উঠলেন।

গাফের দিকে খেয়াল দিল না রানা। ছুরিটা বের করল। 'পুসি, কোথায় ওরা? যদি না বলো হ্যামিলটন পৌঁছবার আগেই চিরে ফালা ফালা করে দেব তোমার মুখটা।'

বৃদ্ধ একটা কথাও বললেন না। শুধু গভীর একটা শ্বাস নিলেন। রানাকে পুসির দিকে এগোতে দেখে চোখ বুঁজলেন।

'ঠিক আছে, বলছি! আণ্ডারগ্রাউণ্ড গোডাউনে বেঁধে রেখেছি বেশ্যা মাগীটাকে। তার সাথে বুড়ো দালালটাও আছে। এদের দু'জনকেও গলা টিপে মারতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বয়েড, হদ্দ বোকাটা তা করতে দেয়নি আমাকে।'

সার্জেন্ট হ্যামিলটন শুনল কথাটা। পুসির ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। তার পিছনে দু'জন সশস্ত্র কনস্টেবল।

'লার্সের মুখে শুনেছ সব?' জানতে চাইল রানা।

দীর্ঘ ছয় ফুট শরীরটা নিয়ে পুসির পাশ ঘেঁষে এগিয়ে এল হ্যামিলটন। রানার সামনে দাঁড়াল। তারপর তাকাল গাফের দিকে। 'শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না,' বৃদ্ধ বললেন বিছানা থেকে। 'লার্স যা নোট করেছে সব সত্যি। কাগজটা দাও আমাকে, আমি সই করে দিচ্ছি,' হাত পাতলেন তিনি।

গাফের সই করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর সার্জেন্টকে বলল, 'পুসির বিরুদ্ধে তুমি কি অভিযোগ আনবে বুঝতে পারছ তো? ও এখন তোমার দায়িত্বে। আক্রমণ যদি ঠেকাতে চাও, এক্ষুণি ওর হাতে হাতকড়া লাগাও।'

পরিস্থিতি বুঝতে খুব বেশি সময় নিল না হ্যামিলটন। দ্রুত হাতকড়া লাগাল সে পুসির হাতে।

'লার্সের কাছ থেকে বাকিটা জেনে নাও,' বলল রানা। 'আমি শীলা আর

লংফেলোর কাছে যাচ্ছি।'

'ছয়জনের মত খাবার, কফি ভর্তি বড় একটা কেটলি আর তিন গ্যালন পানির ব্যবস্থা করো, ডিকসন।' বলল শীলা। 'জলদি!'

'পানি, মিস ক্লিফোর্ড?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, পানি। আর ছয়জনের মত খাবার।'

'কিন্তু আপনারা মানুষ তিনজন...'

হেসে উঠল শীলা। হাসতে হাসতেই ডিকসনের কৌতুকের ছাপ মাখা মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরল, এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে, প্রায় বুকে বুক ঠেকিয়ে। দু'হাত তুলে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। টানছে নিজের দিকে।

খড়মড় করে আওয়াজ হলো ওয়্যারলেস সেটে। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। হেলিকপ্টারে করে পারকিন্সনদের বাড়ি থেকে ফেরার পর তিন ঘণ্টা পেরিয়েছে মাত্র। একটা ওয়্যারলেস সেট চেয়ে নিয়েছে সে হ্যামিলটনের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যে। কথা আছে, যখন যা হয় জানাবে হ্যামিলটন ওকে। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল সে।

'রানা।'

'হ্যামিলটন। মি. রানা, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। ম্যাপে আপনার দেখানো জায়গার কাছাকাছিই বয়েডকে ধরতে পেরেছি আমরা, তবে...'

'তবে?'

'একজন লোককে হারাতে হয়েছে আমাদের। বয়েড তার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে।'

'দুঃখিত।'

'আপনার জবানবন্দী দরকার হবে। কখন আসব?'

'এই, বিকেল চারটে নাগাদ?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' কথা না বাড়িয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল হ্যামিলটন।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

চোখে চোখে চেয়ে রইল দু'জন কয়েক সেকেণ্ড। নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেল পরস্পরের দিকে। চুম্বকের মত টানছে দু'জন দু'জনকে। রানার বুকে মাথা রাখল শীলা। গাল ঘষল। রানার দু'হাত জড়িয়ে ধরল শীলার ক্ষীণ কটি। ধীরে ধীরে মুখ তুলল শীলা। ঠোঁটে বিচিত্র এক টুকরো নরম হাসি।

এক পা দু'পা করে বিছানার কাছে চলে এসেছে দু'জন। এমন সময় দরজায় ঘা পড়তে শুরু করল ঘন ঘন।

'কই হে, দরজা বন্ধ কেন? কি করছ তোমরা?'

'দূর ছাই! বুড়ো লংফেলো! জ্বালিয়ে মারল দেখছি!' বলেই হেসে উঠল শীলা। আছড়ে পড়ল রানার বুকে। 'খুলছি না। ভাঙুক দরজা, ভেঙে দেখুক কি করছি!'

* * * *